ঘুমন্ত ছবি।

(হিপনটিক উপন্যাস।)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।

এস, কে, শীল ও এন, কে, শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

শীল-প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১। বৈশাখ।

ঘুমন্ত ছবি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আভাসিক তনু।
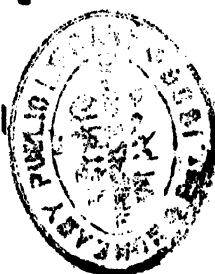
ফাল্গুনমাসের প্রভাতকাল,—প্রকৃতির দৃশ্য সমধিক রমণীয়। সমপরিমিত শীতোষ্ণতায় জড়জগতের শরীর কণ্টকিত,—দিকে দিকে প্রস্ফুট কুসুমের সৌরভ প্রবাহিত। অশোক, কিংশুক, পারুল, গন্ধরাজ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের কুসুম প্রস্ফুটিত। দয়েল, পপিয়া, শ্যামা প্রভৃতি বিহগকুল বিবিধ স্বরে স্বর বিস্তারে নিরত। শিমুলবৃক্ষ ঘোর লোহিত পুষ্পপুঞ্জ মস্তকে করিয়া, প্রকৃতির দরবারের দ্বারবানের মত গর্ব্বিতভাবে দণ্ডায়মান। পাপিয়াবধূ শিমুল ফুলের লালরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া, প্রভাত হইতেই চীৎকার করিয়া, কাহার নিকটে কোন্ ব্যথা জানাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ফরিদপুরজেলার সাগরগাঁ ঠিক্ পদ্মার অনতিদূরে অবস্থিত। সাগরগাঁ গণ্ডপল্লী,—গ্রামে দশ বার ঘর ব্রাহ্মণ,—কুড়ি পঁচিশ ঘর কায়স্থ। আর প্রায় দুইশত ঘর চাষীকৈবর্ত্তজাতির বসতি। তদ্ভিন্ন নাপিত, তন্তুবায়, ধোপা, কুমার, সূত্রধর, মালাকর প্রভৃতি সর্ব্ব সমষ্টিতে প্রায় দুইশত ঘর লোক সেই গ্রামে বসতি করিয়া থাকে। উন্নত অবস্থার গৃহস্থ সে গ্রামে প্রায়ই নাই,—অধিকাংশই দরিদ্র ও কৃষিব্যবসায়ী, দুই চারি ঘর মধ্যবিৎ গৃহস্থ।

বসন্তের মধুর প্রভাতে, যাদব বাগাচী নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক, আপনবাটীর বাহিরের গৃহে বসিয়া, তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় আর একটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ। উভয়ের কথাবার্ত্তার ধরণে বুঝা গেল, উভয়ের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব-সূত্র আবদ্ধ আছে। যিনি আগমন করিলেন, তাঁহার নাম শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে আগমন করিয়া, যাদবচন্দ্রের পার্শ্বপতিত অপর আসনে উপবেশন করিয়া, এবং যাদবচন্দ্রের প্রদত্ত আদরআহ্বানের সহিত হুঁকাটি প্রাপ্ত হইয়া, হুঁকাকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়াই, হাসিমুখে বলিলেন,"তুমি ভূত মান ?"

যাদব। এই জন্য বুঝি, হাসিতে হাসিতে আসিয়াছ ? ভূতের কোন ব্যাপার কোথাও ঘটিয়াছে নাকি ?

শ্যামা। হাঁ—ভারি কাণ্ড! চাক্ষুষ দেখা! তুমি, ভূত মান কি না, তাই বল।

যাদব। আমার মানা বা না মানা, অনুমানের উপর নির্ভর। কিন্তু যদি কেহ চাক্ষুষ দেখিয়া থাকে, আমার অনুমান হইতে, তাহা অবশ্যই কঠোর প্রমাণ, সন্দেহ নাই।

শ্যামা। যে কথা আজি শুনিয়া আসিয়াছি, সে বড়ই আশ্চর্য্য কথা। যে, সে কথা বলিয়াছে, সে চাক্ষুষ দেখিয়াছে—কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

যাদব। সে যদি চাক্ষুষ দেখিয়া বলিয়াছে; তবে বিশ্বাস হয় না কেন?

শ্যামা। কথাটা অতি অদ্ভুত।

যাদব। ভূতের কথাই অদ্ভুত,—কাজেই বিশ্বাস করিতে হয়।

শ্যামা। আরও কারণ আছে।

যাদব। কি?

শ্যামা। যে বলিয়াছে,—সে ঘোর অশিক্ষিত।

যাদব। যাহা চক্ষে দেখিয়াছে—তাহা অশিক্ষিত ও যাহা বলিবে, শিক্ষিতেও তাহাই বলিবে। শিক্ষিত লোকের দর্শন-শক্তি আর অশিক্ষিত লোকের দর্শন শক্তি, ইহার প্রভেদ নাই।

শ্যামা। কিছু আছে বৈ কি,—অশিক্ষিত লোকে রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া ভীত হয়। শিক্ষিত লোক, বিশেষরূপে তথ্য লয়—বাস্তবিক সে সর্প কি না!

যাদব। ভূতদর্শন সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটে না। উহা অধ্যাত্মবিষয়। অধ্যাত্মচক্ষু না থাকিলে, ভূত দর্শন ঘটে না।

শ্যামা। তবে কি, সাধুচরণের অধ্যাত্ম চক্ষু আছে নাকি?

যাদব। হয়ত, সে সময় ছিল।

শ্যামা। কথাটা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না।

যাদব। মনের অবস্থা, সকল সময় সমান থাকে না। মনে কর, একই মানবের মন, কখনও ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হয়, কখনও পাপের কামনায় ডুবিয়া যায়। কখনও পরোপকার

বাসনার স্বর্গীয় ভাবে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, কখনও হিংসার পুতিগন্ধে প্রাণ কলুষিত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণের ন্যূনাধিক্যতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চক্ষুরও ঐরূপ গুণের আধিক্য বা ন্যূনতায় দর্শন-শক্তির ভালমন্দ অবস্থা হয় বৈ কি?—আর সাধনায় ভাল বা মন্দ, খুবই হইয়া থাকে। কোন্ সাধুচরণ ভূত দেখিয়াছে?

শ্যামা। তোমার প্রজা,—সাধু বিশ্বাস।

তখন যাদব, তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "একবার সাধু বিশ্বাসকে ডাকিয়া আন্ত।"

ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বে সাধুকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া, প্রভুর নিকটে পঁহুছাইয়া দিয়া, প্রস্থান করিল।

সাধুকে বসিতে বলিয়া, যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ভূত দেখিয়াছ, সাধু?"

সাধুর বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে। সাধু মুখখানা অস্বাভাবিক রূপে বিকৃতি করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর; সে কথা আর শুনো না গো! মনে হলি এখনো আমার গাডা ডোল হয়ে উঠ্‌ছে।"

যাদব। কি হ'য়েছে, বলনা।

সাধু। জলছত্রগাছের বাঁ-পাশে আপনার দরুন সেই জমি খানায় এবার পটোল নাগিয়ে ছিলাম,—তা জানেন ত?

যাদব। তা'ত জানি,—কিন্তু কি হ'য়েছে?

সাধু। তাই বোল্‌চি—শুনুন।

যাবদ। বল।

সাধু। সুমুন্দিরা, রাত কোরে সে ভূঁই হতি পটল চুরি

কোর্‌তি লেগেছে। তাই সেই জমির ওপর একটা কুঁড়ে বেঁধে ক'দিন ধোরে পাহারা দিচ্চি।

যাদব। তারপর?

সাধু। কা'ল রাত্তির আন্দাজ দুপুরের সময়, আমি ঘুম্ থেকে উঠে; একবার ভূঁয়ের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম,—কোথাও কেউ নেই দেখে, তামাক সেজে খাচ্চি—কুঁড়েরদুয়োরে বোসে তামাক খাচ্চি—ক'াল চাঁদ্‌নী রাত;—চারিদিকে জ্যোৎস্না ধপ্ ধপ্ কোচ্ছিল—হটাস্ জলছত্রগাছের দিকে নজর প'ড়ল—দাদাঠাকুর; মনে পড়্‌লি এখনো গাডা ডোল হোয়ে উঠ্‌তি লাগে।

যাদব। কি দেখিলে?

সাধু। সেইত জলছত্র বটগাছডা তিন বিঘে ভুঁই যোড়া কোরে রোয়েছে। হটাস্ দেখি কি, সেই গাছডার ডালগুলো একটা পাকানে বাতাসে দুলে দুলে উঠ্‌লো—আর একটা কুয়াসা পাকিয়ে পাকিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে মানুষ হোয়ে দাঁড়াল। দেখে, আমার মূর্চ্ছো হবার যো হোলো। কিন্তু সাম্‌লে নিয়ে গুরুর নাম কোত্তি লাগ্‌লাম।

যাদব। তারপর?

সাধু। তারপর, দেখি কি, সেই মানুষডা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো কাপড় চোপড় পরে নিল,—তারপরে আমারি কুঁড়ের ঘরের দিকে চলে আস্‌তি লাগ্‌লো। দাদাঠাকুর; বোল্‌বো কি—আমি ভাবলাম, আমাকে খেয়ে ফেল্‌লো। আমি হুঁকো ফেলে, কুঁড়ের মদ্যি গিয়ে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। মানুষডা কোথায় যায়, দেখ্‌বার জন্যি কুঁড়ের ফাঁসা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তি লাগ্‌লাম।

যাদব। তারপরে কি দেখিলে?

সাধু। শোন দাদাঠাকুর;—তুমি সব শাস্তর জান,—বল্লি কথা বুঝ্‌তি পার,—কিন্তু অন্য লোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে।

যাদব। জগতে হাসির কথা কিছুই নাই। কেন সুখে হাসি আসে, কেন দুঃখে অশ্রু বহে—সামান্য সামান্য দৈনিন্দিন ঘটনার কারণনির্ণয় ক্ষমতা যখন আমাদের নাই, তখন অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়, আমরা কি করিয়া বুঝিতে পারিব! তারপর, কি হইল?

সাধু। দাদাঠাকুর; শোন— কি কাণ্ড শোন! সেই মানুষডা প্রায় আমার কুঁড়েঘরের কাছে এসে দাঁড়াল—অমনি তাকে পষ্ট চিন্‌তে পাল্লাম—আমাদের গাঁয়ে সেই যে, নরহরি বিশ্বাস ছিল, আমি তাকে বেশ কোরে চিন্‌তে পাল্লাম—সে সেই ব্যক্তি। সে ডাঁড়িয়ে, ডাঁড়িয়ে, কি বোল্‌তি লাগ্‌লো। ভয়েতে আমি তা ভাল কোরে শুন্‌তি পালাম না। তবে এই কডা কথা শুন্‌তি পালাম,—দাদা ঠাকুর; সে কথা শুনে—

যাদব। কি কথা শুনিলে?

সাধু। সে তার, সেই বড় বড় হাত দুখানা নেড়ে নেড়ে বোল্‌তি লাগ্‌লো—রমণী; রমণী; তোমাকে জগতের পুরুষ মানুষেরা বড় যত্নে—বড় আদরে প্রতিপালন করে। তোমাদের জন্য মানবগণ ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, তোমাদের জন্য কর্ম্ম ভুলিয়া যায়—রাত নাই, দিন নাই গায়ের রক্ত জল করিয়া, খাটিয়া খাটিয়া তোমাদিগের মনস্তুষ্টি করে,—কিন্তু তোমরা পুরুষদিগের বুকে ছুরি বসাইতে সতত ব্যস্ত। তাহাদের সাধের প্রেমেরবাগানে আগুণ ধরাইয়া দিয়া, সংসার-কুসুম দগ্ধ করিতে যত্নশীল, তোমরা

না পার এমন কাজই নাই। মুখে ভালবাসা জানাইয়া, পুরুষ-গণকে স্ববশে রাখিয়া, অন্যকে ভালবাস। বাঞ্ছিতের আদেশে স্বামীর বুকে ছুরি মার। আমিই তাহার দৃষ্টান্ত! দাদাঠাকুর;—

যাদব। সাধু!

সাধু। আজ্ঞে।

যাদব। আচ্ছা,—তুই যেরূপভাবে কথাগুলা বল্লি, সেগুলি কি সেই মূর্ত্তিই বলিয়াছিল, না তুই বেশ কোরে গুছিয়ে বল্লি?

সাধু। দাদাঠাকুর!—আমার সাতপুরুষেও এমন কথা জানে না। আমি ঠিক্ তার কথাগুলো মুখস্থ কোরে রেখেছি।

যাদব। তারপর?

সাধু। তারপর—সে তাহার সেই ডাগর ডাগর আগুণ-চোখ দুটো আরও ডাগর কোরে,—বড় বড় হাত দুটো আরও লম্বা কোরে, হাত নাড়্‌তে নাড়্‌তে বোল্‌তে লাগ্‌লো—নিতম্বিনি; গোপেশ্বর;—আমি তোদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব, তবে ছাড়্‌বো। পির্‌তিহিংস্বে না কি একটা কথা বারে বারে বোল্লে,—আমি তা ভালরকম মনে কোত্তে পাল্লাম না—

যাদব। প্রতিহিংসা বোধ হয়!

সাধু। হঁ্যা দাদাঠাকুর,—হঁ্যা। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা। সে বোল্‌তে লাগ্‌লো কি,—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—আমার বুকের প্রতিহিংসার আগুণে তোমাদিগকে পুড়াইব। পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিব,—তবে আমি যাইব। নতুবা আমার যাওয়া হবে না। যাইতে পারিব না। প্রতিহিংসার আকর্ষণে আমার যাওয়া হইতেছে না।

যাদব। তারপর?

সাধু। তারপরে ঐরূপে আরও কয়েকবার চীৎকার কোরে কোরে, শেষে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে, বরাবর পথ ধোরে চলে গেল,—আর দেখ্‌তে পালাম না।

যাদব। সে, যে নরহরি বিশ্বাসের মত চেহারা, তা ঠিক্ দেখেছিস্?

সাধু। ঠিক্ দেখেছি দাদাঠাকুর;—আমার একটুও ভুল হয়নি। সে যে বেশ চাঁদনীর আলো—তাতে কি আর ভুল হয়?

যাদব। নরহরি নাকি মরেছে শুনেছি।

সাধু। নিতম্বিনী, কে দাদাঠাকুর?

যাদব। শুনেছি, নরহরির স্ত্রীর নাম নিতম্বিনী ছিল।

সাধু। গোপেশ্বর?

যাদব। প্রকাশ, ঐ গোপেশ্বর নিতম্বিনীকে গৃহের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

সাধু। তবেত মিছে কথা নয় দাদাঠাকুর। হয়ত নরহরি ভূত হয়ে গিয়ে তাদের ঘাড় দুটো মটুকে দিয়ে রক্ত চুষে খাবে। তবে এখন যাই দাদাঠাকুর,—মাঠে লাঙ্গল দিয়েছে।

সাধু চলিয়া গেল। শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "কি শুন্‌লে?"

যাদব। সাধু যাহা বলিল, তাহাই শুনিলাম।

শ্যামা। তাহা বলিতেছি না।

যাদব। তবে কি বলিতেছ?

শ্যামা। বলি, ও যাহা বলিল,—তাহা কি বিশ্বাস করিলে?

যাদব। অবিশ্বাসের কথা কি? চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছে, তাহাই সবিস্তারে আমাদের নিকট বলিল।

শ্যামা। ও বেটা চাষা—ঘোর অশিক্ষিত, কিসের একটা ছায়া-টায়া দেখে, অমন করিয়াছে।

যাদব। আর কথাগুলা কি প্রকারে শুনিল?

শ্যামা। একটা বাহাদুরির জন্য, অতগুলা কথা বলিয়া বেড়াইতেছে।

যাদব। বোধ হয়, তুমি এইমাত্র শুনিয়াছ, নিতম্বিনী কাহার নাম, তাহা ও জানে না।

শ্যামা। তবে কি তুমি বিশ্বাস কর, যথার্থই নরহরি বিশ্বাসের প্রেতাত্মা, তাহার পরিত্যক্ত এবং শ্মশানে ভস্মীভূত দেহধারণ করিয়া, অতগুলি কথা বলিয়া গিয়াছে!

যাদব। হাঁ—বিশ্বাস করি বৈ কি! দেহমুক্ত আত্মা পার্থিব আকর্ষণে তাহার জড়দেহ ধারণ করিতে পারে। এবং প্রতিহিংসাও সাধন করিতে পারে। ঐরূপ মূর্ত্তির নাম আভাসিক তনু।*

শ্যামা। কি প্রকারে তাহার প্রতিহিংসা সাধন করিবে?

যাদব। গোপেশ্বর ও নিতম্বিনী কোথায় আছে,—তাহার সন্ধান কর। সেখানে গেলে, জানিতে পারা যাইবে; ঐ প্রেতাত্মা কোন্‌প্রকারে তাহার পার্থিবজীবনের অপরাধের প্রতিহিংসা সাধন করিয়াছে।

---

* কি করিয়া পারে, কেমন করিয়া তাহা সংসাধিত হয়, তাহার বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসম্মত যুক্তি, মৎপ্রণীত "জন্মান্তর রহস্য" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তা বিনিময়।

এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, সাগরগাঁয়ে নরহরি বিশ্বাস নামক এক পিতৃ-মাতৃহীন কৈবর্ত্তযুবক বাস করিত। তাহার বাড়ী কোথায়, কেহ জানিত না—পদ্মলোচন দাস, দূর সম্পর্কে তাহার তালুই হইত। সেই পদ্মলোচনের বাড়ীতে নরহরি পাঁচ বৎসর বয়স হইতে প্রতিপাশিত হইয়া আসিতেছিল।

চাষীগৃহস্থ পদ্মলোচন, নরহরিকে তাহার পিতৃ-আবাস হইতে আনয়ন করিয়া, প্রতিপালিত করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে বসিয়া একদিনও ভাত দিতে হয় নাই,—নরহরি অল্প বয়স হইতেই পদ্মলোচনের কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিত। পদ্মলোচনের রাখালের সহিত, সে মাঠে মাঠে গরুরপাল লইয়া গমন করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নরহরি যৌবনে পদার্পণ করিল।

নরহরির বলিষ্ঠ দেহ—স্বভাব নম্রতার সহিত উদ্ধত। সে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে বিষয়ে সে হাত দিত, তাহা নিষ্পন্ন না করিয়া, কিছুতেই ছাড়িত না। যদিও সে যৌবনে পদার্পণ করিয়া পদ্মলোচনের কৃষিকার্য্যেই পরিলিপ্ত ছিল, কিন্তু সে অনেক উন্নত আশা হৃদয়ে পোষণ করিত। গ্রামের সমস্ত কৃষক যুবকগণ

তাহার অধীন ও আজ্ঞাবহ। তাহাদের লাঠিখেলার একটা দল ছিল,—সে দলের নরহরিই সর্দ্দার। নরহরির কথায় গ্রামের কৃষকযুবকগণ উঠিত বসিত—সে যাহা বলিত, বিনা বাক্যব্যয়ে সকলেই তাহা প্রাণপণে সম্পন্ন করিত।

পদ্মলোচনের একটি প্রস্ফুট পদ্মের ন্যায় কন্যা ছিল। কন্যাটির নাম নিতম্বিনী। নিতম্বিনী কৃষককন্যা হইলেও অত্যন্ত সুন্দরী। তাহার মত সুন্দরী, সে সময়ে সে দেশে আর কেহ ছিল না। যেমন, গোলাপের মত সুন্দর বর্ণ, তেমনি সুপুষ্ট গোল-গাল দেহ গঠন। মুখখানি শারদীয় পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় না হইলেও অতীব নয়নানন্দদায়ক সন্দেহ নাই। মস্তকের ঝুম্‌রো ঝুম্‌রো গাঢ় কৃষ্ণ কেশরাশি,যখন তাহার সেই গোলাপী রঙ্গের প্রফুল্ল মুখখানির উপরে আপতিত হইত, তখন বোধ হইত যেন, বিকচ কমলের উপর ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমরেরপাল দল বাঁধিয়া আসিয়া পতিত হইতেছে।

বৃদ্ধ পদ্মলোচনের গৃহিণী ছয়মাসের এই কন্যাটিকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কাজেই একমাত্র পিতার স্নেহ-করুণ বাহুপাশে নিতম্বিনা পরিবর্দ্ধিত হয়। কাজেই পিতার অত্যন্ত আদরের মেয়ে। নিতম্বিনী স্বেচ্ছাচারিণী। সে, বালিকা বয়সে পুরুষের মত করিয়া কাপড় পরিত,—হাতে পাচন লইয়া, নরহরির সহিত গরু রাখারাখি খেলা খেলিত। যখন সে কিশোরী, তখনও তাহার চঞ্চল খেলা—দৌড়দৌড়ি, ছুটাছুটি দূর হয় নাই। তারপর, যৌবনের মধুর লহরী-লীলায় যখন তাহার কমবপুখানি সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখনও তাহার চঞ্চল স্বভাব বিদূরিত হয় নাই। সে স্বাধীনা—পিতৃ-স্নেহ-সোহাগ-স্বাধীনা যুবতীর হয়ত তখনও সংবাদ পঁহুছায় নাই যে, রমণীর লজ্জা সরমের সময়, যৌবন আসিয়া

তাহার অঙ্গ অধিকার করিয়াছে। সে যেমন ছুটাছুটি দৌড়া-দৌড়ি করিত, তখনও তেমনিই করিত। আগে যেমন পদ্মার নীলজলে সাঁতার কাটিত, এখনও তাহা কাটে,—আগে যেমন পদ্মার তীর-ভুমিস্থ কসাড়বনের ধারে দাঁড়াইয়া, তাহার কোকিল-কণ্ঠে উদাস-মর্ম্মের-সঙ্গীত-স্বর ঢালিত, এখনও ঢালে। আগে যেমন নরহরির সঙ্গে হাসি তামাসা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিত, এখনও তাহাতে বিরতা নহে।

মেয়ের বয়স হইয়াছে দেখিয়া, পদ্মলোচন একটি সুপাত্রের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মেয়ের উদ্ধত স্বভাব—এবং তাঁহার অযাচিত আদর প্রভৃতির উপরে দোষারোপ করিয়া কোন কৃষকই আপন পুত্রের সহিত নিতম্বিনীর বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল না। অধিকন্তু, তখনকার দিনে অত্যধিক সৌন্দর্য্য, গৃহস্থের বিপদের অন্যতম কারণ ছিল। মুসলমান-রাজত্বের এই কলঙ্কই ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

তখন পদ্মলোচন মনে মনে স্থির করিলেন, মেয়ের বিবাহ অন্যত্র দিব না। কি জানি, শেষে হয়ত কোন্ চাষার হাতে পড়িয়া আমার আদরের মেয়ে নিতম্বিনীর কষ্ট হইবে। আমি নরহরিকেই কন্যাদান করিব—এবং নিয়ত চক্ষুর উপরে রাখিয়া যে কটা দিন বাঁচিব, সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব। ক্রমে সে কথা, নরহরিও নিতম্বিনীর কর্ণেও একটু আধটু পঁহুছিয়া পড়িল।

একদিন, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, নরহরি মাঠ হইতে কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহার স্বেদজল-জড়িত মুখমণ্ডল লাল হইয়াছে, বড় বড় চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইয়াছে,—উন্নত নাসিকা স্ফীত, কম্পিত, ঘনশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।

নিতম্বিনী দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, সে নরহরিকে দেখিয়াই—মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত মাঠে ছিলে কেন? তোমার মুখখানা যে, একেবারে রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।"

নরহরি দন্তস্বরে বলিল, "কতকগুলা মানুষ মাঠে গিয়েছে, না দেখ্‌লে কি হয়! যার খাই,—তার কাজ দেখ্‌তে হয় বৈকি!"

নরহরির কথাগুলা যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু গলার স্বর যেন একটু ব্যঙ্গ মাখান। নিতম্বিনী বুঝিতে পারিল,—সে বলিল, "তা, বাবা ত আর এত বেলা পর্য্যন্ত তোমায় মাঠে থাকিতে বলেন না। চাকর-বাকর আছে, তারাই ত মাঠের কাজ করে—এখন ত তোমায় কেবল দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতে বলেন।"

নরহরি বলিল, "আমি দেখিয়া শুনিয়াই বেড়াই। তবে আমার ইচ্ছা করে কি—আমি আর তোমাদের এখানে থাকিব না।"

আবাল্যের স্নেহ-সৌহার্দ্দি-সংবর্দ্ধিত নিতম্বিনী নরহরির স্বভাব জানিত। সে বলিল, "কেন, এখানে কি তোমার কষ্ট হয়? আমরা কি তোমায় অনাদর করি?"

নরহরি। তোমরা অনাদর কর না; কিন্তু আমার তাতে কষ্ট হয়। এমন করিয়া মাঠে মাঠে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়া—ধানের ভুঁই, গমের ভুঁই, মটরের ভুঁই চষিয়া চষিয়া সম্বৎসরের পরিশ্রমে—দু'টা পেটের ভাত করার চেয়ে, অনেক কাজ আছে—যাতে অনেক ধন, রত্ন, টাকা, কড়ি সংগ্রহ হয়, যাতে মানুষ রাজা হ'তে পারে।

নিতম্বিনী। কি সে কাজ নরহরি?

নরহরি। সে যখন করিব,—তখন জানিতে পারিবে।

নিতম্বিনী। তুমি যদি আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া তাহা কর, তবে—আমরা কেমন করিয়া জানিতে পারিব?

নরহরি। তোমাকে জানাইব।

নিতম্বিনী। কেন,—আমাকে জানাইবে কেন?

নরহরি। তোমার সহিত আমি মাসে মাসে এক একবার আসিয়া দেখা করিয়া যাইব।

নিতম্বিনী। কেন, আমার সহিত দেখা করিয়া যাইবে কেন?

নরহরি। তোমায় দেখিতে আমি ভালবাসি।

নিতম্বিনী। কেন, ভালবাস নরহরি?

নরহরি। কেন ভালবাসি—বলিতে পারি না। তবে ভালবাসি, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু, তুমি কি আমায় ভালবাস না, নিতম্বিনী?

নিতম্বিনী। তুমি যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও—তবে কেন আমি তোমায় ভালবাসিব? তুমি যদি ভুলিতে পার, আমি কি ভুলিতে পারিব না?

নরহরি নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। নিতম্বিনী বলিল, "বল না,—তুমি কি করিবে?"

নরহরি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ডাকাতি করিব।"

নিতম্বিনী। দূর্! ডাকাতি কেন করিতে যাবে?

নরহরি। কেন, আমার বাহুতে কি বল নাই?

নিতম্বিনী। বল থাকিলেই কি লোকে ডাকাতি করে?

নরহরি। কেন করে না?

নিতম্বিনী। ওকাজ ভাল নহে। উহাতে খুন জখম করিতে হয়।

নরহরি। যাহারা খুন-জখম করিবার বল পাইয়াছে, তাহারা

খুন-জখম করিবার শক্তি পাইয়াছে, তাহারা খুন-জখম করিয়া টাকা-কড়ি, ধন, রত্ন সংগ্রহ করিয়া বড়মানুষ হইবে না কেন?

অশিক্ষিতা স্বাধীনা যুবতী নিতম্বিনী ভাবিল,—সে বুঝি সত্য কথা। আরও ভাবিল, যাহার রূপ আছে—সে রূপের ফাঁদে লোক মারিয়া, আমোদ উপভোগ না করিবে কেন? ঈশ্বর বল দেন মানুষ মারিতে, রূপ দেন মানুষ মারিতে—লোকে তাহা পাইয়া আপন সুখের পথ পরিষ্কার না করিবে কেন?

দূরে নারিকেল গাছের মাথার উপর হইতে একটা কাক অতি কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া, তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিল। দ্বিপ্রহরের তপ্ত দমকা বাতাস ছুটিয়া, পাপের ভবিষ্য-জ্বালা দেখাইবার জন্য, তাহার উষ্ণ নিশ্বাস সেই যুবক যুবতীর বুকে ধরিল। কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিল না,—তাহাদের হৃদয়ে সেই এক চিন্তারই লহর-লীলা প্রতিঘাত হইতেছিল। উভয়েই নিস্তব্ধ—উভয়েরই মুখ অপ্রসন্ন,—চিন্তাক্লিষ্ট।

অনেকক্ষণ পরে নিতম্বিনী বলিল, "তুমি স্নান করিবে না? তোমার ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

মুখের ঘাম মুছিয়া নরহরি বলিল, "আমি সত্বরেই তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইব।"

নিতম্বিনী। যেদিন যাবে—সেদিন যেও। এখন খাবে ত?

নরহরি। তোমার বাপ এক মতলব করিয়াছেন,—শুনিয়াছ?

নিতম্বিনী। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা ত?

নরহরি। হাঁ।

নিতম্বিনী। তা, শুনেছি।

নরহরি। তাতে তোমার মত কি?

নিতম্বিনী। আমার আবার মত কি?

নরহরি। তুমি তাতে সুখী কি দুঃখী হইবে?

নিতম্বিনী। নরহরি;—তোমার ভুল। এই বিবাহে আমরা সুখী কি দুঃখী হইব, তাহা তুমি কি আমি, এখন কেমন করিয়া বুঝিব? যখন যাহা ঘটে,—মানুষ তখনই তাহা জানিতে পারে;

নরহরি। সে কথা ঠিক্,—তবে এখন তোমার মত কি?

নিতম্বিনী। তুমি যদি এই বিবাহে সুখী হও—আমিও সুখী হইব।

নরহরি। কেন?

নিতম্বিনী। তোমায় আমি ভালবাসি।

নরহরির পরিম্লান মুখখানাতে একটা আনন্দের রেখা বিচ্ছুরিত হইল। এ জগতে রমণীর মুখে ভালবাসার কথা শুনিলে, কে না আনন্দিত হয়? কিন্তু কেন হয়—কেহই তাহার উত্তর দিতে সক্ষম নহে।

নরহরি বলিল,—"যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে আমি তোমায় বিবাহ করিব।"

নিতম্বিনী। এখন স্নান করিবে, এস।

"চল যাই"—এই কথা বলিয়া, নরহরি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরপদবিক্ষেপে নিতম্বিনী তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুণ-দড়ি।

ভাদ্রের ভরা বর্ষা,—খরস্রোতা পদ্মার জল, দেশ ভাসাইয়া, গ্রাম ভাসাইয়া, বাবলা বাগান, সেওড়াবাগান ভাসাইয়া প্রবাহিতা। নদীর জল স্ফীত, চঞ্চলিত, উদ্বেলিত—নৌকাগুলি তীরে তীরে প্রবাহিত—মধ্যস্থলে যাইতে বাহক-প্রাণ-বিকম্পিত।

একদিন, সন্ধ্যার সময় আকাশের উত্তর পশ্চিমকোণে কালো-রঙের গাঢ় মেঘের উদয় হইল। দেখিতে দেখিতে মেঘ পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া উঠিল। সোঁ সোঁ রবে গর্জ্জন করিয়া বায়ু-প্রবাহ বহিল,—তরঙ্গময়ী পদ্মার চঞ্চল জল গোঁ গোঁ শব্দে ফুঁপিয়া উঠিল। সাগরগাঁয়ের লোক সকল মহা ভীত হইল,—পাছে ঝড় বেশী হয়, তাহা হইলে পদ্মার জলপ্লাবনে গ্রামখানি বিধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সকলেই সভয় অন্তরে, ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

পদ্মা-বক্ষের নৌকা সকল নাচিতে আরম্ভ করিল, মাঝীরা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিল,—তীরে নৌকা লইয়া নঙ্গর করিয়া রাখিয়াছিল।

সাগরগাঁয়ের লোক স্তব্ধশ্বাসে, রুদ্ধকণ্ঠে মহাকালের মহা-প্রলয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যাহাতে তাহাদের জীবনের—সাধের সংসারের—স্নেহের পুত্র কন্যাগণের—নিজের প্রাণের অমঙ্গল সংসাধিত না হয়, জীবনের বাসরে মরণের সঙ্গীত না উঠে, তাহার জন্য কাতরপ্রাণে মনে মনে মঙ্গলময় ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছিল।

সহসা দেখা গেল, পদ্মা-বক্ষে একটা আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। গ্রামবাসীগণ, যাহারা সে আলো দেখিয়াছিল, তাহারা ভাবিল,—নিশ্চয়ই কোন নৌকা এই বিপদের সময় পদ্মার বক্ষে পড়িয়া মরণের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

নদী-কিনারের একখানা ক্ষুদ্র ঘরে বসিয়া, একটি বলিষ্ঠ যুবক নির্নিমেষ নয়নে, পদ্মা-বক্ষের সেই আলোক নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার নিকট আরও চারি পাঁচজন তাহার সমবয়সী যুবক বসিয়াছিল। তন্মধ্য হইতে একজন যুবক বলিল,—"কি দেখিতেছ?"

যে, একদৃষ্টে সেই আলোক-রশ্মি দর্শন করিতেছিল, সে নরহরি। নরহরি বলিল,—"পদ্মা-বক্ষে একটা আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে।"

সঙ্গী যুবক বলিল,—"বোধ হয়, কোন নৌকা বিপন্ন হইয়াছে। সেই নৌকার আলোই বোধ হয়, দেখা যাইতেছে।"

নরহরি গম্ভীরস্বরে বলিল,—"হাঁ, কোন নৌকাই বিপন্ন হইয়াছে। তবে ঝড় যদি আর অধিক না হয়, তবে নৌকাখানা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।"

সঙ্গী যুবক বলিল,—"যদি ঝড় আর বেশী না হয়, তবেরক্ষা

হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ঝড় যদি বেশী হয়, তবে কিছুতেই নৌকা রক্ষা হইবে না।”

নরহরি নৌকার মধ্যে অবশ্যই লোকজন আছে,— তাহার তখন বাঁচিবে না। তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।

সঙ্গী যুবক বলিল,—“ঝড় বেশী হইলে, কেমন করিয়া নৌকা রক্ষা করিব?”

নরহরি গম্ভীরস্বরে বলিল,—“প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে কতকগুলি মানুষের জীবন নষ্ট হইবে, আমরা বসিয়া দেখিব; তাহা কখনই হইতে পারে না!”

আকাশের মেঘ আরও ফুলিয়া উঠিল,—আরও জোরে বাতাস বহিল, দমকা বাতাসে চড়্‌চড়্‌ করিয়া জলের ছাট্‌ লোকের চোখে মুখে—গৃহের দেওয়ালে, বেড়ার গায়ে লাগিতে লাগিল।

নরহরি উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গীগণকে বলিল, “তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।”

এই কথা বলিয়া, নরহরি সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পা টিপিতে টিপিতে, একেবারে হরা জেলের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়া, তাহাকে ডাক দিল। হরা জেলে তখন স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, ইষ্টনাম স্মরণ করিতেছিল। বাহির হইতে কে ডাকিতেছে শুনিয়া, সে ভাবিল, কোন বিপন্ন পথিক আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। হরা জেলে গৃহমধ্য হইতেই ডাকিয়া বলিল, “আমার বাড়ীতে স্থান নাই মহাশয়;—আপনি বিশ্বাসদের বাড়ী যান। এই দেখুন,— ছেলেপুলে লইয়া, ঘরেরকোণে বসিয়া ভিজিতেছি।”

বাহির হইতে নরহরি বলিল,—"আমি স্থান চাহি না, আমার নাম নরহরি। তোমার নৌকার গুণ-দড়ি কোথায় ?"

নরহরির নাম শুনিয়া জেলে বলিল, "গুণ-দড়ি কেন ?"

নরহরি। একখানা নৌকা বড় বিপন্ন হইয়াছে,—তাহার মধ্যে অনেকগুলি লোক আছে বলিয়া, বোধ হইতেছে। আমরা সাহায্য না করিলে,—এখনই ডুবিবে।"

জেলে। গুণ-দড়ি পাইলে, এই তুফানের সময়, কি করিয়া নৌকা রক্ষা করিবে ?

নরহরি। আমি রক্ষা করিতে পারিব। তুমি গুণ-দড়ি কোথায় আছে বল ?

জেলে ভাবিল, গোঁয়ার-গোবিন্দ-নরহরি—গুণ-দড়ি নষ্ট করিয়া—না হয়, হারাইয়া ফেলিবে, বা পদ্মার জলে ভাসাইয়া দিবে। আজিকার দুর্য্যোগে যদি প্রাণ বাঁচে, গুণ-দড়ি হারাইলে, নৌকা টানিব কি করিয়া ? নৌকা টানিতে না পারিলে,—ছেলে পুলে খাওয়াইব কি করিয়া ? সে বলিল,—"আমার গুণ-দড়ি বাড়ী নাই, বোসেদের বাড়ী আছে।"

নরহরির কাছে আসল ব্যাপার গোপন থাকিল না। সে হয়া জেলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"দেখ, ঝড়-তুফানে ঠেকিয়া, কতকগুলা লোক মারা যাইতেছে, তোমার গুণ-দড়ি-গাছটা পাইলে, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি। মনে কর, তুমি যদি এইরূপে বিপন্ন হইতে, তাহা হইলে কেহ তোমার রক্ষার্থে যদি না যাইত, তাহা হইলে তোমার প্রাণ কেমন হইত ?"

জেলে সে কথা বুঝিয়া, পরার্থে নিজ গুণ-দড়ি দিতে স্বীকৃত

হইল না। সে বলিল, “তা আমি কি করিব, বাপু! গুণ-দড়ি বাড়ী থাকিলে, না হয় দিতাম।”

নরহরি ভাবিল, এরূপভাবে গুণ-দড়ি আদায় হইবে না। সে কর্কশকণ্ঠে বলিল,—“গুণ-দড়ি দেবে কিনা বল? যদি না দাও—তোমার ঘরখানা টানিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইব। ছেলে-পুলে লইয়া এই ঝড়-জলে বসিয়া বসিয়া ভিজিবে।”

নরহরি সব পারে! তাহার মত গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক আর সাগরগাঁয়ে নাই। এবার, হরা জেলে স্বীকৃত হইয়া বলিল, “আমি গরীবমানুষ, ঐ গুণ-দড়িই আমার সম্বল। ও-র দ্বারাই ছেলেপুলে প্রতিপালন করি। তা, ওগাছা যেন নষ্ট না হয়। ঐ উঠানে গাবগাছে, দড়ি টাঙ্গান আছে।”

শুনিবামাত্র, নরহরি গাবগাছের নিকটে গমন করিল এবং দড়ি পাড়িয়া লইয়া, একদৌড়ে প্রস্থান করিল। যে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে তার সঙ্গী যুবকগণ বসিয়াছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গীগণকে বলিল, “তোমরা এস, বিপন্ন নৌকাখানার উদ্ধার করিতে হইবে।”

একজন সঙ্গী বলিল,—কি করিয়া নৌকা রক্ষা করিবে?”

নরহরি। তোমরা এস, না।

সঙ্গী। কোথায় যাইতে হইবে?

নরহরি। ঐ নৌকাখানার কাছে। কিন্তু আর মুহূর্ত বিলম্ব করিলে, নৌকা মারা যাইবে। উঃ! ঐ দেখ, নৌকার আলোটা উলট্‌ পালট্‌ খাচ্চে।

সঙ্গী। রক্ষা করিবে কেমন করিয়া, বল।

নরহরি। উঠে এস,—বুঝিতে পারিবে।

আর একটি যুবক বলিল,—"যে ঝড় জল।"

নরহরি বলিল, "তোরা ত বুড়া নহিস্। দেহে যৌবন আছে, শরীরে বল আছে, মনে সামর্থ্য আছে—এ সময় যদি এ সকল কাজ না করিবে, তবে আর কবে করিবে?"

সঙ্গীগণ উঠিয়া গৃহের বাহির হইল। নরহরি অগ্রে অগ্রে এবং সঙ্গীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

অদূরে, বাবলা-বাগানে গিয়া নরহরি বলিল, "ঐ দেখ,—নৌকা-খানা যায় যায়—তোমরা এইখানে গুণ-দড়ির আগাটা ধরিয়া বাবলাগাছ জড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাক, আমি গুণ-দড়ির অপর আগা হাতে করিয়া, পদ্মার জলে নামিয়া পড়িয়া, ঐ নৌকার গায়ে দড়ি বাঁধিয়া দিয়া আসি, তখন সকলে মিলিয়া টানিয়া নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া ফেলিব।"

সঙ্গীগণ বিস্মিত হইল। বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এই ঝড়-জলের তুফানের সময়, তুমি কি করিয়া পদ্মায় নামিবে? তাহা হইলে আর তোমাকে পাইব না।"

নরহরি। কোন ভয় নাই।

সঙ্গী। নিশ্চয় ভয় আছে,—তোমাকে যাইতে দিব না।

নরহরি সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে গুণ-দড়ির অগ্রভাগ সঙ্গীদিগের হস্তে প্রদান করতঃ, অপরাগ্রভাগ নিজহস্তে লইয়া, অতি দ্রুতপদে পদ্মার সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক তদ্বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই তুফান-তরঙ্গে, নরহরি কোথায় গেল,—তাহার কি হইল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কিছু দেখিতে পাইল না। সঙ্গীরা মনে মনে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া, অতীব দুঃখিত হইতে লাগিল। একজন

স্পষ্টতই বলিয়া ফেলিল,—"চল, আমরা ঘরে যাই—সে আর আসিবে না।"

আর একজন বলিল,—"না, না,—আর একটু অপেক্ষা কর। যদি ফিরিতে পারে।"

অপর সঙ্গী বলিল,—"বিশ্বাস হয় না। "গোঁয়ারের মরণ জলে ডুবে" যে কথা আছে, তা এই দেখ।"

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—"তা বটে, বাঁচা না বাঁচা সন্দেহ।"

প্রথম জন বলিল,—"সন্দেহ নাই, নিশ্চয় মরিয়াছে। এই তুফানে কি পদ্মার জলে মানুষ বাঁচে!"

ঠিক্ এই সময়ে, সেই অন্ধকার-দুর্য্যোগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদিগের পশ্চাৎভাগ হইতে হাঁকিল,—"দুর, শালারা; আমি মরি নাই, তোরা গুণ টান। নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র টানিয়া নৌকাখানা কূলে না আনিলে, আর বাঁচিবে না। তার হালের দড়ি ছিঁড়িয়াছে,—ওলট্ পালট্ খাচ্চে।"

যে, কথা কহিল, সে নরহরি। নরহরিকে পাইয়া, তাহার সঙ্গীগণ হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। সকলে মিলিয়া প্রাণপণে গুণ-দড়ি টানিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকাখানা উল্টাইতে পাল্টাইতে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও দুর্য্যোগ থামে নাই। নৌকাখানা তীরে আসিতে দেখিয়া, নরহরি দৌড়িয়া তাহার কাছে গেল—ডাকিয়া বলিল, "তোমরা নৌকায় কে আছ, শীঘ্র নামিয়া পড়িয়া প্রাণ বাঁচাও।"

করুণকণ্ঠে নৌকারোহীগণ বলিল,—"আমরা কি কূলে আসিয়াছি?"

নরহরি বলিল,—"দড়ি বাঁধিয়া, তোমাদের নৌকা টানিয়া কূলে আনা হইয়াছে, এক্ষণে নামিয়া আইস।"

নৌকারোহী। বড় অন্ধকার, কিছুই দেখা যাইতেছে না।

নরহরি। আলো আনিবার উপায় নাই,—বড় বাতাস হইতেছে।

নৌকারোহী। তবে নামিব কি প্রকারে?

নরহরি। ভয় নাই, আমার কথার আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া, নামিয়া আইস।

নৌকারোহী। এখানেও যে জল দেখিতেছি।

নরহরি। হাঁ,—জল আছে, কিন্তু অধিক নহে। আমিও জলে দাঁড়াইয়া আছি।

নৌকারোহী। পদ্মার জল অত্যন্ত বেগশীল—আমাদিগকে অনেক জলে লইয়া ফেলিতে পারে।

নরহরি। এস্থান পদ্মা নহে,—পদ্মার তীরস্থ বাবলাবাগান। পদ্মার বর্ষার জল, এখানে ছড়াইয়া আছে, তোমরা নামিয়া পড়। যদি ঝড় বেশী হয়, গুণের-দড়ি কাটিয়া নৌকা চলিয়া যাইতে পারে,—আরও জল আসিয়া আমাদিগকে ডুবাইয়া দিতে পারে।

তখন নৌকারোহীগণ নামিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া, তাহারা নরহরির কথার আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া, তাহার সমীপস্থ হইল। নরহরি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কয় জন?"

উত্তর হইল,—"আমরা ছয় জন।"

নরহরি। হাঁটিয়া আইস। আকাশের মেঘ আরও আঁটিয়া আসিতেছে।

উত্তর। কোথায় যাইব?

নরহরি। আমার সঙ্গে আইস।

তখন দ্রুতপদে তাহারা নরহরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নরহরি কিয়দ্দূর যাইয়া, তাহার সঙ্গীগণকে ডাক দিল। সকলে মিলিয়া যে কুটীরে বসিয়াছিল, সেই কুটীরাভিমুখে চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়, প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। আকাশের মধ্যস্থলে চন্দ্রদেব উদিত হইয়া, তাহার শান্ত-শীতলকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গাছেরা প্রকৃতির সহিত এতক্ষণ প্রাণ-পণে যুঝিয়া যুঝিয়া, ক্ষত বিক্ষত দেহে এখন একটু স্থির হইয়া বিশ্রাম করিতেছে। পদ্মার সদাচঞ্চল জলরাশি অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়াছে,—যে সকল নৌকা তীরে নঙ্গর করিয়াছিল,—তাহারা এতক্ষণে নঙ্গর তুলিয়া, নৌকা খুলিয়া দিল।

নরহরি জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিল, পথিকগণের কিছুই আহার হয় নাই। প্রত্যুত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তখন সে তাহাদিগকে ডাকিয়া, সঙ্গে লইয়া পদ্ম-লোচনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল এবং যথাসাধ্য অতিথি-সৎকার করিল।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিতে বিপরীত।

পরদিন প্রভাতকালে সকলে শুনিতে পাইল, গতকল্য রাত্রির-দুর্য্যোগ-সময়ে, নরহরি তুফানময়ী পদ্মা-বক্ষে পড়িয়া যাহাদিগের নৌকা রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা যে সে লোক নহে। সেই নৌকায় সুবর্ণগ্রামের সুবেদারের গোমস্তা অবস্থান করিতেছিলেন। সকলেই ভাবিল, নরহরির কপাল ফিরিয়াছে,—এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, সে একটা দেশ জায়গীর না পাইলেও, একটা মস্ত চাকুরী যে, সে লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

সুবেদারের গোমস্তা এখনও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তিনি লোকজন লইয়া, এখনও গ্রামের জমিদারি কাছারিতে অবস্থান করিতেছেন। প্রধান প্রধান প্রজামণ্ডলী তাঁহার সহিত সাক্ষাতাদি করিতেছেন। সকলেই নরহরির প্রশংসা করিতেছে, এবং সেই সঙ্গে জানাইতেছে, নরহরি তখন যদি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পদ্মায় ঝাঁপ না দিত, তবে কি দুর্ঘটনাই ঘটিয়া যাইত। নরহরি কিন্তু আর গোমস্তার সহিত সাক্ষাতাদি করে নাই—সে প্রভাতে উঠিয়াই, আপন কার্য্য জন্য মাঠে চলিয়া গিয়াছে।

বেলা প্রায় ছয় দণ্ডের সময়, গোমস্তামহাশয় তাঁহার সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া, পদ্মলোচনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন,—পদ্মলেচেনকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন,—"কল্য রাত্রে তোমার বাড়ীতে একটি সুন্দরী যুবতী রমণী দেখিয়াছি, সেটি কে?"

পদ্মলোচন ম্লানমুখে বলিল,—"আজ্ঞে হজুর;—সেটি আমারি মেয়ে!"

গোমস্তা। তার নাম কি?

পদ্ম। নিতম্বিনী।

গোমস্তা। তাহার বিবাহ হইয়াছে?

পদ্ম। আজ্ঞে, না।

গোমস্তা। মেয়েটি খুব সুন্দরী—তাহাকে দিতে হইবে।

পদ্মলোচনের ম্লানমুখ ঘামিতে লাগিল। সে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল,—"মেয়ে কিজন্য দিব? আমর গরীব প্রজা।"

গোমস্তা। তোমার মেয়ের কপাল ভাল,—তাই আমার নজরে পড়িয়াছে। তুমি বোধ হয় জান,—আর বুড়া, হইয়াছ, কেনই বা না জানিবে—কেই বা না জানে—আমাদের সুবেদার-সাহেব সুন্দরী যুবতী পাইলে, বড়ই প্রীত হয়েন। ঐ মেয়েটি লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিব। এমন সুন্দর মেয়ে আমি আর কখন দেখি নাই।

পদ্ম। আমার একটিমাত্র মেয়ে।

গোমস্তা। ইহাকে পাইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।

পদ্ম। সুবেদার সাহেব মুসলমান, তাঁহাকে কন্যা দিলে আমার জাতি যাইবে।

গোমস্তা। তোমার কপাল ভাল,—তুমি একটা ভাল চাকুরী পাইবে।

পদ্ম। আমি বুড়া মানুষ—চাকুরী চাহি না, আমার প্রতি কৃপা করিয়া, আমাকে আমার মেয়েটি ভিক্ষা দিন। আমি উহাকে বুকে করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

গোমস্তা। যুবতী মেয়ে কি আর বাপের বুকে রাখা চলে,—একজনের বুকে দিতে হইবে।

পদ্ম। হাঁ—একটা বিবাহ দিতে হইবে বৈ কি! তা যাতে মেয়েকে বাড়ী রাখা যায়, তাই করিব।

গোমস্তা। ঘরজামায়ে করিবে?

পদ্ম। আজ্ঞে, হাঁ।

গোমস্তা। জামাই ঠিক হ'য়েছে?

পদ্ম। নরহরির সঙ্গে বিবাহ দিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।

গোমস্তা। নরহরি তোমার কেহ নহে?

পদ্ম। আজ্ঞে, না—আমি উহাকে প্রতিপালন করিয়াছি মাত্র।

গোমস্তা। শোন, পদ্মলোচন;—নরহরি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তাহাকে জামাই করিয়া কি করিবে? মেয়ে দিয়া দেশের সুবেদারকে হাত করিতে পারিবে।

পদ্ম। হুজুর;—আমরা গরীব। আমাদের ওসকল আশায় কাজ নাই। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমরা যেমন ক্ষুদ্র,—নরহরিও তাহাই। ক্ষুদ্রের সহিত ক্ষুদ্রেরই কুটুম্বিতা সাজে।

গোমস্তা। শোন, পদ্মলোচন;—তোমার যখন সুন্দরী মেয়, উহাকে সুবেদার, না লইয়া কখনই ছাড়িবেন না,—ইহা নিশ্চয়

জানিও। যখন তাঁহার অনুগত ভৃত্যের নজরে তোমার অমন পরীর মত মেয়েটি পড়িয়াছে, তখন কখনই উহাকে হাতছাড়া করা হইবে না। তবে সহজে দাও—সম্প্রীতে দাও—কিছু পাইবে—নচেৎ জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, তখন কিছু পাওয়া দূরের কথা, আরও নির্য্যাতন হইবে।

পদ্ম। হুজুর;—আপনি গরীবের মা বাপ। সুবেদারসাহেব কিছু আমার মেয়েকে দেখেন নি, আপনিই দেখিয়াছেন,—আপনিই তাঁহাকে বলিলে, তবে তিনি জানিতে পারিবেন। আপনি দয়া করিয়া তাঁহাকে বলিবেন না।

গোমস্তা। হাঃ! হাঃ! পদ্মলোচন;—তুমি পাগল! আমি কি তাঁহার নুন খাই না? নুন খাইয়া কি নিমকহারামী করিতে পারি?

পদ্ম। এতে আর নিমকহারামী কি হবে হুজুর?

গোমস্তা। হবে না? খুব হবে। তাঁহার হুকুম, যে কোন কর্ম্মচারী, যে কোন স্থানে সুন্দরী রমণী দেখিতে পাইবে, তদ্দণ্ডেই এত্তেলা দেয়।

পদ্ম। হুজুর;—নরহরি, আপন জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, ঝড়-তুফানের সময় আপনাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে—তাহার সঙ্গে নিতম্বিনীর বিবাহ স্থির করিয়াছি—অতএব তাহার উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ, আমার মেয়েটিকে ভিক্ষা দিন।

গোমস্তা। হাঃ—হাঃ—পদ্মলোচন, তুমি পাগল! প্রজারা যান দিয়াও আমাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য। সেজন্য আর এমন কি হইয়াছে? বিশেষতঃ সে ত আর আমার নৌকা জানিয়া, রক্ষা করিতে যায় নাই! হাঃ—হাঃ—তুমি পাগল! সে

আমার কি করিয়াছে? সে হইবে না, পদ্মলোচন;—যদি স্ব ইচ্ছায় কন্যাটি দাও—কিছু পাইবে। নতুবা জোর করিয়া তোমার মেয়েকে সুবেদারসাহেব লইয়া যাইবেন।

পদ্ম। হুজুর;—আপনার নজর স্বরূপ কিছু টাকা দিতেছি,—গরীবের-মান সম্ভ্রম বজায় রাখুন।

গোমস্তা। পদ্মলোচন;—তুমি পাগল! তোমার মেয়ে যদি সুবেদারসাহেব গ্রহণ করেন, তবে তোমার মান যাইবে না,—বাড়িবে।

পদ্ম। আমরা গরীব মানুষ,—আমরা সে মান বুঝি না। আমাদের কুটুম্ব-সাক্ষাৎ সব গরীব মানুষ—তারা সে বুঝে না। আপনি দয়া করুন,—কিছু টাকা লইয়া যান।

গোমস্তা। সে হবে না, পদ্মলোচন; তুমি সহজে স্বীকৃত হইলে না,—সৈন্য পাঠাইয়া, জোর করিয়া, তোমার মেয়েকে লইয়া যাওয়া হইবে।

গোমস্তা, কাছারীতে চলিয়া গেল। পদ্মলোচন মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। সূর্য্যদেব আপন মনে গমন করিয়া, মধ্য-গগনে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার প্রখরকর-নিকরে ধরাতল তাতিয়া, তাঁহা তাঁহা করিতে লাগিল।

নরহরি মাঠের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া গৃহে ফিরিল। স্নানাদি করিয়া আসিয়া, আহার করিল। আহার করিবার সময়—নিতম্বিনীর মুখখানা ভার ভার দেখিয়াছিল,—তখন সে মনে ভাবিয়াছিল, নিতম্বিনী বুঝি কাহারও সহিত ঝগড়া বা বকাবকি করিয়াছে, সেইজন্য তাহার মুখখানা এত ভার! নিতম্বিনীর স্বভাব, নরহরি ভালরূপই জানিত,—সে রাগ করিলে, কাহারও

কথায় কর্ণপাত করে না। যতক্ষণ সে আপনি না বুঝে, ততক্ষণ তাহাকে কেহ বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারে না। কাজেই নরহরি কোন কথা না কহিয়া, আপনমনে আহারাদি করিয়া উঠিয়া গেল।

নরহরি আহারান্তে, তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিয়া শয়ন করিল। গৃহের দরজা ভেজান ছিল, সহসা দরজা ঠেলিয়া, নিতম্বিনী গৃহে প্রবিষ্ট হইল। নরহরি শয়ন করিয়াছিল, উঠিয়া বসিল। নিতম্বিনী ভার ভার মুখে বলিল,—"নরহরি;—একটা কথা শুনেছ ?"

নরহরি। না, কোন কথা ত শুনি নি, নিতম্বিনী! কি কথা ?

নিতম্বিনী। যাকে তুমি কা'ল নৌকা টেনে বাঁচিয়ে দিয়েছিলে, সে সুবর্ণগ্রামের সুবেদারের গোমস্তা।

নরহরি। তাই কি, আমায় এক তোড়া টাকা পুরস্কার দিয়ে গিয়েছে ?

নিতম্বিনী। টাকা দেবে ?—সে আমার সর্ব্বনাশ কোরতে বোসেছে।

নরহরি তক্তাপোষের ধারের দিকে আরও একটু সরিয়া আসিয়া, বিস্ময়-বিহ্বল-চকিত-স্বরে বলিল, "কেন,—কেন ? কি হোয়েছে ?"

নিতম্বিনী। সে বাবার কাছে এসে, ব'লছিল কি যে,—তোমার মেয়ে খুব সুন্দরী, ওকে সুবেদারসাহেবকে দিতে হবে।

নরহরি। তোমার বাপ কি বোল্লেন ?

নিতম্বিনী। তিনি বোল্লেন, তুমি কিছু টাকা নাও—আমাকে মেরে ভিক্ষা দাও।

নরহরি। সে কি বোল্লে?

নিতম্বিনী। সে বোল্লে,—তা হবে না।

নরহরি। তারপর?

নিতম্বিনী। তারপর—বাবা বোল্লেন, নরহরির সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি, বড় দুর্য্যোগে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া, সেই নরহরি আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছে—তাহার প্রতি দয়া করিয়া,—আমার মেয়েটিকে ভিক্ষা দিন।

নরহরি। তাতে কি বোল্লে?

নিতম্বিনী। সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে। শেষে বোল্লে, স্ব ইচ্ছায় যদি সুবেদারকে মেয়ে দাও—ভালই। নচেৎ জোর করিয়া লইয়া যাইবে।

নরহরি, নিজ হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"যাক্, নিতম্বিনী;—তোমার ভাল হইল, ইহাই আনন্দ! তোমার বাপ, এতে অস্বীকার কোচ্চেন কেন? সুবেদারসাহেবের প্রিয়তমা হইলে, তাহা হইতে সৌভাগ্য আর কি আছে?"

নিতম্বিনী মুখখানা আরও ভার করিয়া বলিল,—"আমি সে সুখ চাহি না।"

নরহরি। কেন, চাহ না নিতম্বিনী?

নিতম্বিনী। সুবেদার ভালবাসিতে জানে না,—মধু ফুরাইলে—আশা পূরিলে, পায়ে দলাইয়া ফেলিয়া দেয়।

নরহরি। তবে তুমি কিসে সুখী হও?

নিতম্বিনী। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

নরহরি। সে কথা কেন?

নিতম্বিনী। তাই বল।

নরহরি। ভালবাসি—প্রাণের অধিক ভালবাসি।

নিতম্বিনী। তবে কেন আমায় বিবাহ কর না?

নরহরি। তুমি তাহাতে সুখী হইবে?

নিতম্বিনী। কেন সুখী হইব না! আমায় রক্ষা করিতে পারিবে?

নরহরি। নিজের স্ত্রীকে কে রক্ষা করিতে না পারে? তুমি নিশ্চিন্ত মনে ভাত খাওগে,—কোন ভয় নাই।

নিতম্বিনী নরহরির কথায় বিশ্বাস করিল। সে মনে মনে স্থির করিল, নরহরি তাহাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিবে। কেননা, আজন্মকাল নরহরির সহিত বেড়াইয়া বেড়াইয়া, সে দেখিয়াছে, নরহরি যাহা বলিত,—তাহাই সম্পাদন করিত। যত বড় গাছের ডালেই ফুল ফুটিয়া থাক, নিতম্বিনী চাহিলে, তাহা নরহরি পাড়িয়া দিয়া, তবে ছাড়িত। পদ্মার মাঝখানে ছোট ডিঙ্গিতে জেলেরা মাছ ধরিত—নিতম্বিনী বাগানা লইয়াছে, ঐ ডিঙ্গিতে উঠিব। নরহরি জেলেকে সাধিয়া ডাকিয়া, যখন নিতম্বিনীকে উঠাইবার জন্য জেলেকে রাজি করিতে পারে নাই তখন সে সাঁতার কাটিয়া গিয়া, ডিঙ্গিশুদ্ধ জেলেকে ধরিয়া আনিয়া, নিতম্বিনীকে উঠাইয়া, তবে নিরস্ত হইয়াছে। একদিন ঘোষেদের নিধু নিতম্বিনীকে একটা চড় মারিয়াছিল, নরহরি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। নরহরি আসিলে, নিতম্বিনী তাহা বলিয়া দেয়,—নরহরি নিধুকে তাহার প্রতিফল দিয়া, তবে ছাড়িয়াছিল। কাজেই নিতম্বিনী বিশ্বাস করিতে পারিল, নরহরি তাহাকে সুবেদারের আক্রোশ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিবে। তাই তাহার বিষণ্ণ, হতাশ-ক্লিষ্ট মুখে প্রসন্নতার রেখা অঙ্কিত হইল।

সে আশ্বস্ত মনে আহার করিতে গেল। কিন্তু সুবেদারের ভীষণ কামানের গোলার কথা, তাহার আদৌ মনে আসিল না।

নরহরি আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া গ্রামের মধ্যে গমন করিল। চারি পাঁচজন সঙ্গীকে ডাকিয়া লইয়া, পদ্মার তীরে—নিভৃত-নির্জ্জনস্থানে গিয়া, অনেকক্ষণ বসিয়া বলিয় কি পরামর্শ আঁটিয়া,—সকলে মিলিয়া সুবর্ণগ্রাম যাইতে যে রাজ-রাস্তা আছে, সেই পথে গমন করিল। বুড়ারখালের ধারে একটা কুলগাছের তলায়, তাহারা লুকায়িতভাবে বসিয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই পথ দিয়া সুবেদারের গোমস্তা ও তাঁহার সঙ্গীগণ গমন করিতেছিলেন। গোমস্তা, একটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন,—অন্যান্য লোকগুলা হাটিয়া যাইতেছিল।

তখন বৈকালবেলা,—সূর্য্য-কর শীতল হইয়া উঠিয়াছে। চারি-দিকে অশান্তির পরিবর্ত্তে, শান্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ করি-য়াছে। সহসা অতর্কিতভাবে নরহরি ছুটিয়া গিয়া, গোমস্তার ঘোড়ার বল্গা চাপিয়া ধরিল।

নরহরির সঙ্গীগণ গোমস্তার সঙ্গীগণের সম্মুখীন হইল। গোমস্তা নরহরিকে চিনিলেন। বলিলেন,—"তুমি কি বল? কেন আমার ঘোড়ার লাগাম চাপিয়া ধরিতেছ?"

নরহরি বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"তোমার মুণ্ডটি চাই।"

গোমস্তা দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমি কে, তাহা জান?"

নরহরি। জানি, তুমি নররূপে পিশাচ।

গোমস্তা। আমি সুবেদারের গোমস্তা।

নরহরি। তাতে কি হোল?

গোমস্তা। আমার গমনে বাধা দিলে, তার শাস্তি নিতে হবে।

নরহরি। আগে তোমার শাস্তি নাও—তারপরে আমায় শাস্তি দিও।

গোমস্তা। সাবধান!

নরহরি অধিকতর কর্কশস্বরে বলিল,—"নরাধম, আমি তোকে রক্ষা করিয়াছি—নতুবা মরিয়া যাইতিস্। আর মাগ-ছেলের মুখ দেখ্‌তে পেতিস্ না। তার প্রতিফল দিয়েছিস্—আমিও দেব।"

এই কথা বলিয়া, নরহরি গোমস্তার পা ধরিয়া, হিড় হিড় করিয়া টানিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। গোমস্তার সঙ্গীগণ রুকিতে যাইতেছিল,—কিন্তু নরহরির সঙ্গীগণ লাঠি তুলিয়া, তাহাদের গায়ে জোরে আঘাত করিল, তাহারা ধরাশায়ী হইল। তখন কিল, চাপড়, লাঠি মারিয়া, তাহাদিগকে একেবারে মৃত্যুবৎ করিয়া দিল। নরহরি গোমস্তাকে একেবারে মৃতের ন্যায় করিয়া তুলিল। গোমস্তার ঠোঁট মুখ কাটিয়া, ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতে লাগিল গোমস্তা আর্ত্তস্বরে বলিল, "আমায় রক্ষা কর।"

নরহরি রুক্ষস্বরে বলিল,—"শালা; যদি স্ত্রীলোক দিয়া, সুবেদারের মন সন্তুষ্ট করিয়া, পদবৃদ্ধি ও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে চাস, তবে নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে দিয়ে করিস—পরের ঘরে নজর কেন?"

গোমস্তা বলিল,—"দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।"

নরহরি। তুই শালা মানুষ নস—মানুষ হোলে, আমি তোর যে উপকার কোরেছিলাম, তাই মনে করে, আর আমার অপকার কোর্ত্তে ইচ্ছা কোর্ত্তিস না। যা শালা—যা, আমি তোকে প্রাণে মারবো না। তুই শালা কুকুর।"

নরহরি, সদলবলে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর যাইয়া, একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহারা উঠিয়া গিয়াছে কি না। দেখিল, তাহাদিগের সে সামর্থ্য নাই—তখনও তাহারা সেই রাস্তার ধুলা-রাশির উপরে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে।

সন্ধ্যার পরে, গ্রামবাসীগণ যখন শুনিতে পাইল, নরহরি এবং গ্রামের কয়েকটি যুবক মিলিয়া, সুবেদারের গোমস্তাকে মারিয়া, আধমরা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে,—তখন তাহারা প্রমাদ গণিল। বিপদের একটা কালোমেঘ, যে, তাহাদের ভাগ্য-গগনে উদিত হইয়াছে, তাহা তাহারা স্থির করিল। পদ্মলোচন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সমস্ত গ্রামময় ঐ কথারই আন্দোলন-আলোচনা হইতে লাগিল। সকলেই নরহরি ও তাহার দলস্থ যুবকগণের কৃতকার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া, নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল। সকলেই সমবেত স্বরে বলিতে লাগিল,—"উহাদিগের কৃতকার্য্যের জন্য গ্রামশুদ্ধ মজিবে। উহাদিগের ভাগ্যদেবতা নিতান্ত বিরূপ—নিশ্চয়ই উহারা সুবেদারের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবে।"

নরহরি সে কথা শুনিল। মনে মনে, সে-ও সে কথা ভাবিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, মরিতে হয় মরিব—তথাপিও প্রাণ থাকিতে নিতম্বিনীকে লইয়া যাইতে দিব না। মানুষ, কিছু চিরকাল বাঁচে না,—হইলেই মরে। যখন মরিতেই হয়, তখন বিনা কারণে অত্যাচার সহ্য করিব কেন? অত্যাচারীকে এক হাত দেখাইয়া মরাই ভাল। আমি যে কাজ করিয়াছি, ভালই করিয়াছি—সে যেমন পাজি, তার মত পয়জার দিয়াছি—তাহাতে কি হইয়াছে! আসে সুবেদার আসুক,—আসে সৈন্য আসুক, ভয়

কি? তাই বলিয়া কি জোর করিয়া,একটি কুল-ললনাকে আমার সাক্ষাতে লইয়া যাইবে!

সন্ধ্যার সময়, নরহরি গ্রামের সমস্ত কৃষক যুবককে ডাকাইয়া, সে কথা বলিল। বলিল,—"দেখ ভাই সকল; গ্রামের একটি রমণীকে উপপত্নী রাখিতে, সুবেদারের লোক লইয়া যাইবে, আর আমরা রক্তমাংসের শরীর লইয়া, বসিয়া বসিয়া দেখিব!—আমরা ত আর জড় নহি।"

যুবকগণও সমস্বরে বলিল,—"আমরা ত আর জড় নহি। আমাদের সম্মুখে নিতম্বিনীকে লইয়া যাইবে—আমাদের প্রাণ থাকিতে, তাহা হইবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০*০—

প্রতিদানে।

সেইদিন হইতে গ্রামের যুবকগণ, বড় বড় বাঁশের লাঠি কাটিয়া, তৈল মাখাইয়া পাকাইতে আরম্ভ করিল। কামার বাড়ী হইতে সড়্কীর ফলা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া, বাঁশের বাঁট লাগাইয়া জমা করিতে লাগিল এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়, তাহারা একত্র হইয়া, লাঠি ভাঁজিয়া, কুস্তি করিয়া খেলা শিখিতে লাগিল। আর প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, সুবেদারের সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল,—একদিন সত্য সত্যই সকালবেলা নরহরি সংবাদ পাইল, প্রায় একশত ফৌজ সাগরগায়ে আগমন করিতেছে,—তাহারা সত্য সত্যই সুবেদারের ফৌজ।

নরহরি একটা নাগরায় ঘা দিল,—প্রায় পঞ্চাশজন যুবক আসিয়া, একটা আম্রবাগানে জোট পাকাইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা সে সংবাদ পাইয়া, ছুটিয়া যুবকদলের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাদের মতলব কি?"

নরহরি উত্তর করিল,—"আমরা সুবেদারের ফৌজের সঙ্গে লড়িব।"

যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা হাসিয়া বলিল,—"বালক তোমরা,—মূর্খ তোমরা—তাই তোমাদের এই কু-বাসনা। সুবেদারের ফৌজের সঙ্গে লড়াই! তাদের প্রবল প্রতাপ! তারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত!"

নরহরি। আর আমরা কি ননীর পুত্তলী!

একজন বৃদ্ধ বলিল,—"তাহাদের কামান বন্দুক আছে।"

নরহরি। লাঠির কাছে কামান বন্দুক চুরমার হয়।

বৃদ্ধ। বালকগণ; ফিরিয়া পড়—তোমাদেরই জন্যে আজি সাগরগাঁয়ের কি দশা ঘটিবে, বলা যায় না। আবার তার উপর উৎপাত করিও না। আমরা ওদের পায়ে ধরিয়া, কিছু টাকা-কড়ি নজর দিয়া, যদি রক্ষা করিতে পারি, দেখিব।"

নরহরি। যদি তাহারা না শোনে।

বৃদ্ধ। তখন—যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই ঘটিবে।

নরহরি। তা হ'লে নিতম্বিনীকে লইয়া যাইবে?

বৃদ্ধ। সুবেদার যদি তাহাতে জিদ করে, কে রক্ষা করিবে?

নরহরি। আমাদের জান থাকিতে তাহা হইবে না।

বৃদ্ধ। তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি।

নরহরি। যদি তোমাদের মেয়ে লইতে আসিত,—তোমাদের স্ত্রী বা ভগিনী লইতে আসিত,—তবে কি করিতে?

বৃদ্ধ। সুবেদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, কি করিতে পারিতাম?

নরহরি। ছাড়িয়া দিতে?

বৃদ্ধ। কাজেই।

নরহরি। শোন তোমরা—তোমরা সকলে ঐরূপ করাতেই, সুবেদারের প্রশ্রয় বাড়িয়া পড়িয়াছে। যদি দুই একস্থানে বাধা পাইত,—দুই একস্থানে তাহার লোকজন নিহত হইত,—দেশ যুড়িয়া প্রতিবাদ হইত, তবে দেখিতে এতদিন তাহার ঐ কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারিত।

বৃদ্ধগণ, তখন নরহরির বুদ্ধির অশেষ প্রকার নিন্দাবাদ করিয়া, তাহাদিগের স্ব স্ব সন্তান বা আত্মীয়-স্বজনগণকে ডাকিয়া বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিল।

নরহরিও তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল,—"তোমাদেরই ভরসায় ও উৎসাহে আমি এই কার্য্যে হাত দিয়াছি। মরিতে একদিন হইবেই—আমি সহজে নিবৃত্ত হইব না। তোমরা যদি আমায় ছাড়িয়া যাও,—আমি আর তোমাদের কি করিতে পারিব? কিন্তু তোমাদের স্ত্রীকে মুসলমানে কাড়িয়া লইতে আসিলে, আমি কখনই ভয়ে পলায়ন করিতাম না।"

যুবকগণ সমস্বরে বলিল,—"আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই যাইব না। কখনই মুসলমান ফৌজকে সাগরগাঁয়ে প্রবেশ করিতে দিব না।"

বৃদ্ধগণ অনেক করিয়া, তাহাদিগের সন্তানগণকে বুঝাইয়া গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

সুবেদারের ফৌজগণের ভীম-ভৈরব রব শ্রুতিগোচর হইল,—যুবকগণও লাঠি ভাঁজিয়া, সারি দিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ফৌজগণ ব্যূহাকারে ধীর-গম্ভীর গতিতে গ্রামাভিমুখে চলিতে লাগিল। পথে যুবকগণের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। সর্ব্বাগ্রে সেই

গোমস্তামহাশয় একটা ঘোড়ায় চড়িয়া পথ-প্রদর্শক হইয়া আসিতেছিলেন।

বৃদ্ধগণের মধ্যে কয়েকজন মাতব্বর অগ্রগামী হইয়া, সেই ফৌজগণের সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। বলিল,—"অধীন গ্রামবাসীগণের উপরে কিসে রাগ হইল? কেন এত ফৌজ লইয়া এ ক্ষুদ্র গ্রামে আগমন হইল?"

গোমস্তা বলিলেন,—"গ্রাম বিধ্বংস করিব। পদ্মলোচন দাসের সুন্দরী মেয়েটিকে সুবেদারসাহেবের জন্য লইব। আর পদ্মলোচনের প্রতিপালিত নরহরিকে লইয়া গিয়া, সুবেদারের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইব,—এবং যে সকল বদমায়েস যুবকগণ তাহার সহিত গমন করিয়া, আমার সঙ্গীগণের অপমান করিয়াছিল, তাহাদিগকে কুর্ত্তা দিয়া খাওয়াইব।"

বৃদ্ধগণ বলিল,—"দোষগুলি অতিশয় ভয়ানক, সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষমা করিতে হইবে। তজ্জন্য এক সহস্র টাকা আমরা সুবেদারসাহেবকে নজর দিতে বাধ্য আছি।"

গোমস্তা বামহস্তে গুম্ফ মোড়া দিয়া বলিলেন, "আর সব হইতে পারে, কিন্তু পদ্মলোচনের সুন্দরী মেয়ে এবং নরহরি বিশ্বাসকে আমরা লইবই।"

বৃদ্ধগণ আরও দুই সহস্র টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া ডাকিল, কিন্তু কেহই সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা ফৌজগণকে গ্রামাভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিল।

নরহরি-চালিত কৃষক যুবকগণ লাঠি ঘুরাইয়া, শড়্‌কী চালাইয়া তাহাদিগের গমনে বাধা দিল। নরহরি চক্ষুর পলক ফেলিতে— অতি ক্ষিপ্র গতিতে তিনটা শড়্‌কী চালাইয়া, তিনটা ফৌজের

প্রাণ লইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয় দলে দাঙ্গা বাধিয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত ফৌজের নিকটে অশিক্ষিত কৃষক যুবকগণ কতক্ষণ টিকিতে পারে? গুর চারিক পরেই তাহারা বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

গোমস্তা নরহরিকে দেখাইয়া দিয়াছিল,—ফৌজের সর্দ্দার নরহরির ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল,—নরহরি মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল,—নরহরির পতনে শ্রান্ত-ক্লান্ত কৃষক যুবকগণ চারিদিকে ছুটিয়া পলায়ন করিল। তখন ক্ষুদ্র গুলির আঘাতে মূর্চ্ছিত নরহরিকে বাঁধিয়া, একটা ডুলির মধ্যে পুরিয়া লইয়া ফৌজগণ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমেই তাহারা পদ্মলোচন দাসের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ পদ্মলোচন কম্পিতদেহে, দরজার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল,—ফৌজগণকে দেখিয়া কৃতাবিবর্ণীকৃত মুখে বলিল,—"অধীন গরীব প্রজা!"

কেহ তাহার কথা শুনিল না। কেহ তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। তাহার ভয়ার্ত্ত দেহকে চরণে বিদলিত করিয়া কয়েকজন ফৌজ তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দাবানল পতিতা হরিণীর ন্যায় বিপন্না ও কম্পিত কলেবরা নিতম্বিনীকে ধরিয়া লইয়া, একখান শিবিকায় তুলিয়া লইয়া বাহির হইল। শেষে গ্রাম লুটিয়া, গ্রামের যুবতী রমণী ও ধন রত্ন অপহরণ করিয়া সুবেদারসাহেবের সৈন্যগণ গ্রামের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোপন তথ্য।

যথাসময়ে, সুবেদার সাহেবের সমীপে সুন্দরী নিতম্বিনীকে ও পীড়িত নরহরিকে উপস্থিত করা হইল। সুবেদার সাহেব নিতম্বিনীর প্রস্ফুট পঙ্কজ রূপের ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অন্দরমহলে এবং নরহরি সেই রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, প্রথমতঃ সেই বিদ্বেষ বুকে করিয়া, তাহাকে হাজতে পাঠাইবার অনুজ্ঞা করিলেন। যথাবিধি আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইয়া, ছয়মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তথাপিও হতভাগ্য নরহরির বিচার হইল না—নরহরির হাজতবাস ফুরাইল না। এতদিনে সেই নিরাশ্রয় দরিদ্র কৃষক-যুবকের কেহ সন্ধানও লইল না,—কেহ তাহার সংবাদটাও শুধাইল না। একদিনের তরে কাহারও মনে, তাহার নামটিও উদিত হয় নাই।

সহসা একদিন প্রভাতকালে, সুবেদারসাহেব দরবার গৃহে আগমন করিয়াই আদেশ করিলেন,—"সাগরদাসের সেই হতভাগ্য যুবকের আজি বিচার হইবে।"

অমাত্যগণের অনেকে ভাবিল, আজি বুঝি হাতে আর কোন কাজ নাই, তাই—সে পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে।

যাহারা সমজদার, তাহারা বুঝিল—অবশ্যই ভিতরে ভিতরে একটা কাণ্ড আছে, সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, তাহার অনুকূলে বা প্রীতিকূলে কেহ কোন কথা উত্থাপন করিল না। প্রহরীগণ হাজত হইতে নরহরিকে লইয়া, দরবার গৃহে প্রবেশ করিল।

বিচার দর্শন করিতে অনেক লোক দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া, আসর জাঁকাইয়া বসিল। বিচারক স্বয়ং সুবেদারসাহেব, তাঁহার শ্বেত-কৃষ্ণ বিমিশ্রিত শ্মশ্রুগুম্ফরাশি আন্দোলিত করিতে করিতে, চক্ষুর স্বর্ণ চশমা খুলিয়া, সম্মুখস্থ আধারে রক্ষা করিয়া, একবার স্থিরদৃষ্টে দরিদ্র যুবক নরহরির সর্ব্বাবয়বের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি দরিদ্র যুবকের দেহাবয়ব দর্শন করিয়া, বিস্মিত হইলেন। এমন উন্নত বলিষ্ঠ লাবণ্যময় দেহ তিনি অনেক বড়-লোকের সন্তানেও দেখেন নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছয়মাসের হাজতবাসেও তাহার দেহকান্তি একটুমাত্রও মলিন হয় নাই। হাজতে ধান্যমিশ্রিত তিনমুষ্টি চাউলের অন্ন খাইয়া, প্রায় লোকই পঞ্চদশ দিবসের অধিক হাজতবাস করিতে সক্ষম হয় না—ইহার মধ্যেই প্রায় তাহাদিগের মর্ত্ত্যবাস উঠিয়া যায়, কিন্তু এই দরিদ্র যুবক এমন কান্তিপুষ্ট দেহে কি করিয়া ছয়মাসকাল হাজতবাস করিয়াছে। সুবেদারসাহেব মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন,—হয় কোন কর্ম্মচারী দয়াপরায়ণ হইয়া, না হয় রেসমৎ খাইয়া, ইহাকে ভাল খাদ্য সেবন করাইয়াছে, আর না হয় এই যুবক কোন মন্ত্র-তন্ত্র অবগত আছে,—কি যোগাদি জানে।

সুবেদারসাহেব, আর একবার গোঁফে মোড়া দিয়া, চশমাখানা মুছিয়া চক্ষুতে লাগাইয়া, নরহরির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"শোন দরিদ্র যুবক; তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, মিথ্যা বলিও না—মিথ্যা বলায় পাপ আছে, তাহা জান।

নরহরির ললাটে যে ক্ষুদ্র একটা গুলি লাগিয়াছিল, তাহাতে মাত্র সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, মরে নাই। তৎপরে বন্ধনাবস্থায় তুলিতে তাহার জ্ঞান হয়।

নরহরি সমান সতেজে দন্ত করিয়া বলিল,—"হুজুর! পাপ হয় তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু পাপ হইলে কি হয়, তাহা জানি না—বুঝি না।"

সুবেদারসাহেব মুরব্বিয়ানা হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"পাপ করিলে, ইহজীবনে বহুবিধ শাস্তি হইয়া, মৃত্যুর পর নরক হয়।"

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া নরহরি বলিল,—"হুজুর; পাপ পুণ্য কি বড়লোক গরীবলোকের জন্য কোন ভেদাভেদ আছে?"

সুবেদার। মূঢ় যুবক;—আমি তোমার কথার ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না।

নরহরি। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম,—পাপ করিলে কেবল দরিদ্রেরই ইহকালে শাস্তি ও পরকালে নরক হয়—না—বড়লোকেরও হয়?

সুবেদার। মূর্খ কৃষক! ভগবান কি পক্ষপাতী? তাঁহার নিকট দরিদ্র লক্ষপতি নাই।

নরহরি। তবে আপনি কেন শাস্তি পান না? নরকের ভয় তবে কেন করেন না? আপনার মত পাপী ত ত্রিজগতে নাই। যে, সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করে—যে, দরিদ্রের—

দুর্ব্বলের সতী স্ত্রী কন্যা কাড়িয়া লয়—তাহার মত মহাপাতকী জগতে আর কেহ নাই,—অতএব আপনি কি মহাপাতকী নহেন ?

সুবেদারসাহেবের মুখের উপরে এত বড় কথা!—দর্শকগণ, শ্রোতৃমণ্ডলী, অমাত্যগণ প্রভৃতি সকলেই চমকিয়া উঠিল। সুবেদারসাহেবের বড় বড় চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ ধারণ করিল;—তিনি সহসা কিছু বলিলেন না। কট্‌মট্‌ চক্ষুতে নরহরির মুখের দিকে চাহিলেন। নরহরি অটল—অবিকৃত মুখে দণ্ডায়মান। নরহরির ভাবগতিক দেখিয়া দর্শকগণ আরও বিস্মিত হইল।

সুবেদারসাহেব মনে মনে ভাবিলেন, একটু পরেই যাহার শিরচ্ছেদের আজ্ঞা প্রদান করিব, তাহার উপরে আর রাগ করিয়া কি হইবে? ভাল,—উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্‌,—ও, কি খাইয়া হাজতে বাস করিত,—কি খাইয়া এরূপ লাবণ্যময় দেহ ধারণ করিয়া আছে। সুবেদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষকযুবক, তুমি হাজতে কি খাইয়া থাকিতে ?"

নরহরি। হুজুর; আপনি আমাকে পূর্ব্বে কি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাপের ভয় দেখাইতেছিলেন ?

সুবেদার। এই কথাই জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া,সে কথা বলিতেছিলাম।

নরহরি। হুজুর; আমি পাপের ভয়ে মিথ্যা কথা বলিব না, তাহা নহে। তবে আমি এই জানি, মিথ্যা কথা দুর্ব্বল ও হীনচেতা লোকে বলিয়া থাকে,—ভাল লোকে বলে না। সেইজন্য আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, বা বলিব না।

সুবেদার। ভাল,—আচ্ছা বল, সত্য বল দেখি—তুমি কি খাইয়া হাজতে থাকিতে ?

নরহরি। হাজতে প্রবেশ করিয়া, দিন তিনেক আপনার ব্যবস্থামতে ধান-মিশান চাউলের সামান্ত পরিমাণে ভাত পাইতাম, তাহা খাইতে পারিতাম না—খাইলেও পেট ভরিত না। তৎপরে ভগবান সুবিধা করিয়া দিলেন।

সুবেদার। কি সুবিধা করিয়া দিলেন?

নরহরি। যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন বলিতেই হইবে—কিন্তু না জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল ছিল।

সুবেদার। তুমি বল।

তদুত্তরে নরহরি যাহা বলিল, তাহা শ্রবণে সুবেদারসাহেব নতশির হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। চক্ষুর্দ্বয় স্থির ও মস্তকের কেশরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। নরহরি বলিল,—"একদিন বৈকালে হাজতের আসামীগণের সহিত আমি হাজত-বাড়ীর সম্মুখে খোলা ময়দানে বাহির হইতে পাইয়াছিলাম। সেখানে তখন হাজতের অধ্যক্ষও ছিলেন, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া, হাজতের অধ্যক্ষসাহেবের হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল। সেখানা পাঠ করিয়া অধ্যক্ষসাহেব আমাকে ডাকিয়া লইয়া, হাজত-বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।"

সুবেদার। সেখানে গিয়া তিনি তোমাকে কি বলিলেন?

নরহরি। আমাকে বলিলেন, তুমি এক কাজ করিতে পার,—আমি বলিলাম কি? অধ্যক্ষ বলিলেন,—তুমি নাকি খুব ভাল গান গাহিতে পার? আমি বলিলাম—পারি।

সুবেদার। তখন অধ্যক্ষ কি বলিলেন?

নরহরি। অধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন,—একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা আমার নিকট আজ রাত্রিতে আগমন করিবেন,—সাবধান! কথা

যেন কোথায়ও প্রকাশ না হয়,—তোমাকে সেই সময় আমার অনুজ্ঞামতে আমার ভৃত্যের সহিত সেখানে যাইতেহইবে,—এবং তাঁহাকে গান শুনাইবে।—আমি স্বীকৃত হইলাম।

সুবেদার। তারপরে ?

নরহার। তারপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়, অধ্যক্ষের ভৃত্য আসিয়া, আমাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার গৃহে গমন করিল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, একটি অতীব সুন্দরী রমণীর সহিত তিনি একটি সুসজ্জিত শয্যায় উপর বসিয়া আছেন। সম্ভবতঃ উভয়েই তখন সুরাপান করিয়াছিলেন, কারণ উভয়েরই কথার জড়তা ও চক্ষু-রক্ত-রাগ-মণ্ডিত ঢুলু ঢুলু দেখিয়াছিলাম।

সুবেদার। তারপর ?

নরহরি। তারপরে আমাকে গান গাহিতে আদেশ করিলেন,—আমি দুইটা গান গাহিলাম।

সুবেদার। সে স্ত্রীলোকটি কে,—তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলে কি ?

নরহরি। না,—সে দিন কিছুই জানিতে পারি নাই।

সুবেদার। সে দিন জানিতে পার নাই—তবে কি তারপরে জানিতে পারিয়াছ ?

নরহরি। হাঁ—জানিতে পারিয়াছি। তারপরে দুই দিন পরে আবার একদিন রাত্রে অধ্যক্ষমহাশয়ের ভৃত্য আসিয়া আমায় লইয়া গেল,—তাঁহাদের আদেশে সে দিনও গান গাহিলাম।

সুবেদার। সে দিন কি সে স্ত্রীলোকটিও আসিয়াছিল ?

নরহরি। হাঁ,—তিনি আসিয়াছিলেন বৈ কি ! আমি গান গাহিলাম। আমার গান শুনিয়া উভয়েই মুগ্ধ হইলেন। অহার

পুরস্কার স্বরূপ সেই স্ত্রীলোকটির আদেশে আমার আহারাদির উত্তমরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তদবধি উত্তম রূপেই আহার করিতেছি।

সুবেদার। সে স্ত্রীলোকটি কে?—পূর্ব্বে বলিয়াছ, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ,—সে স্ত্রীলোকটি কে?

নরহরি। আপনি তাহা জানিতে না চাহিলেই সুখী হইতাম।

সুবেদার। কেন?

নরহরি। পরে জানিতে পারিবেন?

সুবেদার। কেন?

নরহরি। বলিতেছি—যদি নিতান্তই না ছাড়েন,—তবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুবেদার। হাঁ—বল।

নরহরি। একদিন একজন বাঁদী আমার নিকটে একখানা পত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রখানা পাঠ করিয়া দেখিলাম,—সেখানা সুবেদারসাহেবের মহিষী অধীনকে লিখিয়াছেন।

সুবেদার, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"কৃষক যুবক; তোমার বোধ হয়, মতিচ্ছন্নে ধরিয়াছে। সাবধানে কথা কহিও।"

নরহরি অবিকম্পিত কণ্ঠে কহিল,"শুনুন, হজুর;—আমি এক-বর্ণও মিথ্যা বলিব না। সুবেদারসাহেবের স্ত্রী, আমাকে লিখিয়াছেন, তোমার গান শুনিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। আমি তোমাকে চাই! যদি আমার উপর কৃপা হয়—যথাযোগ্য স্থানে তোমাকে আনাইয়া সাক্ষাৎ করিতে পারি।"

দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া, সুবেদারসাহেব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—জল্লাদ, জল্লাদ!"

জল্লাদ আসিয়া অভিবাদন করিল। অমাত্যগণ সুবেদার-সাহেবকে বলিল, "হজুর; অনেক লোকের সাক্ষাতেই এই কথার প্রস্তাব ও আলোচনা হইয়াছে—ইহাদের সাক্ষাতেই ইহার প্রমাণ না হইলে, আপনার কলঙ্ক ঘুচিবে না। অতএব এখনই অত উতলা হইবে না। উহার কথার প্রমাণ কি?"

জবাকুসুম সদৃশ লোহিত চক্ষুতে সুবেদার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হতভাগ্য যুবক। তোমার পরিণাম ভাবিলে না। এত বড় গুরুতর মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলে?"

নরহরি। হজুর;—আমি একবর্ণও মিথ্যা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কঠোর সত্য।

সুবেদার। পাপাত্মা;—মিথ্যা বলিস্ নাই—তার প্রমাণ কি?

নরহরি। যদি শুনিলেন,—সমস্ত কথা আগে ভাল করিয়া শুনুন।

সুবেদার। আমি কিছুই শুনিতে চাহিনা,—প্রমাণ কি আছে বল?

অমাত্যগণ নরহরির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বল তারপরে কি হইল?"

নরহরি। আমি ঐ পত্র পাইয়া দাসীকে বলিলাম,—তিনি আমার মা। পরস্ত্রীকে আমি মা বলিয়াই জানি—গান শুনিতে ভালবাসেন, গান শুনাইতে পারিব।

সুবেদারসাহেব রক্তচক্ষুতে বলিলেন,—"তোর গান যে ভাল, তাহা সুবেদারমহিষী কোথায় শুনিল?"

নরহরি। কারাধ্যক্ষের নিকটে তিনিই আসিতেন।

ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ প্রদানে সুবেদারসাহেব নরহরির গলা টীপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"পাপাশয়; তোর মিথ্যা কথা।"

একজন অমাত্য, সুবেদারসাহেবকে টানিয়া সরাইয়া লইয়া, বলিলেন,—"আগে ব্যাপার কি শুনুন।"

সুবেদারসাহেব আসনে উপবেশন করিয়া কঠোর কটাক্ষে নরহরির মুখের দিকে: চাহিয়া বলিলেন,—"তারপরে?—নরক্ নিচাশয়;—তুই কি করিয়া জানিলি, কারাধ্যক্ষের নিকটে— সুবেদার-মহিষী আসিত?

নরহরি। তাঁহার পত্রে বুঝিয়াছিলাম।

সুবেদার। তারপরে সে দাসী তোকে আর কোন দিন কিছু বলিয়াছিল?

নরহরি। না,—সে দাসীর সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে—

সুবেদার। তবে কি?

নরহরি। তবে, সুবেদার-মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

সুবেদার।—কোথায় পাপাশয়—শীঘ্র বল্।

নরহরি। কারাধ্যক্ষের নিকটে।

সুবেদার। সে কবে?

নরহরি। তৎপর দিবস রাত্রে। আবার আমাকে গান গাহিতে লইয়া গিয়াছিলেন।

সুবেদার। সে দিন চিঠির কথা কিছু হইয়াছিল?

নরহরি। হাঁ, হইয়াছিল। মহিষী কারাধ্যক্ষের নিকট সমস্ত কথা বলিলেন,—শুনিয়া কারাধ্যক্ষ আমার প্রশংসা করিলেন।

এবং মহিষী যে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

সুবেদার। তার পর?

নরহরি। তারপরে মহিষী ও কারাধ্যক্ষ আমাকে বিশেষ রূপে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন,—একথা যেন কদাচ প্রকাশ না হয়—আহারাদির বন্দোবস্ত আমার ভালই হইবে, ইহাও তাঁহাদিগের নিকট শ্রুত হইলাম। সম্পর্কে—মহিষী আমার মাই হইলেন।

সুবেদার। পাষণ্ড;—ইহার প্রমাণ চাই। নতুবা যন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যু তোমার ভাগ্যে ব্যবস্থা।

নরহরি। অদ্য যদি আমার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়, তবে আর আমি কি প্রকারে প্রমাণ দর্শাইতে পারিব?

সুবেদার উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"প্রমাণ চাহি না। তোর সকলই মিথ্যা কথা। আমি তোর অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া, আমার প্রাণে অশান্তির আগুণ জ্বালিয়া দিতেছিস,—নরাধম! তোর চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছি। আর কিছুই শুনিতে চাহি না।"

অমাত্যগণ বুঝাইয়া বলিল,—"ভাল, ওত আমাদের মুষ্টির মধ্যেই রহিয়াছে,—যখন ইচ্ছা, তখনই উহার মৃত্যু-ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। অদ্য থাকুক—ও বলিতেছে, আগামী কল্য প্রমাণ দিবে। যখন কথাটা সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছে, তখন সর্ব্ব সমক্ষেই নির্দ্দোষীতা প্রমাণ হওয়া চাই।—বিশ্বাস, ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলিতেছে।—কা'ল যদি ও প্রমাণ না দিতে পারে,—নিশ্চয়ই উহার কঠোর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর ব্যবস্থা করা যাইবে।"

একজন অমাত্য নরহরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"নীচাশয়; কি ঘৃণ্য ও সুবেদারসাহেবের কলঙ্ক ও অপমান জনক কথা ব্যক্ত করিলি; তাহা কি ভাবিয়া দেখিলি না? যাহা হউক, ইহার প্রমাণ চাই।"

নরহরি মৃদুহাস্য সহকারে বলিল,—"অদ্য রাত্রির জন্য সময় দিলে —আমাকে জীবিত রাখিলে—আমি নিশ্চয়ই প্রমাণ দিতে পারিব।"

অমাত্য। হাজতেই কিন্তু বন্দীবস্থায় বাস করিতে হইবে। সেই অবস্থাতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে ত?

নরহরি। নিশ্চয়ই—আমি কি আর মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি;

অমাত্য। হাজতের মধ্যে কি প্রমাণ পাইবে?

নরহরি। কি প্রমাণ পাইব,—তাহা আমি বুঝি,—আমি জানি। আপনি কি করিয়া জানিবেন? আর এখন সেই কথা যদি ব্যক্ত করিয়া বলি, তাহা হইলে যে প্রমাণ পাইতাম,—যাহা দেখাইতাম, তাহা আর পাইতে পারিব না।

অমাত্য। তবে তাহাই হউক,—কিন্তু মূঢ় যুবক; যে আগুন জ্বালিয়া দিলে, তাহাতে যে একটী সংসার ও কতকগুলি নর নারীর জীবন চিরদিনের জন্য অশান্তিময় হইল,—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নরহরি। আপনারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাই বলিলাম; কিন্তু আপনাদের সুবেদারসাহেব যে, কত জনের সাজান বাগানে আগুন ধরাইয়াছেন, তাহা কি মনে পড়ে?

তখন আর কোন কথা হইল না। নরহরির হস্তপদ বাঁধিয়া পুনরায় হাজতে লইয়া যাইতে আদেশ হইল। প্রহরীগণ আজ্ঞা পালন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত ডাকাত।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর, ছয়মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু সহসা দেশে দস্যুর অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। দেশের ধনীগণ ধন লইয়া একান্ত ভীত ও সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িয়াছেন। আজি যিনি লক্ষপতি, ডাকাতেরদল, কা'ল তাঁহাকে হয়ত পথের ভিখারী করিয় ছাড়িয়া দিয়াছে। এমন ডাকাত—এমন অদ্ভুতকর্ম্মা ডাকাত সেদেশে কখনও ছিল না। কেহ বলে, মহারাষ্ট্রীয় দেশ হইতে কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় যোয়ান আসিয়া এই ডাকাতি করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে,—কাবুল হইতে ডাকাতের দল আসিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছে,—পারস্থান হইতে আসিয়াছে। আবার অনেকে অনুসন্ধান করিয়া নাকি জানিতে পারিয়াছে,—এ সকল ডাকাত এই দেশেরই বটে, কিন্তু ইহারা কালীসিদ্ধ করিয়াছে—যাদুমন্ত্র শিখিয়াছে, তাই ইহাদের গতি অদ্ভুত, কার্য্য অদ্ভুত, ব্যাপার অদ্ভুত, কাণ্ড অদ্ভুত—তাই ইহারা অদ্ভুত ডাকাত। কিন্তু এই সকল ডাকাত থাকে কোথায়,—ইহাদের আড্ডা কোথায়, কোথা দিয়া আসে,—কোথায় যায়—কেমন করিয়া লোকের চক্ষুতে ধুলা দিয়া, নগরে—গ্রামে প্রবেশ করে, কেহই দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না

কিন্তু তাহাদের অত্যাচারে—লুণ্ঠনে, দেশ একেবারে ম্রিয়মান,—শান্তিশূন্য !

সুবেদারসাহেব গোয়েন্দা লাগাইয়া, সৈন্য পাঠাইয়া কোন প্রকারেই ডাকাতের দলের সন্ধান পান নাই,—অবশেষে ঘোষণা করিয়াছেন, যে কেহ ঐ ডাকাতের দলের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে পুলিসবিভাগে উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিবেন, আর এককালীন দশসহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

সহরকোতোয়ালের উপর বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, যে কোন প্রকারেই হউক, ডাকাতের দলের সন্ধান করিতে হইবে—যে কোন প্রকারেই হউক, তাহাদিগকে ধরিতে হইবে। যদি একমাস মধ্যে তাহারা ধৃত না হয়, তাহা হইলে তোমাকে তোমার কার্য্য হইতে অপসৃত হইতে হইবে। কেননা,—দেশের শান্তি, ধন, মান ও প্রাণ রক্ষা করাই তোমার পদের কার্য্য ;—তাহাতে অপারগ হইলে, নিশ্চয়ই তোমার স্বপদে থাকা কর্ত্তব্য নহে।

সহরকোতোয়াল সে কথার আর কি উত্তর দিবেন ? তিনি ম্লানমুখে আপন কার্য্যালয়ে গমন করিয়া, প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া, ডাকাতদলের অনুসন্ধানের জন্য বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন এবং একমাস মধ্যে ডাকাতগণের সন্ধান করিতে না পারিলে, প্রত্যেককেই অপদস্থ হইতে হইবে,—তাহা বলিয়া দেওয়া হইল। সকলেই উদ্বিগ্নমানসে ডাকাতগণের অনুসন্ধানার্থ বিশেষরূপে মনঃসংযোগ করিল।

সুবর্ণগ্রামের নিকট রামপুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম—সেখানে একঘর ধনী ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। গুজব উঠিল,—সেখানে

অমাবস্যার দিন ডাকাত পড়িবে। পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সহর কোতায়াল হইতে আর নিম্নতর কর্ম্মচারী পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত সকলেই কোমর বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে অমাবস্যার রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। পুলিস অনেকগুলি ফৌজ লইয়া রামপুরাভিমুখে ছুটিয়া গেল। গ্রামের চারিদিকে ঝোড়ে-জঙ্গলে পুলিসের ফৌজ লুক্কায়িত হইল। সকলেই সশস্ত্রে ডাকাতের দলের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে, স্তব্ধ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে ডাকাতের দলের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কিছুই নাই—গ্রামখানি অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার বুকে করিয়া, স্তব্ধশ্বাসে বসিয়া থাকিল। কোন প্রকার সাড়া শব্দ শুনা গেল না। পুলিস সমস্তরাত্রি গ্রামোপান্তে বসিয়া থাকিয়া, প্রাতঃকালে যখন ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন শুনিতে পাইল—ডাকাতেরা এক ধনী ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া লইয়া গেল,—কেমন করিয়া ডাকাতি করিল,—কেমন করিযা গ্রামে প্রবেশ করিল, পুলিস তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে গ্রামে গিয়া বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া জানিতে পারিল, পুলীস আসিয়া পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বেই ডাকাতগণ গ্রামে পৌঁছিয়া ছদ্মবেশে গ্রামের মধ্যে ছিল,—অবশেষে কোন এক প্রকার গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যের আঘ্রাণে বাড়ী শুদ্ধকে অজ্ঞান করিয়া, সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

পুলিস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। দেশে উদ্বেগ, অশান্তি, হাহাকার সম্যক্‌ প্রকারে বাড়িয়া উঠিল। সুবেদার-সাহেব পুলিসের উপর আরও কড়াকড় করিলেন।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সহসা সুবেদারসাহেবের প্রাসাদে মসালের আলো জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল,—মসালের তীব্রোজ্জ্বল আলোকে তরবারির তীক্ষ্ণ ধার ঝলসিয়া উঠিল,—লোকের অসেন্নকালের হতাশ চীৎকার চারিদিক হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত বাড়ী খানি মুখরিত করিতে লাগিল।

প্রাসাদমধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি জন দস্যু প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু পঁচিশ জনে পাঁচশত জনের কার্য্য করিতেছিল। প্রত্যেকের গতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ক্ষিপ্র—অত্যন্ত অদ্ভুত। তাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল।

যে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সুবেদারসাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় একজন দস্যু ত্বরিত গতিতে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল,—"সুবেদারসাহেব; সেলাম! চিনিতে পারেন কি?"

স্থির-বিস্ময়-ভীতি-বিহ্বল-নয়নে সুবেদারসাহেব দস্যুর মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইলেন। দস্যু পুনরপি বলিল,—"চিনিয়াছেন কি? আমার নাম চন্দ্রা ডাকাত।"

চন্দ্রাডাকাত নাম শুনিয়া, সুবেদারসাহেব আরও বিস্মিত হইলেন,—সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "মিছে কথা—তুমি সেই কৃষক যুবক।"

দস্যু। কিন্তু তোমার হাজত হইতে পলাইয়া গিয়া, চন্দ্রাডাকাত নাম ধারণ করিয়া ডাকাতি করিতেছি। প্রধান উদ্দেশ্য—তোমার গৃহের ধনরত্নের সহিত তোমার জীবন হরণ করিব।

সুবেদার। তুমি কতলোক লইয়া আমার বাড়ী প্রবেশ করিয়াছ?

নরহরি বলিল,—"অধিক নহে। পঁচিশজন মাত্র,—কিন্তু সে আলাপ-পরিচয়ের সময় নাই। তুমি অন্তিম সময়ের কাজ কর,—কৃত পাতকের জন্য ভগবানের নাম স্মরণ কর।"

সুবেদার। তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাহিতেছি।

নরহরি। তুমি ভিক্ষা পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি নহে।

সুবেদার। কেন?

নরহরি। তুমি আমার জীবনের শান্তি নষ্ট করিয়াছ—আমার প্রাণের নিতম্বিনীকে হরণ করিয়া আনিয়াছ।

সুবেদার। আনিয়াছি বটে,—কিন্তু সে এখনও আমার অস্পৃশ্য আছে। সে এখনও সতী আছে—আমার প্রস্তাবে সে স্বীকৃত হয় নাই।

আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। নরহরির হস্তস্থিত দ্বিধার তরবারি সুবেদারের স্কন্ধ হইতে মস্তক] বিচ্যুত করিয়া দিল। সুবেদারের মুণ্ডহীন দেহ বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। তদগৃহস্থিত সুবেদারমহিষী চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন,—নরহরি খাটের পায়ার সহিত তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া ত্বরিত গতিতে অন্যত্র চলিয়া গেল। সন্ধানে সন্ধানে যে গৃহে নিতম্বিনী ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। বহুদিন পরে নিতম্বিনীকে দেখিয়া নরহরি বলিল,—"নিতম্বিনি;—চিনিতে পার?"

দস্যু-ভয়--ভীতা নিতম্বিনী প্রথমে নরহরির মুখের দিকেই চাহিতে পারে নাই—কাজেই চিনিতেও পারে নাই। শেষে

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কে নরহরি? নরহরি;—তুমি ডাকাত?"

নরহরি। তোমারই জন্য ডাকাতি করা।

নিতম্বিনী। আমি তোমারই জন্য জীবন রাখিয়াছি।

নরহরি। তবে এস।

নিতম্বিনীকে পিঠের উপর ফেলিয়া নরহরি এক চীৎকার করিল। প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিচীৎকার হইল, তখন দস্যুদল সমবেত হইয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। চক্ষুর পলক না ফেলিতে ফেলিতে কোথা হইতে দস্যুগণ কোথায় চলিয়া গেল,—আর কেহ তাহা দেখিতেও পাইল না।

সুবেদারসাহেবের বাড়ীতে কেবল হাহাকারের প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভগ্ন, শ্রীভ্রষ্ট প্রাসাদটি সুবেদারসাহেবের মৃতদেহ বক্ষে করিয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুরাণ কথা।

দস্যুগণের সহিত নরহরি নিতম্বিনীকে লইয়া তাহাদের আড্ডা ভীমগড়ের ভীষণ জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভীমগড়ের জঙ্গল অতি নীবিড় ও ভীষণ। দিবাভাগেও সেথানে সূর্য্য-কর প্রবেশ করিতে পারে না। কিম্বদন্তি এইবনে পুরাকালে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহার অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না,—কেবল সেই অতি ভীষণ বহুদূর বিস্তৃত জঙ্গলে একটা পাষাণ গৃহের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। আর ভীমগড় এই নামেই বুঝি পূর্ব্বস্মৃতি বজায় রাখিয়াছিল।

সেই ভীমগড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দস্যুগণ সশস্ত্রে সারি দিয়া দাঁড়াইল,—নরহরি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া কি একটা সঙ্কেত বাক্য উচ্চারণ করিল। বিনা বাক্যব্যয়ে দস্যুগণ চলিয়া গেল। নরহরি, নিতম্বিনীকে লইয়া একটা সুসজ্জিত অথচ ভগ্ন-পাষাণ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। নিতম্বিনী নিস্তব্ধ নিথর চাহনিতে সেই ভীষণ জঙ্গলস্থ সেই ভগ্ন পাষাণ গৃহ প্রভৃতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। বোধ হইতেছিল, তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে।

সুসজ্জিত ভগ্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, নিতম্বিনী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"নরহরি; তুমি ডাকাতের সর্দ্দার?"

নরহরি একটা শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"নিতম্বিনী; এ ঘর কাহার জান?"

নিতম্বিনী। বোধ হইতেছে,—ইহা তোমারি আড্ডা। তুমি ডাকাতের সর্দ্দার!

নরহরি। হাঁ—নিতম্বিনী; তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ, ইহা আমারই আড্ডা;—আমি ডাকাতের সর্দ্দার!

নিতম্বিনী। তুমি ডাকাতি কর কেন?

নরহরি। তাহাতে দোষ কি?

নিতম্বিনী। ডাকাতিতে দোষ নাই, তবে কিসে আছে?

নরহরি। যদি আমি ডাকাতি করিতে না শিখিতাম,—তবে তোমাকে কি করিয়া উদ্ধার করিতাম?

নিতম্বিনী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষ মনে মনে ভাবিল, "অনেক দিন আগে নরহরি বলিয়াছিল, যাহার বাহুতে বল আছে, সে ডাকাতি করিবে না কেন?"—তাই বুঝি নরহরি ডাকাতি করিয়াছে! আমি রূপ পাইয়া কেন নরহরির জন্ম হাঁ করিয়া ছিলাম—বল পাইয়া নরহরি মানুষ মারিতে পারে, আমি রূপ পাইয়া মানুষ মারিতে পারি না কেন? রূপও-মানুষ মারিতে?

নরহরি বলিল,—"নিতম্বিনী; তুমি যখন সুবেদারসাহেবের বাড়ীতে ছিলে, তখন কি আমাকে ভাবিতে?

নিতম্বিনী। তোমাকে সর্ব্বদাই ভাবিতাম।

নরহরি। তুমি কি সুবেদারসাহেবকে ভাল বাসিতে?

নিতম্বিনী। সে আমাকে ভালবাসিত,—কিন্তু আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম না।

নরহরি। কেন?

নিতম্বিনী। তোমায় ভাবিতাম।

নরহরি। তুমি আমায় ভালবাস নিতম্বিনী?

নিতম্বিনী। তোমার জন্য আমি একদিনও স্থির হইতে পারি নাই

নরহরি। সুবেদারসাহেব তোমার রূপের প্রার্থী হন নাই?

নিতম্বিনী। কাতরে আমার রূপের ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পিতাকে মারিয়া ফেলায়, আর তোমাকে হাজতে রাখায়, আমি তাহার উপরে ভারি চটিয়া গিয়াছিলাম,—কাজেই তাহার কথায় কর্ণপাত করি নাই।

নরহরি মনে মনে বুঝিল,—নতুবা নিতম্বিনীর সতীত্ব প্রদান করিতে এত আপত্তি ছিল না। নরহরি জিজ্ঞাসা করিল,—"নিতম্বিনী; আমি যখন হাজতে ছিলাম, তখন আমি যে গান করিতে জানি, একথা সুবেদারের স্ত্রীকে কে বলিয়াছিল?"

নিতম্বিনী। আমিই বলিয়াছিলাম।

নরহরি। কেন বলিয়াছিলে?

নিতম্বিনী। মহিষী অত্যন্ত আমোদ ও সঙ্গীতপ্রিয়। তারপরে তাঁর চরিত্র খারাপ—কাজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম তোমার গান শুনিলে, তোমার উপর তাহার আসক্তি জন্মিবে—কাজেই কোন প্রকারে যদি তোমার উপকার করিতে পারেন।

নরহরি। ঐ মতলব করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছিলে!

নিতম্বিনী। আচ্ছা—তোমার ফাঁসি হইবে শুনিলাম,—তার পরে, তুমি কেমন করিয়া পলাইয়া আসিলে?

নরহরি। সে অনেক কথা।

নিতম্বিনী। শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে!

নরহরি। মহিষীর চরিত্র কথা সুবেদারের সাক্ষাতে বলিলে, তিনি আমাকে তখনই কাটিয়া ফেলিতে চাহেন—কিন্তু অমাত্যগণ বলিল, যখন সাধারণ সমক্ষে ঐ কলঙ্ক কথা প্রচার হইয়াছে, তখন ঐ বন্দীর দ্বারা সাধারণ সমক্ষে তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন হওয়া আবশ্যক। কারণ,—আমাদের বিশ্বাস হইতেছে—বন্দী আপনার প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসম্ভব কথা প্রকাশ করিয়াছে।

নিতম্বিনী। তারপর?

নরহরি। তারপর,—আমি বলিলাম, আ'জ রাত্রির জন্য হাজতে থাকিতে পাইলে আমি প্রমাণ দেখাইতে পারিব। আমাকে হাজতে পাঠাইল।

নিতম্বিনী। কি প্রমাণ দেখাইতে?

নরহরি। সুবেদার-মহিষীর [illegible] যে পত্র আমার নিকটে ছিল, তাহা দাখিল করিতাম।

নিতম্বিনী। তবে তাহা না করিয়া পলাইলে কেন?

নরহরি। প্রাণ লইয়া যখন পলাইতে পাইলাম—তখন সে ক্যাসাদে আর কে যায়?

নিতম্বিনী। কিসে কি হইল—আমাকে বল।

নরহরি। আমি ফিরিয়া হাজতে আসিলে, হাজতের অধ্যক্ষ আমার নিকটে আসিয়া বলিল,—"যুবক; তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতাম। মহিষীকে তুমি ধর্ম্মমাতা বলিয়াছিলে—এই কি তাহার উপযুক্ত কাজ? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি?"—

অধ্যক্ষ বলিল—"গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছ—ইহার ফল কি জান?" আমি বলিলাম—"তা জানি।" অধ্যক্ষ বলিল "আমরা এতদিন তোমাকে সুখেই রাখিয়াছি—ইহাই কি তাহার প্রতিদান! আমি বলিলাম, "সুবেদার, আমার পরম শত্রু—তাহার হৃদয়ে আগুণ জ্বালিবার জন্য আমি উহা না বলিয়া থাকিতে পারি নাই।" অধ্যক্ষ বলিল—"এককথা বলি, তুমি পলায়ন কর। আর প্রমাণ দিও না। আজি অসুখ করিয়াছে বলিয়া আমি আর কার্য্যে আসি নাই—আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর উপরে আজকার ভার আছে—আমি সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র করিয়াছি—তুমি স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিতে পারিবে, তাহাতে তোমারও প্রাণ রক্ষা হইবে,—আর আমারও মান রক্ষা হইবে। কিন্তু তুমি এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাও যে,—আমি কারাধ্যক্ষ ও মহিষী সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারাধ্যক্ষ অত্যন্ত চতুর ও কর্ম্মঠ লোক—আমি পলায়নের অনেকপ্রকার উপায় করিয়াও তাহার চতুরতায় পলাইতে পারিতেছিলাম না! তাই ঐ মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম,—আমিত মরিতেই বসিয়াছি, যদি অভিসন্ধিটা খাটে—কেন না, তাহা হইলে অধ্যক্ষ বন্দী হইয়া থাকিবে, আমি পলাইতে পারিব। কিন্তু হাজতে আসিয়া জানিলাম, অধ্যক্ষ আজি এখানে নাই। তবে আমার অভিসন্ধি বৃথা যায় নাই। কেন না, এই কথা না বলিলে, আমি কখনই ফিরিয়া হাজতে যাইতে পারিতাম না। হাজতে যাইতে না পারিলে, কখনই পলায়ন করিতে পারিতাম না—আমার জীবনও রক্ষা হইত না। ফল কথা,—অধ্যক্ষ ও মহিষীর কোন দোষ আমি দেখি নাই।"

অধ্যক্ষের কথায় স্বীকৃত হইয়া সেইরূপ একখানা পত্র লিখিয়া অধ্যক্ষের পরামর্শমতে একজন বন্দীর হাতে তাহা রাখিয়া আমি মুক্তদ্বার পাইয়া পলাইয়া গেলাম।

নিতম্বিনী। তারপরে, ডাকাতের দলে কেমন করিয়া মিশিলে?

নরহরি। আমি ডাকাতের দলে মিশি নাই,—আমিই দল সৃজন করিয়াছি।

নিতম্বিনী। এত ডাকাত কোথায় পাইলে?

নরহরি। গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া যোয়ান দেখিয়া লোক বাছিয়া লইয়া উপদেশ দিয়া দলস্থ করিয়াছি।

নিতম্বিনী। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

নরহরি। কি, বল।

নিতম্বিনী। সুবেদারসাহেবের অনেক ফৌজ আছে,—তোমরা ডাকাতি আরম্ভ করিলে, তাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিল না, কেন?

নরহরি। সে দফা আগেই সারিয়া রাখিয়াছিলাম।

নিতম্বিনী। কি করিয়াছিলে, বল না?

নরহরি। আমাদের একজন লোক দিয়া সংবাদ দেওয়া—হুর সাতুরে ডাকাত পড়িবে। ডাকাতেরা সদলবলে সেখানে নিশ্চয় যাইবে। একটু বেশী যোগাড়-যন্ত্র কোরে গেলে, তাদের গ্রেপ্তার করা যাবে। তারা তাই শুনে—প্রায় সমস্ত ফৌজ নিয়ে সাতুরে যায়, আমরা ও দিকে নির্ব্বিঘ্নে সুবেদারসাহেবের বাড়ী ডাকাতি করি।

অতঃপর নিতম্বিনী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে

লাগিল। গৃহস্থিত উজ্জ্বল আলোক তাহার সুন্দর মুখের উপরে পড়িয়া মুখখানিকে আরও উজ্জ্বল করিতে লাগিল। নরহরি একদৃষ্টে আবাল্যের স্নেহভালবাসাময় মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে, নরহরি বলিল,— নিতম্বিনী, তুমি অমন করিয়া কি ভাবিতেছ?"

নিতম্বিনী বলিল, "নরহরি;—এখন তুমি আমাকে লইয়া কি করিবে?"

নরহরি। তুমি কি আমার কাছে আর থাকিতে ইচ্ছা কর না?

নিতম্বিনী। কেন করিব না,—কিন্তু কি প্রকার ভাবে আমাকে রাখিবে?

নরহরি। কেন,—এখানে কি থাকিতে পারিবে না?

নিতম্বিনী। এখানে আমি থাকিতে পারিব না।

নরহরি। কেন?

নিতম্বিনী। এ বনের ভিতর আমি থাকিতে পারিব না। এখানে একজনও লোক নাই।

নরহরি। আমার অনেক টাকা আছে।

নিতম্বিনী। অনেক টাকা আছে—কিন্তু শুধু টাকা লইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

নরহরি। যদি তোমার কষ্ট হয়, আমি লোকালয়ে গিয়া ঘর বাঁধিয়া, তোমায় লইয়া থাকিব।

নিতম্বিনী। কিন্তু তুমি ডাকাত।

নরহরি। তাই কি হ'ল?

নিতম্বিনী। লোকে তোমার শত্রু হইতে পারে।

নরহরিও একটু চিন্তা করিল। চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমি

যে ডাকাত, তাহা অন্য কেহ জানে না। একমাত্র সুবেদারসাহেব আমাকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর ইহজগতে নাই। কাজেই আমি গ্রামে গিয়া বাস করিতে পারিব।"

নিতম্বিনী। কিন্তু আমি সুবেদারসাহেবের বাড়ীতে ছিলাম,—সুবেদারসাহেব আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তৎপরে দস্যুগণ আমাকে লইয়া গিয়াছিল,—এই সন্দেহ করিয়া যদি কেহ তোমাকে ধরে ?"

নরহরি। আমরা উভয়ে নাম বদ্‌লাইয়া, একটু দূরস্থ কোন গ্রামে গিয়া বসতি করিব। বাহিরের লোক ত আর আমাদিগকে চিনে না।

নিতম্বিনী সেই যুক্তিই সৎযুক্তি বলিয়া স্বীকার করিল। তখন নরহরি একটা মশাল জ্বালিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিতম্বিনীকে ডাকিয়া বলিল,—"আমার সঙ্গে আইস।"

নিতম্বিনী উঠিয়া, নরহরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। একটা ভগ্ন কুটীর উত্তীর্ণ হইয়া, উভয়ে খাদের সাণুদেশে উপস্থিত হইল। নিতম্বিনীর হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশালটা দিয়া, নরহরি একখানা পতিত পাথর ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিল। প্রস্তরখণ্ড সরিয়া গেলে, তন্নিম্নে একটা গর্ত্ত দেখা গেল। গর্ত্তের মধ্যে সাতটা পিত্তলের ঘড়া,—নরহরি ঘড়া সাতটা উপরে তুলিয়া, নিতম্বিনীকে ডাকিয়া বলিল,—"এই দেখ, সাত ঘড়া ধন-রত্ন।"

সবিস্ময়ে নিতম্বিনী ঘড়াগুলো দেখিয়া বলিল,—"উহাতে কি টাকা বোঝাই ?"

নরহরি। একটাতেও টাকা নাই—সকলগুলিই স্বর্ণ, মণি, মুক্তাতে বোঝাই।

নিতম্বিনী। এগুলি কেমন করিয়া লইয়া যাইবে?

নরহরি। লইয়া যাইবার কোন উপায় নাই। তবে ইহার মধ্যে হইতে বাছিয়া গুছিয়া মূল্যবান কতকগুলি দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিব।

নিতম্বিনী। এত ধন-রত্ন যদি লইয়া যাইতে না পারা যায়, তবে না হয়—এইখানেই বাস করা যাক্।

নরহরি। না নিতম্বিনী;—এখানে বাস করা হইবে না।

নিতম্বিনী। কেন?

নরহরি। এখানে বাস করা বিপদজনক হইবে।

নিতম্বিনী। কেন,—এতদিন বিপদজনক হয় নাই—এখন হইবে কেন?

নরহরি। সুবেদারসাহেবের বাড়ীতে ডাকাতি—সুবেদার-সাহেবকে হত্যা প্রভৃতি করায়, একটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। ফৌজগণ তন্ন তন্ন করিয়া, আমাদের অনুসন্ধান করিবে। হয়ত দিল্লী হইতেও ফৌজ আসিতে পারে, অতএব এখন স্থান পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত।

নিতম্বিনী। তবে তাহাই।

তখন নরহরি আপন উত্তরীয় বস্ত্র পাতিয়া ঘড়াগুলা হইতে বাছিয়া বাছিয়া, বহুমূল্যবান রত্নগুলি লইয়া একটা পোট্‌লী বাঁধিয়া লইল। নিতম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"এ সকল ধন কোথায় পাইলে?"

নরহরি। ইহা ডাকাতি করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে।

নিতম্বিনী। বাকীগুলা কি হইবে?

নরহরি। কি হইবে, এখনই দেখিতে পাইবে।

তখন নরহরি একটা বাঁশীতে ফুঁ দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিক হইতে দস্যুদল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। নরহরি চাহিয়া

দেখিয়া বলিল,—"সুবেদারকে হত্যা করা হইয়াছে—কাজেই দেশে একটা হুলস্থূল বাধিবে।"

১ম দস্যু। আমাদিগকে তার জন্য কি করিতে হইবে।

নরহরি। আমি বলিতেছি,—এখন আমরা এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করি।

দস্যু। আমাদের পরস্পর এই সৌহার্দ্দ-পিরীতি ভাসিতে হইবে—হয়ত জীবনে আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। ইহা বড়ই কষ্টকর।

নরহরি। স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘরকন্না করগে।

একজন দস্যু আর একজনের কাণে কাণে বলিল,—"ঐ স্ত্রীলোকটিই সর্দ্দারের কঠিন প্রাণে কোমলতা ঢালিয়া দিয়াছে। ঐ স্ত্রীলোটীই সর্দ্দারের নির্ভর প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, ঐ স্ত্রীলোকটীই সর্দ্দারকে লইয়া সংসার পাতাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে।"

নরহরি বলিল,—"আমি যে ধন অংশমত লইয়াছিলাম, তাহা এই রহিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে আমি কতকগুলি লইয়াছি, ইহাতেই আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। অবশিষ্ট ঐ ঘড়াগুলি আছে, তোমরা লইয়া যাও।"

দস্যুগণ প্রথমে লইতে স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু অবশেষে যখন সেগুলি তাহাদিগকে লইবার জন্য, নরহরি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন তাহারা তাহা লইল এবং নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সকলেই আপন আপন আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিল। পোট্‌লিটা মস্তকে করিয়া ও নিতম্বিনীকে সঙ্গে লইয়া নরহরিও বনপথ বহিয়া চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তধনে গুপ্ত ক্রিয়া।

প্রায় একবৎসর গত হইল, নিতম্বিনীকে লইয়া নরহরি মুর্শিদাবাদ জেলা, রঘুনপুর গ্রামে আসিয়া, বাড়ী প্রস্তুত করিয়া, তথায় বসবাস করিতেছে। এইস্থানে আসিয়া, উভয়ে যথাবিধি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে।

নরহরি যে রত্ন-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া, তল্লব্ধ ধনে একখানি মাঝারি রকমের বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে এবং কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়া, কয়েকটি বলদ ক্রয় করিয়া, তিন চারিজন ভৃত্য রাখিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যথোচিৎ পরিশ্রম করিয়া, নরহরি নিজের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। নিতম্বিনীকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসিত এবং ধন-রত্ন দ্বারা তাহার মনের ইচ্ছা সমস্তই পূরণ করিত। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোন কাজকর্ম্ম করিতে দিত না। সে হাসিয়া খেলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, সংসার-সাগরের বিলাস-তরঙ্গে সাঁতার কাটিত।

একদিন সন্ধ্যাপর, নরহরি ও নিতম্বিনী তাহাদের শয়নগৃহে

উপবিষ্ট আছে। কথায় কথায় নিতম্বিনী বলিল,—"তুমি চাষের কাজে লিপ্ত হইলে কেন ?"

নরহরি। মানুষ কাজ না করিলে থাকিতে পারে না।

নিতম্বিনী। তোমার এখনও যে টাকাকড়ি আছে—বসিয়া খাইলে বহুদিন যাইবে ?

নরহরি। তা বটে—কিন্তু ঐ ধন ডাকাতি করা, আমার মনে মনে ইচ্ছা আছে, ব্যবসায় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে, ঐ টাকা দুঃখী-দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব। ও টাকা ভাল নহে।

নিতম্বিনী। আর ডাকাতি করিও না—কিন্তু যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, তাহা কেন বিতরণ করিতে যাইবে।

নরহরি। তোমার ইচ্ছা না হয়, বিলাইয়া দিব না। কিন্তু তাহা হইলেও উহা যথেষ্ট নহে। যদি আমাদের ছেলেপুলে হয়, তাদেরও যাতে ভাল করিয়া চলে, তার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে।

নিতম্বিনী। অনেক টাকা আছে,—একটা কোন ভাল ব্যবসায় করিলেও ত পারিতে।

নরহরি। অন্য কোন ব্যবসায় আমি জানি না। বিশেষতঃ কৃষি ব্যবসায় অতি সুন্দর ব্যবসায়। আর আমি উহা জানিও ভাল।

নিতম্বিনী। এ চাষের ব্যবসায়ে সমস্তদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াও। রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া মানুষ হতশ্রী হইয়া যায়। ঘামে ঘামে গায় কেমন ভোট্কা গন্ধ হয়।

নরহরি। কিন্তু বব্যবসায় করিয়া সঞ্চয় করাত্ত চাই।

নিতম্বিনী। অন্য ব্যবসায় কর। তোমার বন্ধু গোপেশ্বর ত

গরীব—কিন্তু ভাল কাজ করে,—কেমন তার ফুট্‌ফুটে চেহারা—কেমন দিব্যি বাবুটির মত।

নরহরি হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"গোপেশ্বর বড় রোগা—তার শরীরে মোটে জোর নাই।"

নিতম্বিনী। কিন্তু তার বুদ্ধির জোর খুব।

নরহরি। বাহু-বলই বল,—আর, ইন্দ্রের জলই জল।

নিতম্বিনী। কিন্তু বুদ্ধির কাছে—গায়ের জোর কিছুই না। আর তোমার বন্ধুর কেমন ছোট্ট ছোট মিষ্ট কথা—শুনেছ?

নরহরি। হাঁ—তার কথাগুলা মেয়েমানুষের মত ছোট ছোট বটে—কিন্তু সে গুলি কি তাহার ব্যবসায়ের জন্য?

নিতম্বিনী। তা, বৈ কি। ভাল লোকে বলে—চাষার কাজে মানুষের বাক্য, বপু, বয়স প্রভৃতি সব নষ্ট হয়।

নরহরি। গোপেশ্বর তার ব্যবসায়ে মাসে দশটা টাকাও রোজগার করিতে পারে না।

নিতম্বিনী। তবুও সে সুখী।

নরহরি। কিসে?

নিতম্বিনী। তাহার শরীর ও মন ভাল আছে।

নরহরি একবার মনে মনে ভাবিল, নিতম্বিনী বুঝি গোপেশ্বরের পক্ষপাতিনী,—আবার ভাবিল, দূর! তা কেন? আমার শরীর—আমার কথাবার্ত্তা যাহাতে ভাল থাকে,—মদ্‌গতপ্রাণা নিতম্বিনীর তাহাই ইচ্ছা। সে তখন ফুল্লারবিন্দবৎ নিতম্বিনীর প্রফুল্ল গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিল,—"কৃষিকার্য্যে যদি তোমার নিতান্তই আপত্তি হয়, এবার আর কিছু তুলিয়া দেওয়া হইবে না—আগামী বারে তুলিয়া দিব।"

নিতম্বিনী আঁচলে গণ্ড মুছিয়া বলিল,—"তবে তাই।"

পরদিন প্রত্যূষে নরহরি মাঠে চলিয়া গিয়াছে,—এখন দিবা দ্বিপ্রহর। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। রৌদ্রোত্তপ্ত ধরণীর উষ্ণনিশ্বাস গাছপালাগুলাকে দগ্ধ করিতেছিল। চাতক একফোটা জলের জন্য উর্দ্ধমুখে বারিদের পানে চাহিয়া বারিদে বারিদে করিয়া কাতর-করুণ-স্বরে চীৎকার করিতেছিল। এই সময় গোপেশ্বর আসিয়া নরহরির বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বৈঠকখানা হইতে ডাকিল,—"বন্ধু; বাড়ী আছ?"

একজন দাসী উত্তর দিল, "না—তিনি মাঠে গিয়াছেন।"

গৃহমধ্য হইতে নিতম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?"

দাসী তদুত্তরে বলিল, "বাবুর বন্ধু।"

নিতম্বিনী। গোপেশ্বর বাবু?

দাসী। হাঁ।

নিতম্বিনী। একবার ডাকিয়া দে।

দাসী গিয়া গোপেশ্বরবাবুকে ডাকিয়া আনিল। গোপেশ্বরবাবু আসিয়া যে গৃহে নিতম্বিনী বসিয়াছিল, তথায় প্রবিষ্ট হইল।

নিতম্বিনী গোপেশ্বরবাবুর মুখের দিকে কটাক্ষপূর্ণ চাহনিতে চাহিয়া, মৃদু মৃদু হাস্যাধরে কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া বলিল, "এস এস,—একেবারে পরের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাক হইতেছিল, কেন?"

গোপেশ্বর নিতম্বিনীর তদ্রূপ ভাবাবলোকনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"বন্ধু বাড়ী নাই, তাই বাহির হইতেই চলিয়া যাইতেছিলাম।"

"কেন, আমরা কি কেহ নহি?" মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে

এই কথা বলিয়া, গোপেশ্বরের চক্ষুর উপরে চক্ষু সংস্থাপন করিয়া, অপাঙ্গকোণে বৈদ্যুতি বিক্ষেপ করিয়া নিতম্বিনী পান সাজিতে বসিল। গোপেশ্বর দাঁড়াইয়াই থাকিল। পান সাজিয়া কম্পিত হস্তে পান লইয়া, গোপেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া নিতম্বিনী বলিল,—"বন্ধু ; প্রাণ নেবে ?"

"পাননেবে" স্থলে "প্রাণনেবে" নিতম্বিনী ইচ্ছা করিয়াই বলিয়াছে, গোপেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিয়াই গোপেশ্বরের হৃদ্‌পিণ্ডটা অতিদ্রুততর বেগে স্পন্দিত হইল। সে সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিল,—"কি বলিলে? ও কথা বলা কি ভাল হইয়াছে?"

নিতম্বিনী বলিল,—"কেন, ভাল হয় নাই? তুমি নেবে না? নিতে কি ইচ্ছা হয় না?"

গোপেশ্বরের কপাল ঘামিতে আরম্ভ করিল। সে কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না। কোন বিষয়ই ঠিক করিয়া বুঝিয়া লইতে পারিল না। সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় নিতম্বিনীর নিকট স্পষ্টভাবে শুনিয়া গেল,—নিতম্বিনী তাহার একান্ত প্রণয়ানুরাগিণী।

ইহার পর, আরও চারিপাঁচ দিন কাটিয়া গেল;—গোপেশ্বর কিছু স্থির করিতে পারে না। একদিকে নরহরির নিস্বার্থ হৃদয়-ভরা বন্ধুত্ব;—অপর দিকে নিতম্বিনীর অপ্সরা রূপের জ্বলন্ত আকর্ষণ, রমণীর মুখে তাহার ভালবাসার কথা—কোন্ ব্যক্তি আত্ম সংযমে সমর্থ হয়? সামান্য দোকানদার—অশিক্ষিত গোপেশ্বর কোন ছার! চারি পাঁচ দিন গোপেশ্বর এই দোটানায় হাবুডুবু খাইয়া শেষ রূপ-বহ্নিতে দগ্ধ হইল,—নিতম্বিনীর

রূপের আগুণে আত্মদান করিতে সংকল্প করিল, দুই এক দিন মধ্যেই সে নরহরির বন্ধুত্ব পদদলিত করিয়া, তাহার স্ত্রীর প্রণয়ী হইয়া পড়িল।

প্রথম প্রথম নিতম্বিনী ভাবিত,—প্রাণের ঝোঁকে, যৌবনের উচ্ছ্বাসে কাজটা ভাল করি নাই। আবার ভাবিত—তাতে কি হয়? নরহরির বাহুতে বল আছে—সে বল প্রয়োগে আপন সুখ আপনি করিয়া লইয়াছে,—আমার দেহে রূপ আছে, আমি কেন আপন সুখ আপনি করিয়া লইব না?

পাপ কথা গোপন থাকে না,—প্রথমে সন্দেহ, তৎপরে নরহরি স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিল, তাহার বন্ধু গোপেশ্বর, ও স্ত্রী নিতম্বিনী তাহার নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছে;—তাহার সুখের সংসারে আগুণ জ্বালিয়াছে। এতকাল ধরিয়া যে নিতম্বিনীর জন্য সে বনে জঙ্গলে, রৌদ্রে জলে, পুড়িয়া-ভিজিয়া মরিয়াছে,—সে নিতম্বিনী তাহাকে ভালবাসে না। যে বন্ধু গোপেশ্বরকে সে কত যত্ন, কত আদর করিয়াছে—যাহার উন্নতির জন্য সে অকপটে স্বার্থ নষ্ট করিয়াছে, সে তাহার বুকে ছুরি মারিয়াছে।

নরহরির দেহ শীর্ণ, হৃদয় শূন্য, সংসার অসার বোধ হইল। একদিন সন্ধ্যার পরে নিতম্বিনীকে ডাকিয়া নরহরি উদাস দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"নিতম্বিনী; তুমি কি আমাকে ভুলিয়াছ?"

নিতম্বিনী। সে কি কথা?

নরহরি। তবে পাপাচরণ করিতেছ কেন?

নিতম্বিনী। আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।

নরহরি। রাক্ষসি;—এখনও তোমার কণ্ঠে সেই মধুর কথা, এখনও তোমার অধরে সেই শোভা! কিন্তু—

নিতম্বিনী। কিন্তু কি প্রিয়তম?

নরহরি। তোমার হৃদয় পাপে পূর্ণ হইয়াছে।

নিতম্বিনী। কি হইয়াছে?

নরহরি। পাপাশয়ে;—কি হইয়াছে জান না? এখনও ছলনা।

নিতম্বিনী। আমি কিছুই বুঝিতে পরিতেছি না।

নরহরি। দেখ, নিতম্বিনী;—আর মিথ্যা বলিও না। আমি সব জানিয়াছি—সব শুনিয়াছি। তুমি আমার নিকটে সত্য বল। তোমার নিকটে আসল কথা শুনিয়া আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব।

নিতম্বিনী। কি হইয়াছে—তুমি না বলিলে, আমি তাহার কি উত্তর করিব?

নরহরি। গোপেশ্বরকে ভালবাসিয়াছ।

নিতম্বিনী। মিছে কথা;—

নরহরি। নিশ্চয় সত্য।

নিতম্বিনী। এ সর্ব্বনেশে কথা তোমায় কে বলিল?

নরহরি। আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি।

নিতম্বিনী। তুমি ভুল বুঝিয়াছ।

নরহরি। নিজে চক্ষুতে দেখিয়াছি।

নিতম্বিনী। তোমার বন্ধু বলিয়া, হয়ত কখনও আদর করিয়াছি—তাহাতেই তুমি হয়ত দোষ ভাবিয়াছ।

নরহরি। না, নিতম্বিনী, আমি তত অবুঝ নহি।

নিতম্বিনী। মিথ্যাকে সত্য করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিও না।

নরহরি। শোন নিতম্বিনী,—আমার বাহুতে যেমন মানুষ মারার বল আছে, তেমনি একটু বুদ্ধিও আছে;—মাঠে খাটি বলিয়া একেবারে চাষা ভাবিও না। তবে তোমাতে কিছু অধিক মাত্রায় মজিয়াছি বলিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে তোমাকে এবং গোপেশ্বরকে এই দণ্ডেই মশার মত টীপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু—তোমাকে মারিয়া ফেলিলে, আমি বুঝি বাঁচিব না—আ'জ হইতে তোমার সহিত আমার স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ দূর হইল। তবে তুমি সমান আদরেই আমার বাড়ীতেই থাকিবে—আমি তোমায় না দেখিলে বাঁচিব না। আর গোপেশ্বর—নরাধম গোপেশ্বর যদি পুনরায় তোমার দিকে চাহে বা তোমায় আশা করে, তাহাকে টীপিয়া মারিয়া ফেলিব।

নিতম্বিনী। তাহার কোন দোষ নাই।

নরহরি। পিশাচী;—সে আমি জানি বলিয়াই, তাহাকে এখনও মরজগতের মুখ দেখিতে হইতেছে।

এই কথা বলিয়া, নরহরি অতি দ্রুতপদে তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল। নিতম্বিনী সেই স্থলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে তাহার দেহ আবৃত করিয়া ফেলিল। একজন দাসী আসিয়া নিতম্বিনীকে লইয়া একটা গৃহে গমন করিল। কিন্তু সে রাত্রি নিতম্বিনী কিছুই আহার করে নাই, বা সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটু মাত্রও নিদ্রা যায় নাই।

ইহার আটদশ দিন পরে, একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া নরহরি শুনিতে পাইল, পাখী শিকল কাটিয়াছে,—নিতম্বিনী-পক্ষিণী তাহার গৃহ-দাঁড়ের শিকল কাটিয়া যথোপ্সিত স্থানে উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

নরহরি নিতম্বিনীকে প্রাণের অধিকও ভালবাসিত,—তাহার অদর্শনে সে মনে মনে বড়ই ব্যথা অনুভব করিল। অবশেষে আর এক ভাবনা তাহার মনোমধ্যে সমুদিত হইল। তাহার ধন রত্নগুলি যেখানে প্রোথিত ছিল, নিতম্বিনী তাহা জানিত,—সেগুলি লইয়াত পলায়ন করে নাই? সে তাড়াতাড়ি বাটীর মধ্যে যে কুঠারীতে সেগুলি প্রোথিত ছিল, তথায় গমন করিল।

একটা অন্ধকার কুঠারীর মধ্যস্থলে একটা গর্ত্ত—তাহার মধ্যে একটা পিতলের কলসীতে ধনরত্ন পূর্ণ করিয়া রাখিয়া, তাহার উপরে টালি দিয়া সাজান ছিল। নরহরি টালিগুলা, সরাইয়া যেমন উপুড় হইয়া ঘড়াটা দেখিতে গিয়াছে—অমনি একটা কিসের আঘাত তাহার কপালে লাগিয়া, জলের মত একটা পদার্থ তাহার চোখে মুখে কপালে আসিয়া লাগিল—তাহাতে আগুণে পোড়ার মত চোখ, মুখ, কপাল জ্বলিয়া উঠিল। নরহরি চীৎকার করিয়া উঠিল,—দাসদাসীগণ ছুটিয়া আসিল, তাহারা নরহরির শুশ্রূষা করিল ও তদাজ্ঞায় অনুসন্ধান করিয়া বলিল,—"এখানে কোন ঘড়াবা ধনরত্ন কিছুই নাই—একখানা বাঁশের ধনুক আর একটা জলপূর্ণ ঘটী রহিয়াছে—ঐ জলেই বোধ হয়, কোন পদার্থ মিশ্রিত আছে এবং ধনুকে টান দিয়া শরযোজনা করা ছিল—আপনার মাথায় লাগিয়া, তীর ছিট্‌কাইয়া—কৌশলে রক্ষিত জল আপনার মুখে চোখে লাগিয়া এই যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। নরহরি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"বুঝিয়াছি, এ সকলই সেই পিশাচীর কার্য্য, সন্দেহ নাই।"

দশম পরিচ্ছেদ।

অন্ধের যষ্টি।

সৌধকিরীটিনী মুর্শিদাবাদ নগরীর পূর্ব্বপ্রান্তে রাজরাস্তার ধারে একটা কাষ্ঠের আড়ত। আড়তের অনেকগুলা বড় বড় কাষ্ঠ রাস্তারধারে পড়িয়া থাকিত,—সেই পতিত কাষ্ঠের উপরে একজন অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষার্থে বসিয়া থাকিত এবং পথিকের পায়ের শব্দ পাইলে, করুণ-কণ্ঠে ভিক্ষাপ্রার্থী হইত। দয়াবান পথিকগণ অবশ্য এক আধটা পয়সা তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন। অনেক উন্নত-প্রণালী ধর্ম্মান্বিতহৃদয়-ব্যক্তি তাহার কর্ম্মফলে কষ্ট পাইতেছে—তাহাকে দয়া করিলে, ঈশ্বরের বিধিতে হস্তক্ষেপ করা হয় বলিয়া, নীরবে চলিয়া যাইতেন,—অনেকে তাহাকে উপহাসও করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া অন্ধ যাহা পাইত, তাহা লইয়া গ্রামোপান্তে তাহার কুঁড়ে ঘরে লইয়া গিয়া, সন্ধ্যার পরে সামান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আহার করিত। সংসারে তাহার আর কেহই ছিল না,—সুতরাং অনাহার তাহার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিত না। যেদিন যেমন ভিক্ষা পাইত, সেদিন সেইরূপ পরিমাণে আহার্য্য ক্রয় করিয়া লইয়া গৃহে ফিরিত, এবং তাহাই আহার করিয়া রাত্রিযাপন করিত। তাহার ভিক্ষালব্ধ অর্থের সংখ্যা এত সামান্য হইত যে, তদ্দারা তাহার পূর্ণো-

ক্ষুধোপযোগী কদর্য্য আহারও জুটিত না। তাহার কারণ, সে গৃহস্থগণের বাড়ীতে গিয়া ভিক্ষা করিতে পারিত না,—সে অন্ধ, কাহারও বাড়ী যাওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই সে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া যাহা পাইত,—তাহাতে কোন প্রকারে জীবনধারণ করিত।

মাঘ মাস,—বৈকালবেলা হইতেই উত্তরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে, শীতে জীবগণ থরথর কাঁপিতে লাগিল। জল জমিয়া বরফ হইয়া উঠিতে লাগিল। অন্ধ ভিখারী সেদিন মাত্র তিনটি পয়সা ভিক্ষা পাইয়াছিল,—কিন্তু শীতে সে আর দাঁড়াইতে পারে না। আড়তের মালিকের নিকটে এক ঝুড়ি কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চলা চাহিয়া লইয়া এবং ভিক্ষালব্ধ তিন পয়সার মুড়ি মুড়্কী কিনিয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ তাহার ক্ষুদ্র জীর্ণ কুঁড়ের গমন করিল।

সেদিন এমন শীত যে, সকলেই বলিতেছিল,—এমন শীত কেহ কখনও দেখে নাই। দেখুক আর নাই দেখুক—অনেকদিন এমন শীত পড়ে নাই। অন্ধ ভিখারীর গাত্রবস্ত্রাদি কিছুই নাই—সে সেই কাষ্ঠগুলিতে আগুণ জ্বালিয়া গৃহমধ্যে বসিয়া, তাহারই উত্তাপে দেহরক্ষা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে এমামবাড়ীর পিটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল। বাহিরে শন্ শন্ করিয়া শীতের বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। বৃক্ষ-পত্র-কুঞ্জে নীরবে পক্ষীকুল শীতে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল। পথিকগণ গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিয়াছে—প্রকৃতি নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁটিও ঝিঁ করিতেছে না। অন্ধ ভিখারী, তাহার ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরমধ্যে অগ্নির নিকটে বসিয়া—বসিয়া বসিয়া রাত্রি জাগরণ করিতেছে। সহসা

অন্ধের কুটীরের দাওয়ায় ধপ্ করিয়া যেন কোন গুরুবস্তু পতনের শব্দ হইল। অন্ধ উৎকর্ণ হইল—আরও দুই একবার মৃদু শব্দ অনুভূত হইল। অন্ধ দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইল,—বাহির হইতেই সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, একটা মানুষের গায়ে তাহার পা ঠেকিয়াছে। সে বসিয়া পড়িয়া, তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল। একেবারে যেন বরফখণ্ড! অন্ধ ভিখারী বুঝিতে পারিল, সে দেহটি কোন বয়স্কা কিশোরীর কমনীয় দেহ। কিন্তু সে জীবিত, কি মৃত, তাহা ভিখারী বুঝিতে পারিল না—কিন্তু যে প্রকার শীতল, তাহাতে সে যে জীবিত আছে, বলিয়া ভিখারী ইহা সহজে অনুভব করিতে পারিল না। তবে নিশ্চয়ই যে, সে মরিয়াছে তাহাও বুঝিল না। তখন, সে মেয়েটিকে পাথর-কোলা করিয়া লইয়া গৃহমধ্যে গমন করিল, এবং আগুনের পার্শ্বে ফেলিয়া তাহার উত্তাপে রাখিয়া গায়ে তাপ দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, কিশোরী ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—"উঃ! কি শীত!"

ভিখারী জিজ্ঞাসা করিল,—"মা; কে তুমি?"

কিশোরীর যেন তখন বেশ জ্ঞান হইল। সে, উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমি কোথায়?"

ভিখারী। তুমি কে?

কিশোরী। আমি এ কোথায়?

ভিখারী। দরিদ্র অন্ধ ভিখারীর জীর্ণ-দীর্ণ ভগ্ন কুঁড়ের মধ্যে। এখন, বল তুমি কে?

কিশোরী। আমি শীতে মরিয়া যাইতেছিলাম।

ভিখারী। তাহা বুঝিয়াই শীত নিবারণের জন্য ডাল

স্থানেই আসিয়াছ। আমি, মা সারারাত্রি আগুণের কাছে বসিয়া জাগিয়া কাটাই।

কিশোরী। আমিও তাহাই কাটাইব। আমি বন হইতে অনেক কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া রাখিব। তাহা হইলে আমাদের আর কোন কষ্ট হইবে না।

ভিখারী। তুমি কে?

কিশোরী। আমি তোমার মেয়ে। যদি আমাকে মেয়ে ব'লে অভয় দাও—আর প্রতিপালন কর, আমি সমস্ত পরিচয় দিব।

ভিখারী। মেয়ে বলিয়া অভয় দিতেছি—কিন্তু প্রতিপালনের ভার নিতে পারি না মা;—আমি অন্ধ ভিখারী, আমার পেটেই—পেট পুরিয়া—কিছু পড়ে না।

কিশোরী। তোমায় আমায় দু'জনে ভিক্ষা করিব। আমি তোমার হাত ধরিয়া, বড়লোকের বাড়ী বাড়ী লইয়া বেড়াইব। তারপরে যা পাইব—বাড়ী আসিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া দু'জনে খাইব।

ভিখারী। আমি তোমার গলার স্বরে, আর ভাবভঙ্গিতে বুঝিতেছি, তুমি এখনও তের চোদ্দ বৎসর বয়স পার হইতে পার নাই। তুমিও কি দুঃখীর সন্তান?

কিশোরী। হ্যাঁ বাবা;—আমি দুঃখীর সন্তান। আমরা মায়ে-ঝিয়ে নানাদুঃখে সংসার করিতেছিলাম, আজ তিন মাস হইল মার মৃত্যু হইয়াছে।

ভিখারী। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

কিশোরী। সে অনেক দূর—কোটালপাড়া।

ভিখারী। এখানে আসিলে কি প্রকারে?

কিশোরী। আমাকে লোকে ধরিয়া আনিয়া বেশ্যাদের নিকট

বিক্রয় করিয়াছিল। আমি তাহাদের সেই ঘৃণিতকার্য্যে স্বীকৃত না হওয়ায়, আমাকে অনেক প্রকারে প্রলোভন দেখাইয়াছিল, তাহাতেও স্বীকৃত না হওয়ায়, শেষে মারধর করিয়াছিল—অবশেষে তাহাতে বশীভূত করিতে না পারায়, আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। আমি আজি প্রায় সাত আট দিন হইল, সেখান হইতে বাহির হইয়া পথে পথে বড় কষ্ট পাইয়া বেড়াইতেছি।

ভিখারী। তাহারা তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, না তুমি আপনি পলাইয়া আসিয়াছ?

কিশোরী। আমায় তাড়াইয়া দিয়াছে।

ভিখারী। তোমার নাম কি?

কিশোরী। আমার নাম জ্ঞানদা।

ভিখারী। তবে তুমি আমার কাছেই থাক,—আমি তোমাকে কন্যার মত প্রতিপালন করিব। কিন্তু—

জ্ঞানদা। কিন্তু কি বাবা?

ভিখারী। কিন্তু জ্ঞানদা—আমার কাছে থাকিয়া কেবলই কষ্ট পাইবে। আমি দীন হীন অন্ধ।

জ্ঞানদা। তা হোক—আমি দুঃখীর মেয়ে, দুঃখ সহিতে পারিব।

ভিখারী। আমি ভিক্ষা করিয়া খাই—তুমিও কি তাহাই করিবে?

জ্ঞানদা। তোমার হাত ধরিয়া, আমি বড়লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিব—যা পাই আমি রাঁধিব—দুইজনে তাই খাইব।

ভিখারী অন্ধের চক্ষু দিয়া জলস্রোত বহিল। জীর্ণ ময়লাসিক্ত বসনে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,—"মা! তবে তাহাই থাক। তুমি আমার অন্ধের যষ্টি হইয়া, আমার ঘরে থাক। ভগবান বুঝি, আমার ব্যথার ব্যথী হইয়া মাতৃরূপা তোমাকে আমার কুটীরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।
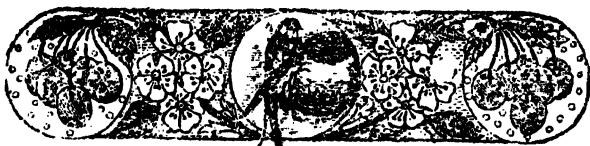
একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:-

কথার আভাস।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া—জ্ঞানদা অন্ধের হস্তে ধরিয়া যেস্থানে প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম রশ্মিকিরণ পতিত হইয়াছে, তথায় বসাইয়া রাখিয়া—নিজে গৃহের মধ্যে গমন করিল এবং তাহার মুখে পতিত ভ্রমরকৃষ্ণ গঞ্জিত ঝুমরো ঝুমরো চুলগুলা মুখ হইতে সরাইয়া ফেলিয়া, একগাছা ঝাড়ন লইয়া সমস্ত গৃহখানি পরিষ্কার করিল। তৎপরে একটা মাটীর কলসী লইয়া, ঘোষেদের পুকুর হইতে জল লইয়া গৃহখানিতে গোময় দিয়া, হাত-পা-মুখ ধুইয়া, অন্ধের নিকট গিয়া বলিল,—"বেলা হইয়াছে, চল আমরা ভিক্ষায় যাই।"

অন্ধ ভিখারী জিজ্ঞাসা করিল,—"এতক্ষণ তুমি কি করিতেছিলে?"

জ্ঞানদা। গৃহ পরিষ্কার করিতেছিলাম।

অন্ধ। তুমি ছেলেমানুষ—এই শীতে ওসকল কাজ করিবে কেন?"

জ্ঞানদা। আমাদের আর কেহ নাই যে, ওসকল কাজ করিয়া দেবে

তখন অন্ধ ভিখারী বলিল,—"ভিক্ষা করিতে কোথায় যাবে?"

জ্ঞানদা। গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী।

"তবে চল।"—এই কথা বলিয়া, অন্ধ ভিখারী উঠিয়া দাঁড়াইল জ্ঞানদা বলিল, "ভিক্ষার জিনিষ কিসে করিয়া আনিব?"

অন্ধ ভিখারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আরত কিছুই নাই, তবে আমার ঘরে একখানা গামছা আছে।"

জ্ঞানদা গৃহমধ্যে গমন করিয়া সেই গামছাখানা লইয়া আসিল, এবং তাহার চারি কোণ বাঁধিয়া একটা ঝোলার মত প্রস্তুত করিয়া লইয়া বলিল,—"চল, এখন যাই।"

তখন অন্ধের হাত ধরিয়া জ্ঞানদা ভিক্ষার্থে বাহির হইল এবং খানিক রাজপথ ধরিয়া গমন করিয়া গৃহস্থ-পল্লীতে প্রবেশ করিল। একটি কিশোরী একটি অন্ধের হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিতে দ্বারে উপস্থিত—অনেক গৃহস্থ-বধূগণ দয়া করিয়া নিয়-মিত ভিক্ষার পরিমাণ হইতে অনেক অধিক ভিক্ষা দান করিলেন। কয়েক বাড়ী বেড়াইতেই তাহাদিগের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া গেল,—তাহারা ফিরিতেছিল। পার্শ্বে একটা দ্বিতল প্রাসাদ,—প্রাসাদের দ্বারদেশে একটি সুন্দরী যুবতী দণ্ডায়মান ছিলেন,—তিনি অন্ধ ভিখারীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। নির্নিমেষ নয়নে ভিখারীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া, যেন শিহরিয়া উঠিলেন তাড়াতাড়ি বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, একটি পুরুষকে ডাকিয়া আনিলেন,—তখন জ্ঞানদা ও অন্ধভিখারী একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে—যুবতী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন,—যুবকটি একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াই বলিলেন,—"হাঁ ঠিক—এই সেই।"

কিঞ্চিৎ ম্লান মুখে যুবতী বলিল,—"তবে পাছু লাগিয়া দেখ—কোন কিছু করে কি না।"

পুরুষটি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"সে ভয় আর নাই, চোখের মাথা খাইয়াছে।"

যুবতী। উহাকে বিশ্বাস করিতে নাই।

পুরুষ। বৃথা আশঙ্কা।

যুবতী। আচ্ছা—মেয়েটা কে। মেয়েটাকে দেখ্‌তেও মন্দ নয়।

পুরুষ। মেয়েটাকেও কখন দেখি নাই।

যুবতী। তাই বোল্‌ছিলাম—একটু গোপন-সন্ধান নাও, কি অবস্থায়, আর কি ভাবে আছে।

পুরুষ। কোথায় থাকে—আগে জানি।

যুবতী। তার এই সুযোগ।

পুরুষ। কিরূপ?

যুবতী। ওদের পিছু পিছু যাও,—কিন্তু ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও না জান্‌তে পারে—যে তুমি ওদেরই সন্ধানে পিছু পিছু যাচ্ছ—এখন বাসা দেখে এস—তারপরে রাত্রে গিয়ে ওর ব্যাপারটা বুঝে এস;—আরও,—রাত্রেই ওর যত বিদ্যে-বুদ্ধি।

পুরুষটি একটু একটু হাসিতে হাসিতে অন্ধ ভিখারীর পশ্চাদনুসরণ করিল।

এদিকে জ্ঞানদা অন্ধ ভিখারীর হস্ত ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইল। যে চাউলগুলা পাইয়াছিল, তাহা ঘরে রাখিয়া যে কয়টা পয়সা পাইয়াছিল, তাহা লইয়া জ্ঞানদা দোকানে চলিয়া গেল, এবং তথা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়া অন্ধকে তৈল মাখাইয়া জল আনিয়া স্নান করাইয়া দিয়া কিছু খাইতে দিল, এবং আপনি স্নান করিতে

গেল,— স্নান করিয়া আসিয়া রান্না করিয়া ভিখারীকে খাওয়াইয়া নিজে ভোজন করিল।

ভিখারী ভগবানের নিকট জ্ঞানদার মঙ্গল কামনা করিয়া তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিল। জ্ঞানদাও আনন্দমনে অন্ধকে লইয়া সংসার পাতাইল। তাহারা নিত্য ভিক্ষা করিয়া আনে—নিত্য রাঁধে-বাড়ে খায়-দায় থাকে—দিন তাঁহাদের একরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পরে, জ্ঞানদা ও অন্ধ ভিখারী তাহাদের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। কথায় কথায় জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি আজন্মই অন্ধ; না,—কোন কারণে পরে অন্ধ হইয়াছ ?"

অন্ধভিখারী ম্লানমুখে বলিল,"—না, আমি আজন্ম অন্ধ নহি মা,—পরে অন্ধ হইয়াছি।"

জ্ঞানদা। এখনও তোমার বয়স অধিক হয় নাই,—এর মধ্যে কি রোগ হইয়া অন্ধ হইলে ?

ভিখারী। না—রোগে হই নাই।

জ্ঞানদা। তবে কিসে হইলে ?

ভিখারী। সে আর একদিন বলিব—অত্যন্ত গোপনীয় কথা।

জ্ঞানদা। আজিওত এখানে কেহ নাই,—তোমার কথা শুনিতে বড়ই বাসনা হইতেছে।

ভিখারী। আজি আর না,—একদিন তোমায় বলিব। যদি পার,—তবে আমি তোমায় একটা সন্ধানের কথা বলিয়া দিব—করিতে পারিলে, আমাদের এ দুঃখের দিন ঘুচিয়া যাইতে

পারিবে। আমাদের দুঃখ-কষ্টের দিন অবসান হইবে। আমাদিগকে আর ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে না।

জ্ঞানদা কি সে কাজ বাবা?

ভিখারী। আমিত বলিলাম—আজি আর বলিব না এখনও আমার সন্ধানের একটু বাকি আছে।

জ্ঞানদা। যদি আজি বলিলে না—তবে আর আমার শুনা হইল না—কিন্তু শুনিতে বড়ই বাসনা হইতেছিল,—তা যে দিন বলিবে, সেই দিনই শুনিব।

ভিখারী। আর বড় বেশি দিন নাই,—খুব শীঘ্রই সকল কথা তোমাক বলিতে পারিব।

জ্ঞানদা। তোমার পায়ের সে বেদনাটা কেমন আছে?

ভিখারী। আজি আরও একটু বৃদ্ধি হ'য়েছে।

জ্ঞানদা। সকালেই তোমাকে বলিলাম—তুমি আজ আর ভিক্ষায় যেওনা। যদি সমস্ত দুপুর ঘুরে ঘুরে না বেড়াতে, অসুখ বাড়িত না।

ভিখারী। মা,—সে দিন কি আমার আছে যে, ভিক্ষায় ন বেরুলে আমার দিন চ'ল্‌তে পারবে?

জ্ঞানদা। কেন, আমি একা গিয়েই ভিক্ষা কোরে আন্‌তেম।

ভিখারী। তুমি আমার অন্ধের যষ্টি—আমি কি তোমাকে একা কোথাও যেতে দিতে পারি!

জ্ঞানদা। তার ভয় কি? আমরা ভিখারী—আমাদের কাছেত আর টাকা কড়ি নাই যে, তাই লোকে কেড়ে নেবে?

ভিখারী। তবু মা, ভিখারীর শত্রু পায় পায়।

অতঃপর উভয়ে গৃহমধ্যে গমন করিল। তাহারা শুনিতে পাইল, তাহাদের বাড়ীর অপর প্রান্তস্থ কলাগাছগুলার মধ্য হইতে একজন মানুষ যেন হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। জ্ঞানদা বলিল,—"একটা মানুষ চলিয়া গেল, বোধ হইল না?"

অন্ধভিখারী বলিল,—"মানুষটা বোধ হয়, কোন কু-মতলবে আসিয়া ছিল, বলিয়া বোধ হইল। আরও বোধ হইল, লোকটা ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল।"

জ্ঞানদা। আমার বোধহয়, কেহ চুরি করিয়া কলা কাটিয়া লইতে আসিয়া ছিল।

ভিখারী। হইতে পারে।

উভয়ে নিস্তব্ধ হইল! জ্ঞানদা উভয়ের আহারীয় ভাগ করিয়া লইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হাজতে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জ্ঞানদা বলিল, "বাবা ;—আজি আর তুমি ভিক্ষায় যাইতে পারিবে না। তোমার পায়ের বেদনা বড় বাড়িয়াছে।"

ভিখারী বলিল,—"তুমি একেলা কোথায় যাইবে মা ? আমি তোমাকে একাকী এই নগর-মধ্যে পাঠাইতে পারিব না।"

জ্ঞানদা। আমিত আর খুকীমেয়ে নই যে, আমার জন্য তোমার ভয়! আমি দু' চা'র বাড়ী ঘুরিয়া যাহা পাই,—লইয়া আসি,—ঘরেওত কিছু সঞ্চয় নাই।

বৃদ্ধ। সাবধান,—অধিক দূরে যাইও না। দু' চার বাড়ী ঘুরিয়া যাহা পাও—লইয়া আসিও,—না হয়, আধপেটা করিয়া খাইব।

তখন জ্ঞানদা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। পথে গিয়া সে মনে মনে স্থির করিল, সেদিন যে বাড়ীতে গেলে, গৃহস্বামিনী বলিয়াছিল,—অভাবে পড়িলে আমার নিকট আসিও, তাঁহারই বাড়ী যাই। যদি তিনি কিছু সাহায্য করেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, জ্ঞানদা দক্ষিণের একটা

পথ ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেল,—এবং একটা সুন্দর বাড়ীর সন্নিকটস্থ হইয়া, একবার উৰ্দ্ধমুখে তাহার দ্বারের উৰ্দ্ধদেশে চাহিয়া দেখিল,—বোধ হয়, বাড়ীটি চিনিবার জন্য তাহার কোন প্রকার নিদর্শন ছিল। চাহিয়া দেখিয়া, জ্ঞানদা ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং করুণ-কাতর-কণ্ঠে ডাকিল,—"মা; ঘরে আছ গো?"

একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী গৃহমধ্য হইতে চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"এসেছিস্?"

জ্ঞানদা। হাঁ, মা!—আজ আমার বাবার অসুখ করিয়াছে; তাই আমি একা বাহির হইয়াছি। আজ ঘরে আমাদের খাবার কিছু নাই।

গৃহিণী। তা বেশ হইয়াছে,—আয়, আয়।

জ্ঞানদা রকের কিনারায় বসিয়া পড়িল। গৃহিণী বাহির হইয়া আসিয়া, তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করিল। ভিক্ষা প্রচুর—একটি ঝোলা চাউল, লবণ, দাইল এবং কয়েকটি পয়সা। জ্ঞানদা প্রসন্ন-মুখে তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। তাহার মনে প্রচুর আনন্দ—সে এতগুলি জিনিষ তাহার আশ্রয়দাতা পিতৃকল্প অন্ধের হাতে দিয়া সে যে, কি সুখ অনুভব করিবে, তাহা বুঝি সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। জ্ঞানদা দ্রুতপদে নিজেদের সেই জীর্ণ কুটীরে গিয়া পঁহুছিল,—এবং অন্ধকে সমস্ত সংবাদ বলিয়া, ভিক্ষালব্ধ ততটি দ্রব্য দেখিয়া, সে ঝুলি সহিত দ্রব্যগুলি গৃহমধ্যে সাবধানে রাখিয়া স্নান করিতে গমন করিল। জ্ঞানদার সেদিন বড় আনন্দ বৃদ্ধের মনেও আনন্দ—এই নিরাতিশয় দুৰ্দ্দিনে জ্ঞানদা, তাহার অন্ধের যষ্টি—জ্ঞানদা তাহার জীবন মরুভূমের ওয়েসিস্,—জ্ঞানদা

তাহার ব্যথিত হৃদয়ের ভগবানের করুণার ধারা! অন্ধ ও জ্ঞানদা উভয়ে উভয়কে পাইয়া সুখী হইয়াছিল। দুইটি বিপন্ন হৃদয় একত্র হইয়া, দুঃখের কুহেলিকার মধ্যে যেন সুখ-সূর্য্যের একটু ক্ষীণ রশ্মি-কণা দেখিতে পাইয়াছিল।

কিন্তু অদৃষ্ট, বিশ্বরহস্যের অজ্ঞাত নিয়মানুসারে, আবার তাহাদের প্রতি দ্রষ্টব্যে বিমুখ হইল। জ্ঞানদা সরোবর হইতে স্নান করিয়া, অন্ধকে সকাল সকাল ভাল করিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইবে, এই আনন্দে আসিয়া কেবল উঠানে দাঁড়াইয়াছে,—এমন সময় কতকগুলি পুলিসকর্ম্মচারী আসিয়া, তাহার বাড়ী জুড়িয়া দাঁড়াইল। যে বাড়ী হইতে জ্ঞানদা ভিক্ষা লইয়া আসিয়াছিল, সেই গৃহ-স্বামিনীর নাকি মূল্যবান একটি অঙ্গুরী চুরি গিয়াছে এবং তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে পুলিস আসিয়া জ্ঞানদাকে ধরিল ও তাহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে অভিযোগের উল্লিখিত অপহৃত অঙ্গুরী বাহির করিয়া ফেলিল। চুরির প্রত্যক্ষ প্রমাণে পুলিস জ্ঞানদাকে অন্ধের আশ্রয় হইতে তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়া গেল। অন্ধ আবার যে একাকী, সেই একাকী হইয়া, আঁধার চক্ষে আরও ভয়াবহ অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

এইদিন হইতে অকস্মাৎ অন্ধও অদৃশ্য হইল। কেহই আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। অন্ধ ভিখারী এইরূপে গা ঢাকা দিলে, চুরির সন্দেহ যাইয়া তাহার উপরেও গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কোথায় আছে, জ্ঞানদা সম্ভবতঃ তাহা জানিতে পারে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, জ্ঞানদাকে বিচারকের সম্মুখে আনয়ন করা হইল।

অশ্রুমুখী জ্ঞানদার দিকে চাহিয়া বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অন্ধ ভিখারী কোথায় গিয়াছে, জান?"

"সে নাই।" তাহার মৃত্যু হইয়াছে এই কথা বলিয়া জ্ঞানদা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জ্ঞানদা তিনদিন অবধি হাজতে আবদ্ধ। বাহিরের কোন সংবাদ তাহার নিকট পঁহুছে নাই। অথচ সে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছে, যে অন্ধ ভিখারীর মৃত্যু হইয়াছে। কেবল যে, সে মুখেই একথা বলিতেছে, তাহা নহে;—বলিতে বলিতে প্রকৃতই পিতৃহীনা বালিকার ন্যায় আকুল প্রাণে কাঁদিতেছে। ইহাতে বিচারক প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

বিচারক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অন্ধ ভিখারী মরিয়া গিয়াছে, একথা তোমায় কে বলিল ?"

জ্ঞানদা। কেহ বলে নাই।

বিচারক। তবে তুমি জানিলে কি প্রকারে ?

জ্ঞানদা। আমি দেখিয়াছি।

বিচারক। কি দেখিয়াছ ?

জ্ঞানদা। তাহাকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি।

বিচারক। তুমিত আজি তিনদিন হাজতে আবদ্ধ আছ,—কোথাও যাইতে পাও নাই,—তবে দেখিলে কি প্রকারে ?

জ্ঞানদা। আমি প্রকৃতই দেখিয়াছি।

বিচারক। আমি তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, ভাল করিয়া বল দেখি ?

জ্ঞানদা। ভাল করিয়া কি বুঝাইব,—আমি তাহা পারিব না। তবে ইহা নিশ্চয় সত্য কথা যে, আমি অন্ধ ভিখারীকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি।

বিচারক। কোন্ সময়ে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে ?

জ্ঞানদা। যেদিন আমাকে ধরিয়া আনা হয়,—সেই দিনই রাত্রে।

বিচারক। কিরূপে তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়?

জ্ঞানদা। তাহারা তাহাকে ছুরিকার আঘাতে মারিয়াছে।

বিচারক ক্রমে অধিকতর বিস্মৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি তখন কোথায় ছিলে?"

জ্ঞানদা। আমি তা জানি না,—তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি।

বিচারক প্রকৃতই বড় গোলযোগের মধ্যে পতিত হইলেন। তিনি যেন একটা প্রকাণ্ড ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। জ্ঞানদা যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কথা বলিতেছে, তাহাতে তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। অথচ কথাগুলি এমনই অসম্ভব ও অলৌকিক যে, উহাতে কিছুতেই আস্থা সংস্থাপন করা যাইতে পারে না। তখন বিচারক সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্ঞানদা হয় উন্মাদ হইয়াছে,—আর না হয়, উন্মাদের ভাণ করিয়া চুরির অপরাধ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর বিচারক অন্ধভিখারীর কথা পরিত্যাগ করতঃ চুরি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বিচারক। সে কথা থাক,—"তুমি কি চুরি করিয়াছ?"

জ্ঞানদা ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"ছি! ছি! আমি চুরি করিব কেন?"

বিচারক। তবে তোমার নিকট চুরি যাওয়া অঙ্গুরী পাওয়া গেল কেন?

জ্ঞানদা। তা আমি জানি না।

বিচারক। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তোমার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যেইত তাহা পাওয়া গিয়াছে;—সেদিন সকালে তুমিইত ঐ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলে?

জ্ঞানদা। হাঁ,—গিয়াছিলাম সত্য। বোধ হয়, গৃহস্বামিনী ভুলক্রমে—ভুলক্রমেই বা বলি কেন,—ইচ্ছাক্রমে চাউলের সঙ্গে উহা আমার অসাক্ষাতে আমার ঝুলির মধ্যে দিয়া থাকিবেন।

বিচারক। অন্ধভিখারী মারা পড়িয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

জ্ঞানদা। অনুমান কি,—আমি চোখে দেখিয়াছি।

বিচারক। সে যদি হত হইত,—তবে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যাইত।

জ্ঞানদা। কেন,—আমাদের বাড়ীর পাশে কলাবাগানের নীচে দিয়া যে নর্দ্দামা গিয়াছে, তার মধ্যেই তাহার মৃতদেহ আছে।

বিচারক। কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে,—তুমি বলিতে পার কি?

জ্ঞানদা। পারিব না কেন?

বিচারক। কে?

জ্ঞানদা। হত্যা করিয়াছে,—একজন পুরুষ। তাহাকে আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।

বিচারক। কেমন করিয়া হত্যা করিল?

জ্ঞানদা। পুলিস আমাকে তাহার নিকট হইতে লইয়া আসিলে, আপন কুটীরে বসিয়া, অনাহারে তিনি সমস্ত দিন রোদন করিয়াছিলেন,—তারপর সন্ধ্যার পরে ঘরের মধ্যে গিয়া নিদ্রিত হয়েন।

বিচারক। তারপরে?

জ্ঞানদা। তারপরে—ঐ পুরুষটি দোর ঠেলিয়া গৃহপ্রবেশ করতঃ একখানা ধূসর রঙ্গের কাপড় অন্ধের গায়ে ফেলিয়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ ছুরির আঘাতে অন্ধকে হত্যা করিয়াছে। ধূসরবর্ণের কাপড়খানি রক্তে ভিজিয়াছিল,—পুরুষটি উহা তুলিয়া লইল না। যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই রহিল,—তৎপরে তাহার সঙ্গেতে আরও দুইজন গৃহপ্রবেশ করিল, এবং সকলে অন্ধের শবদেহ টানিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিচারক দেখিলেন, এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করা সহজ। তিনি তৎক্ষণাৎ কথিত স্থানের নর্দ্দামা খুঁজিয়া দেখিবার নিমিত্ত পুলিস প্রেরণ করিলেন। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, জ্ঞানদা যেরূপ বলিয়াছিল,—ঠিক সেই অবস্থায় ধূসরবর্ণ রক্ত-রঞ্জিত বস্ত্রে মণ্ডিত মৃতদেহ নর্দ্দামা হইতে উত্তোলিত হইল। সে দেহ অন্ধ ভিখারীর।

অন্ধভিখারীর মৃতদেহ পাওয়ার পরে, বিচারক জ্ঞানদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য করিয়া বল দেখি, এ সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে?"

জ্ঞানদা দৃঢ়তাস্বরে বলিল,—"তাহা আমি জানি না। আমি নিজের চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছি,—তাহা বলিয়াছি।"

বিচারক। ভাল,—যে হত্যা করিয়াছে, তাহার নাম বলিতে পার,—তাহাকে তুমি চেন?

জ্ঞানদা। না,—তাহা বলিতে পারি না। তবে এখন যদি তাঁহাকে দেখিতে পাই—তবে চিনিতে পারি। তবে হত্যাকারীর নাম কাল আপনাকে বলিতে পারিব।

বিচারক। কাল কি করিয়া বলিতে পারিবে?

জ্ঞানদা। সে আ'জ্ সব কথা আমায় খুলিয়া বলিবে, বলিয়া গিয়াছে।

বিচারক। সে কে?

জ্ঞানদা। কেন সেই অন্ধভিখারী—নিশ্চয়ই সেই অন্ধ-ভিখারী।

বিচারক জ্ঞানদাকে হাজতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। জ্ঞানদা প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া হাজতে গেল। বিচারক—জ্ঞানদা কোন প্রকারে জানিতে না পারে, এরূপ ভাবে সমস্ত রাত্রি সে কি করে না করে ভাল, করিয়া দেখিবার নিমিত্ত চতুর লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পাহারায় প্রকাশ।

ফাল্গুন মাস ;—নিস্তব্ধ নিশীথ কাল। বসন্তের নির্ম্মল জ্যোৎস্না দিকে দিকে সমুজ্জ্বল। মুর্শিদাবাদের জেলখানায় হতভাগ্য বন্দীগণ চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত—মলয় সমীরণ সেবিত হইয়াও সুখী নহে। তাহারা আহারান্তে জীবনের মরণ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—সর্ব্বত্র নীরব-নিস্তব্ধ। কেবল দূরে দূরে সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া প্রহরীগণ পাহারায় নিযুক্ত।

আর একজন উচ্চপদস্থ সুচতুর পুলিসকর্ম্মচারী,—রুদ্ধশ্বাসে, জেলের একটা প্রকোষ্ঠের বাহিরে একটা জানেলার ধারে বসিয়া আছেন। গৃহমধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল। গৃহমধ্যে একটা ছিন্ন কম্বলের উপরে পড়িয়া বন্দিনী জ্ঞানদা নিদ্রা যাইতেছিল।

পুলিসকর্ম্মচারী সহসা সেই গৃহে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—বিশেষ করিয়া চাহিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সেই পুরুষ-কণ্ঠে ডাকিল,—"জ্ঞানদা জ্ঞানদা—মা ; অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছ ? উঠ মা,—আমি আসিয়াছি।"

জ্ঞানদা সে স্বর শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। চক্ষু কচালিয়া বলিল,—"বাবা;—বাবা;—তুমি এসেছ?"

সেই স্বরে উত্তর হইল,—"হাঁ, মা;—আসিয়াছি। তোমায় কিছু বলিতেই আসিয়াছি। দেখ, প্রতিহিংসা-বিষে আমার বিদেহী আত্মা জ্বলিয়া যাইতেছে। আর সেই প্রতিহিংসার প্রবল আকর্ষণেই আমার ঊর্দ্ধরাজ্যে যাওয়া হইতেছে না।"

জ্ঞানদা। আমাকে কি করিতে হইবে?

স্বর। তুমি সমস্ত কথাগুলি বিচারকের সম্মুখে বলিবে।

জ্ঞানদা। হাঁ বলিব। তোমায় যে হত্যা করিয়াছে,—তাহার নাম কি বাবা?

স্বর। আমি তোমায় সমস্ত কথাই বলিতেছি—শ্রবণ কর।

ইহার পরে কিন্তু পুলিসকর্ম্মচারী আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। তবে জ্ঞানদা এক একবার যে কথা বলিতে লাগিল,—পুলিসকর্ম্মচারী তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সারারাত্রিসমানে জাগিয়া সেখানে পাহারা দিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাগুক্ত ঘটনার আমূল লিখিয়া, সেই নীপি সহ, বালিকা বিচারকের নিকটে প্রেরিত হইল।

আজি আদালত লোকে লোকারণ্য—কেবল দর্শক-গণের ঠেসা-ঠেসি, মিশা-মিশি। কিন্তু এত লোক সমাগম হইলেও সে স্থান নিস্তব্ধ—একটা সূচীপতন হইলেও তাহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। সকলেই আকুল-উদগ্রীব চিত্তে জ্ঞানদার কথা শুনিতে ব্যস্ত।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, অন্ধ ভিখারীকে যে হত্যা করিয়াছে, তাহাকে তুমি জানিয়াছ কি?"

জ্ঞানদা। হাঁ,—সে সকল জানিতে পারিয়াছি।

বিচারক। তাহার নাম কি?

জ্ঞানদা। যাদবেশ্বর।

বিচারক। যাদবেশ্বর কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

জ্ঞানদা। তা জানি না।

বিচারক। ভাল,—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তারই উত্তর দাও।

জ্ঞানদা। হাঁ—জিজ্ঞাসা করুন।

বিচারক। অন্ধভিখারীর মৃত্যুর কারণ কি,—তাহা তুমি অবগত হইতে পারিয়াছ—কি?

জ্ঞানদা। তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইবার কারণ কি—আমি তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি—তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

বিচারক। কি প্রকারে তাঁহার চক্ষু অন্ধ হয়?

জ্ঞানদা। তাহা আমি শুনিতে পাই নাই।

বিচারক। তবে, তাহাই তাহার হত্যার কারণ—ইহা তুমি জানিলে কি প্রকারে?

জ্ঞানদা। তিনি আমাকে তাহাই বলিয়াছেন।

বিচারক। তিনি কে?

জ্ঞানদা। অন্ধ ভিখারী।

বিচারক। তিনি কি বলিয়াছেন?

জ্ঞানদা। তিনি বলিয়াছেন—তুমি যে রাত্রে আমাকে আমার অন্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা কর,—সেই দিন রাত্রে আমাদের বাড়ীর পার্শ্বের কলাবাগান হইতে একটা লোক শুনিয়া যায় যে, সে কথা সময়ে তোমাকে বলিব। আমি সে কথা যাহাতে তোমায় বলিতে

না পারি—সেই উদ্দেশ্যে তোমাকে চোর বলিয়া, হাজতে দিয়া আমাকে হত্যা করিয়াছে।

বিচারক। তাহা হইলে, যাহারা তোমায় চোর বলিয়া হাজতে পাঠাইয়াছে, তাহারই এই হত্যা কাণ্ডে লিপ্ত।

জ্ঞানদা। তিনি তাহাই বলিয়াছেন।

বিচারক তখন পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিলেন,—"যে এই জ্ঞানদাকে চোর বলিয়া ধৃত করাইয়াছে, তাহাকে এবং তাহার সসম্পর্কীয়—বা অনুসন্ধানে যাদবেশ্বর নামে কেহ থাকিলে, তাহাকেও ধৃত করিয়া আদালতে হাজির কর।"

ঊর্দ্ধশ্বাসে পুলিস ছুটিয়া গিয়া সেই গৃহস্বামিনীকে ধৃত করিল, এবং যাদবেশ্বরকে খুঁজিতেই জানিল,—সে সেই গৃহের এবং রমণীর স্বামী।

পুলিস উভয়কেই আনিয়া আদালতে হাজির করিল। তখন বিচারক যাদবেশ্বরও তদীয় পত্নীকে আসামীর কাঠগাড়ায় দাঁড় করাইতে ও জ্ঞানদাকে ফরিয়াদীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে আদেশ করিলেন,—কিন্তু তাঁহার মন একেবারে সংশয় শূন্য নহে। তিনি জ্ঞানদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, অন্ধ ভিখারীকে এই যাদবেশ্বর হত্যা করিয়াছিল?"

জ্ঞানদা। হাঁ,—ইনিই ধূসর বর্ণের কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন,—আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বিচারক যাদবেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেমন, জ্ঞানদা যাহা বলিতেছে,—তাহা সত্য কি?"

যাদবেশ্বর। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—আমি অন্ধভিখারীকে হত্যা করিব কেন?

বিচারক জ্ঞানদার মুখের দিকে চাহিলেন। জ্ঞানদা দৃঢ়তার সহিত বলিল,—"এখনও মিথ্যা কথা। আমি কি সব শুনি নাই—তিনি আমাকে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন। কা'ল তিনি আসিয়াছিলেন,—তিনি বড় কাতর। মুখ পিঙ্গল বর্ণ,—সমস্ত শরীর রক্ত মাখা। তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার শরীরের সমস্ত আঘাত-চিহ্ন আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। এবং তাঁহার সমস্ত দুঃখের কথা বুঝাইয়া বলিয়াছেন।"

যাদবেশ্বর। তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ পীড়াগ্রস্থ হইয়াছ—নতুবা এ সকল কি অদ্ভুত কথা বলিতেছ ?

জ্ঞানদা। আমি তাঁহার কলঙ্ক প্রকাশের ভয়ে আসল কথা বলিতে পারিতেছি না। যদি অপরাধ অস্বীকার কর—কাজেই সমস্ত বলিব।

বিচারক। যাদবেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলেন। যাদবেশ্বর বলিল,—"হুজুর ; উহার সমস্তই পাগলামী। ঐ সকল কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য ? আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন—গরীব প্রজা, মান-সম্ভ্রম লইয়া গৃহে গমন করি।"

বিচাবক বড় বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। তিনি জ্ঞানদাকে বলিলেন,—"কি কথা বলিতে চাহিতেছিলে বল,—যাদবেশ্বর অপরাধ অস্বীকার করিতেছে—অধিকন্তু তোমার কথা গুলা যে, প্রলাপ, তাহাও বলিতেছে।"

দৃপ্তা সিংহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া জ্ঞানদা বলিল,—যাদবেশ্বর এখনও ছল-চাতুরী। ঐ রমণী কি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। উনি অন্ধভিখারীর [illegible] তাঁহাকে গৃহের বাহির করিয়া আনিয়া এখানে ব[illegible] দর্জ্জির দোকান

করিয়া খাইতে—অন্ধভিখারীর টাকাতেই তোমার টাকা! এই কথা তিনি আমায় বলিবেন, শুনিতে পাইয়া, তুমি আর নিতম্বিনী—আমাদের সর্ব্বনাশ করিলে—আমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিয়া, আমাকে হাজতে—আর তাঁহাকে মৃত্যুর কোলে পাঠাইয়া দিলে।"

যাদবেশ্বর ও তদীয় স্ত্রী আদালত কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছুতেই জ্ঞানদার কথিত কোন বিষয়ই স্বীকার করিল না। তখন বিচারক মহাবিপদে পতিত হইলেন,—এই মোকদ্দামা তিনি কোন্ পথে লইয়া যাইবেন, কি প্রকারে ইহার বিচার করিবেন,—ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নহে। সে দিন বিচারকার্য্য স্থগিত রাখিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দর্শকগণের মধ্য হইতে একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—ধর্ম্মাবতার! এই জ্ঞানদাকে যোগ-নিদ্রাগত করিতে পারিলে, সমস্ত বিষয় এখনই অবগত হওয়া যাইতে পারে।"

বিচারক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির পানে চাহিলেন। দেখিলেন, বক্তার পরিধানে গেরুয়া বসন, গলে রুদ্রাক্ষ মালা—মস্তকের কেশগুচ্ছ রুক্ষ। বিচারক বলিলেন,—"আপনার নাম কি?"

সেই ব্যক্তি বলিলেন,—"আমার নাম রুদ্রদাস শর্ম্মা।"

বিচারক। আপনার নিবাস?

রুদ্র। আমার নিবাস ৺কাশীধাম। উত্তর দেশে হিমালয়ে গিয়াছিলাম—এই ভূতাবেশের মোকদ্দমার কথা শুনিয়া, ইহার ফলাফল জানিবার জন্য এই কয়দিন এখানে আছি।

বিচারক। যোগনিদ্রা সম্বন্ধে উপরেই আরোপিত করা

যায়, শুনিয়াছি—তবে কেবলমাত্র ঐ বালিকাকে তাহা করিতে চাহিতেছেন কেন ?

রুদ্র। হাঁ—যোগনিদ্রাগত সকলকেই করা যায়। তবে উহার আত্মা, এখন ঐ বিষয়ের চিন্তাতেই পরিলিপ্ত—শীঘ্র উহার দ্বারা ঐ সংবাদ লাভ করা যাইবে।

বিচারক। ভাল,—কল্য আপনি খাসদরবারে উপস্থিত হইবেন—সেই স্থানে ঐ প্রক্রিয়া করান যাইবে।

অতঃপর সে দিনকার মত বিচারালয় বন্ধ করা হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হিপ্‌নসিস্ বা যোগনিদ্রা।

তৎপর দিবস, খাসদরবারের সুবিস্তৃত প্রাসাদ-মধ্যে বিচারক আসন লইয়াছেন। অগন্য দর্শকবৃন্দ পূর্ব্ব-হইতে আসিয়াই। আসন লইয়াছেন। একখানা সুমসৃণ ও সুবিস্তৃত গালিচা বিচারকের সম্মুখে পাতিত—তদুপরি রুদ্রদাস শর্ম্মা স্থির নেত্রে, প্রশান্ত মনে উপবেশন করিয়া আছেন। এই সময় জ্ঞানদাকে লইয়া, দুইজন প্রহরী তথায় উপস্থিত হইল। বিচারকের আদেশে জ্ঞানদাকে রুদ্রদাস শর্ম্মা যে গালিচায় বসিয়া আছেন, তদুপরি বসিতে অদেশ করা হইল।

রুদ্রদাস শর্ম্মা জ্ঞানদাকে বলিলেন, "মা ;—তুমি স্থিরভাবে আমার নিকটে বস।"

জ্ঞানদা বসিল। রুদ্রদাস বলিলেন,—"তুমি কি অন্ধভিখারীকে পিতার মত ভালবাসিতে, এবং ভক্তি করিতে ?"

জ্ঞানদা। হাঁ,—বাপের মতই ভক্তি করিতাম ও ভাল বাসিতাম।

রুদ্র। তাঁহার বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করিতে থাক,—এখনি তোমার ঘুম আসিবে, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে

পাইবে—তাঁহার সমস্ত কার্য্য-কলাপ জানিতে পারিবে। তিনি আসিয়া তোমায় দেখা দিবেন।

জ্ঞানদা। আমি তাঁহাকে সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকি।

রুদ্রদাস শর্ম্মা, তাঁহার দুই হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রসারণ করিয়া, জ্ঞানদার মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ড দিয়া, নিতম্ব-দেশ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ টানিয়া আনিতে লাগিলেন,—কিন্তু এমন ভাবে টানিতে লাগিলেন,—যাহাতে তাঁহার হস্তজ্ঞানদার গায়ের অতি নিকট দিয়া যায়,—অথচ স্পর্শ না হয়। অতি অল্পক্ষণ মধ্যে জ্ঞানদা সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন বিচারকের অনুজ্ঞা লইয়া, রুদ্রদাস শর্ম্মা ঘুমন্ত জ্ঞানদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি দেখিতেছ ?"

জ্ঞানদা। অন্ধভিখারীকে দেখিতেছি।

রুদ্র। তুমি কি এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার ?

জ্ঞানদা। কেন পারিব না ? আমিত এখন স্বাধীন—জড় হইতে অনেকটা স্বাধীন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির মোটা ভাগের অতীত—কেবল তন্মাত্রে অবস্থিত। আমার গতি এখন অপ্রতিহত।

রুদ্র। অন্ধভিখারীর পূর্ব্বে যেখানে বাড়ী ছিল—সেখানে যাইতে পার ?

জ্ঞানদা। তিনি আমার নিকট আসিয়াছেন—আমরা উভয়েই এখন বিদেহী। আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে—বলুন না ?

রুদ্র। যাদবেশ্বরের স্ত্রীর সহিত অন্ধভিখারীর কি সম্বন্ধ ?

জ্ঞানদা। এবারকার পার্থিবজীবনে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ছিল।

রুদ্র। ইহাদের বাড়ী ছিল কোথায় ?

জ্ঞানদা। ফরিদপুর জেলার সাগরগাঁয়ে।

রুদ্র। যাদবেশ্বরের স্ত্রী সেখানকার কার মেয়ে?

জ্ঞানদা। পদ্মলোচন বিশ্বাসের।

রুদ্র। অন্ধভিখারী যখন উহাকে বিবাহ করিয়াছিল—তখন ঐ রমণীর কি নাম ছিল?

জ্ঞানদা। নিতম্বিনী।

রুদ্র। অন্ধভিখারীর কি নাম ছিল?

জ্ঞানদা। নরহরি।

রুদ্র। নরহরি ও নিতম্বিনীর বিবাহ কি সাগরগাঁয়েই সম্পন্ন হইয়াছিল?

জ্ঞানদা। না, নিতম্বিনীকে সুবেদারের লোকে হরণ করিয়া লইয়া যায়—নরহরিকেও কয়েদ করিয়া রাখে। তারপরে নরহরি ডাকাতের দল সৃষ্টি করিয়া, সুবেদারের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া উহাকে উদ্ধার করে—ও মুর্শিদাবাদ জেলার রসুনপুর গ্রামে আসিয়া নরহরি—নিতম্বিনীকে বিবাহ করত সেইখানে বস-বাস করিতেছিল।

রুদ্র। তারপরে যাদবেশ্বরের স্ত্রী হইল কেন?

জ্ঞানদা। স্ত্রী নহে—উপপত্নী। গোপেশ্বরের সহিত উহার অবৈধ প্রণয় হয়—নরহরি তাহা জানিতে পারিয়া, তিরস্কার করে—সেই তিরস্কারের ফলে নরহরির গুপ্তধন লইয়া গোপেশ্বরের সহিত পলাইয়া আসে।

রুদ্র। গোপেশ্বর কে?

জ্ঞানদা। যাহাকে আপনারা যাদবেশ্বর বলিতেছেন, উহা উহার মিথ্যা নাম—আসল নাম গোপেশ্বর।

রুদ্র। নরহরি অন্ধ হইল কি প্রকারে ?

জ্ঞানদা। গোপেশ্বরের পরামর্শে যেখানে নরহরির গুপ্তধন প্রোথিত ছিল. সেইস্থানে একটা বিষাক্ত জল কৌশলে রাখিয়া, আসে, নরহরি গুপ্তধনের সন্ধান করিতে গিয়া, সেই জলে দগ্ধ হয়—ও তাহার ফলে চক্ষু দুইটি যায়।

রুদ্র। তুমি যে সকল কথা বলিলে,—অনুসন্ধানে সমস্তই জানা যাইবে ?

জ্ঞানদা। কেন যাইবে না ? আপনি বিচারকমহাশয়কে বলিয়া, যাহাতে এ সকল বিষয়ের তদন্ত হইয়া দোষী দণ্ড পায়—তাহা করিতে অনুরোধ করুন। দোষী দণ্ড পাইলে, নরহরির আত্মার ঊর্দ্ধগতি হইবে।

রুদ্র। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

জ্ঞানদা। কি বলুন ?

রুদ্র। জগতে মানুষের সুখদুঃখ বা যাহা কিছু ঘটে—তাহার সহিত একটা কর্ম্মফলের অতি সূক্ষ্মসবন্ধ সূত্র সংলগ্ন থাকে। নরহরি যে, এইরূপ দুঃখে কষ্টে কাটাইল—এবং শেষে স্ত্রীর উপপতির হস্তে অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল,—তাহার কি কর্ম্মসূত্র ছিল না ?

জ্ঞানদা। ছিল বৈ কি ! কিন্তু কর্ম্মসূত্র একজন্মের হয় না, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া চলে। তবে পুরুষকারে ইহার গতি ফিরিয়া যায় বটে।

রুদ্র। কোন্ জন্মে কি ছিল ?

জ্ঞানদা। পূর্ব্বজন্মে নরহরি একজন চরিত্রহীন বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি ছিল ; রূপে গুণে সে সহজে বেশ্যাদিগের মন হরণ করিতে পারিত।

ঢাকাসহরে রাণী নামে এই নিতম্বিনী ইহার পূর্ব্বজন্মে ধনী বেশ্যা ছিল। ক্রমে উভয়ের গুপ্ত ভালবাসা জন্মে। গোপেশ্বর কোন বিখ্যাত ধনীর সন্তান ছিল,—অর্থাকোষ শূন্য করিয়া রাণীর পূজা করিয়াও তাহার ভালবাসায় বঞ্চিত হইল—রাণীর হৃদয়ের ভালবাসা সমস্তই নরহরি পাইয়া ছিল। কিছু দিন রাণীকে ভালরূপে মজাইয়া, শেষ তাহার সঞ্চিত অর্থগুলির উপরে তীব্র দৃষ্টি পড়িল। কৌশলে গোপেশ্বরকে তাড়াইয়া দিয়া, নরহরি রাণীকে লইয়া থাকিল। রাণীর বিরহে গোপেশ্বর সারাটি জীবন কাঁদিয়াই কাটাইয়া, শেষে আত্মহত্যা করিয়া ছিল। এদিকে নরহরি ঘুমন্ত রাণীর বুকে ছুরি মারিয়া, তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া চম্পট দিয়া ছিল। যে ছুরিতে সে জন্মে নরহরি, রাণীকে হত্যা করিয়া ছিল,—সেই ছুরিতেই এজন্মে নরহরি হত হইয়াছে। তাহারই ফলে—এজন্মে এই ঘটনা। রাণীর সেই প্রেমের টানে এজন্মে বিবাহ—গোপেশ্বরের আত্মাও উহাদিগের পিছু ছাড়ে নাই—বড় প্রবল আকর্ষণ। কাম-কামনার জলন্ত বহ্নির তাপ—জন্মে জন্মে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়।

রুদ্র। যে ছুরিতে নরহরি রাণীকে হত্যা করিয়া ছিল—সে ছুরি এজন্মে গোপেশ্বর কোথায় পাইল?

জ্ঞানদা। ঘটনা ক্রমে, ঐ ছুরি এক ফকির প্রাপ্ত হয়। তাহার মৃত্যুর পর কতক দিন ঐ ছুরি তাহার বাড়ীতে পড়িয়া থাকে। শেষে তাহার স্ত্রী, একজন ফিরিওয়ালাকে বেচিয়া ফেলে—তারপর হাতে হাতে এখানকার পুরাণ লকড়ের দোকানে আইসে। সেখান হইতে এক দোকানদার কেনে—প্রয়োজন বোধে সে দিন গোপেশ্বর কিনিয়া লইয়াছিল। ঘটনাচক্রের

এমনই গুপ্ত রহস্য। আপনারা ভাবেন—জড় ছুরির বুঝি কিছুই শক্তি নাই—জড়েও শক্তির ক্রিয়া—সমস্ত জগৎময় মহাশক্তির মহানন্দ-বিলাস-তরঙ্গের মহতি লীলা! কে বুঝে?—বুঝিবার সাধ্য কাহার? সমস্ত জগৎ জুড়িয়া ঘুমের ঘোর—সমস্ত জগৎটা—ঘুমন্ত ছবি—ঘুমে স্বপ্ন—স্বপ্নই মায়ার খেলা!

রুদ্রদাস শর্ম্মা, তখন বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আর কিছু জানিবার আছে কি?"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, ভক্তিপূর্ণ লোচনে বিচারক বলিলেন,—"না এখন আর জানিবার কিছুই নাই।"

দরবার গৃহে তখন লোকে লোকারণ্য ছিল। সমস্ত লোকই নরহরি প্রভৃতির অতীত জীবন, আত্মিক পুরুষের আবির্ভাব—যোগনিদ্রায় মহিমা-প্রসঙ্গে নানা কথা কহিয়া, ভয়ে ও ভক্তিতে ভগবানের নাম লইল। যাহারা আস্তিক—যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, করাঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-সহকারে, একে, অন্যকে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিল। সকলেই বুঝিল যে কিবা অদ্য, কিবা কল্য—জগদীশ্বরের এই অনন্ত ধর্ম্মরাজ্যে,—কার্ম্মের ফল আস্বাদন করিতেই হইবে। পরিণামে ঘুমন্তছবির জাগন্ত অবস্থা আসিবেই আসিবে।

রুদ্রদাস শর্ম্মা, তাড়িৎ সংহরণ ক্রিয়াবলে, বালিকার যোগনিদ্রা অপনোদন করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিস্ময়াবিষ্ট মনে বিচারক, এই মোকদ্দামার অনুসন্ধান-জন্য কয়েকজন পুলিসকর্ম্মচারীও যাদবেশ্বর ওরফে গোপেশ্বরকে, এবং নিতম্বিনীকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে রসুনপুরে গমন করিলেন। সেখানকার তাবৎ লোকই যাদবেশ্বরকে গোপেশ্বর বলিয়া সনাক্ত করিল। এবং অনেকেই নিতম্বিনীকেও চিনিত এবং পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিল, ও নরহরির বাড়ী দেখাইয়া দিল।

তৎপরে তাহাদিগকে লইয়া ফরিদপুরজেলার সাগর গাঁয়ে গমন করা হইল।

সেখানে বিচারক-সমীপে আসিয়া যাদববাগচী প্রথমেই সাধুর নরহরির বিদেহী আত্মাকে দর্শনের কথা জানাইলেন। তারিখের হিসাব করিয়া দেখা হইল, জ্ঞানদা যে রাত্রে হত্যা বিবরণ শুনিয়াছিল—এবং যে দিন তাহার উপরে পুলিসকর্ম্মচারী পাহারা দিতেছিল,—সাধুচরণ সেই দিনই নরহরির আভাসিকদেহ দর্শন করিয়া ছিল।

তৎপরে গ্রামের সমস্ত লোকই নিতম্বিনীকে চিনিল, এবং নরহরির সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বলিল। বিচারক, অতিশয় আশ্চ-র্য্যান্বিত হইয়া, সহচরগণও আসামীদ্বয়কে লইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন গোপেশ্বর ও নিতম্বিনী সমস্তই স্বীকার করিল। তাহারা বলিল,—"অন্ধ ভিখারী এক দিন ভিক্ষা হইতে ঐ জ্ঞানদার হাত ধরিয়া ফিরিতেছিল, আমরা দেখিতে পাই। তার পরে উহার বাড়ীর সন্ধান লই। পাছে, উহার গুপ্তধন লইয়া আসিয়াছি বলিয়া, আমাদিগকে কোন প্রকারে বিব্রত করে— সেই ভয়ে উহারা কি বলে, বা কি করে—অনুসন্ধান লই। একদিন

শুনিতে পাই—অন্ধ জ্ঞানদাকে বলিতেছিল, শীঘ্রই অনুসন্ধান শেষ হইবে,—তখন আমি যা বলিব, তা যদি করিতে পার—আমাদের একষ্ট আর থাকিবে না।—তাহার কথায় বুঝিলাম, আমাদের নিকট হইতেই ধন আদায়ের উপায় করিতেছে। তাই কৌশলে এই সকল কাণ্ড করা হইয়াছে।"

বিচারক তাহাদিগকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন,—এবং তাহাদিগের বাড়ী ও সমস্ত ধন-রত্ন জব্দ করিয়া জ্ঞানদাকে অর্পণ করিলেন।

জ্ঞানদা কিন্তু আর বিবাহ আদি কিছুই করিল না। সে সে চিরকুমারী থাকিয়া, ভগবদুপাসনায় জীবন কাটাইয়া দিয়াছিল। সকলেই তাহাকে ভক্তি করিত—সকলেই তাহাকে ঘুমন্ত দেবতা বা ঘুমন্ত ছবি নামে অভিহিত করিত।

একবার দেশে মন্বন্তর ঘটিয়াছিল,—দরিদ্রগণ অন্নাভাবে মারা যাইতেছিল, সেই সময়ে জ্ঞানদা তাহার সমস্ত ধন লইয়া একটা পল্লীগ্রামে গিয়া অন্নসত্র খুলিয়া ছিল,—সেই স্থানেই তাহার সমস্ত ধন ব্যয়িত হয়। এখনও সেদেশে ঘুমন্ত ছবির অন্নসত্রের কথা কিম্বদন্তী রূপে লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানদা তারপরে কোথায় গিয়াছিল,—কি করিয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে মুর্শিদাবাদে আর সে ফিরিয়া যায় নাই,—ইহা নিশ্চয়।

সমাপ্ত

স্ত্রীব্যাধি সকল, রজঃ, গর্ভসঞ্চার, গর্ভলক্ষণ, ঋতুবন্ধের কারণ, জীব-সৃষ্টি, গর্ভিণীর পীড়া, তাহার সুচিকিৎসা, ইচ্ছানুসারে সন্তান উৎপাদন শিশুপালন ইত্যাদি. এবং বারাঙ্গনা বারাঙ্গনাগমনের পরিণাম ফল উপদংশ, প্রমেহ, অকালমৃত্যুর কারণ ইত্যাদি।

তৃতীয় অংশ। চিকিৎসা তত্ত্ব—যাবতীয় রোগের কারণ এবং ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী, ও টোটকা চিকিৎসা।

চতুর্থ অংশ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—বিজ্ঞান কি, ব্যবসা শিক্ষা, নানাবিধ বিলাতী দ্রব্যাদি ও তাহার ব্যবসা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার উপায়। গোলাপজল, সাবান, ল্যাভেণ্ডার, অডিকলোম, পমেটম, নানাবিধ বার্ণিস, কালী, সোণালি, গিলটি, চুলের কলপ প্রস্তুত ইত্যাদি।

পঞ্চম অংশ। জ্যোতিষ তত্ত্ব—গ্রহশান্তি, স্বপ্নদর্শন ও তাহার ফল তিথি গণনা, জন্ম নক্ষত্রানুসারে অদৃষ্ট ফলাফল গণনা ইত্যাদি।

যষ্ঠ অংশ। পাগলের ফিলজফি—নানাবিধ শিক্ষার বিষয় ইহাতে আছে।

সপ্তম অংশ। তীর্থতত্ত্ব—কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশী, গয়া প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, গঙ্গাসাগর, ঘোষপাড়া প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর তীর্থ এবং পেঁড়ো, মক্কা মদিনা প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ ইত্যাদি যাবতীয় তীর্থ স্থানের বিবরণ কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহার ব্যয় যাইবার ভাড়া প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ইহাতে বিশদভাবে লেখা আছে। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে তীর্থ যাইয়া কোন বিষয় জানিয়া লইবার জন্য পাণ্ডার আবশ্যক হয় না।

অষ্টম অংশ। ব্রততত্ত্ব-ইহাতে ফলসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ব্রত তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য, তাহার ব্যয় এবং কোন কোন ব্রতের কি ফল প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লেখা আছে।

নবম অংশ। পারত্রিক তত্ত্ব—একালে পাপ করিলে পরকালে কি শাস্তি হয়। সেই পাপের ভোগাভোগ সকল চিত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে।

দশম অংশ। শান্তিকুঞ্জ—ইহা একটী অপূর্ব্ব জিনিষ, যিনি একবার দেখিবেন, তিনি আর জন্মে ভুলিতে পারিবেন না।

এহেন আবশ্যকীয় গ্রন্থের মূলঃ ডাকমাশুল সমেত ১।।৵০।

ম্যানেজার—নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।

৩৩৩নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞান এবং কাব্য জগতের অমূল্য কহিনুর !

প্রেমের বিকাশ।

(বিলাতী বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা।)

মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

মলয় আসে, চাঁদের জ্যোৎস্নাভাসে, কোকিলের কুহুতানে, চকোরীর হতাশ পিয়াসে শুধুইত প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা। প্রেমই সংসারের বন্ধনী। এমন মোহ মদিরা মাখা যে প্রেম, তাহার তত্ত্ব যদি না বুঝিলান তবে বুঝিলাম কি? মনুষ্য স্ব ইচ্ছায় প্রেমলাভ ও প্রেম দান করিতে পারে—যাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে,তাহাকে যে আজ্ঞাকারি করিতেপারে—কেমন করিয়া পারে, তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকায় নিউইয়র্কনগরে প্রেমের বিদ্যালয় হইয়াছে, আর আমাদের দেশে বঙ্গভাষায় একমাত্র পুস্তক—প্রেমের বিকাশ। ইহা পাঠ করিলে, জানিতে বুঝিতে ও শিখিতে পারিবেন–প্রেম কি, প্রেমের আধার কোথায়, কেমন করিয়া কোথা দিয়া প্রেমের আবির্ভাব হয়, কেন নরনারী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়, যাহাকে ভালবাসা যায়, কোন বিজ্ঞানবলে তাহাকে ছায়ার মত সঙ্গিনী করা যায়, আদর, সোহাগ, মান, অভিমান, নয়নে নয়নে কথোপকথন, যাহাকে দেখিয়া আপন ভুলিয়াছি, কোন উপায়ে তাহাকে ভুলান যায়, প্রেমক্রীড়া, স্ব ইচ্ছায় পুত্র বা কন্যা উৎপাদন, তাড়িতের ক্রিয়া কোকিল, ভ্রমর, মদন, রতি, বসন্ত পঞ্চশর, যৌবন সৌন্দর্য্য নর ও নারীর দেহতত্ত্ব, আত্মা কি? আত্মার স্বরূপ কি। ইত্যাদি ৫৬টী মুল বিষয় ও তাহার শাখা বিষয়, উদাহরণ এবং কালিদাস, ভব-ভূতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, সেকসপিয়র সারওয়ালটার স্কট, গোল্ড স্মিথ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত কবিগণের প্রেমেরভাব, মাধুর্য্য রসাত্মক ব্যাপার ও কাব্যের দৃষ্টান্ত প্রভৃতিতে এই গ্রন্থ পূর্ণ। না পড়িলে এ গ্রন্থের ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন না। ভাষা সরল ও মধুর।

ম্যানেজার—নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।
৩৩৩নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

নবদ্বীপ নিবাসী—শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

পরশুরামের মাতৃহত্যা (বা)

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনবধ গীতাভিনয়।

মূল্য ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১৷৹ দেড় টাকা।

পার্ব্বতী বাবুর গীতাভিনয়ের গুণাগুণ সকলেই জানেন। তাঁহার রচিত সকল পালা গুলিই আজকাল প্রায় সমস্ত যাত্রাদলেই অভিনিত হইতেছে, এক্ষণে তাঁহার প্রণীত বীর, করুন হাস্য প্রভৃতি নবরসে পরিপূর্ণ নূতন গীতাভিনয় **পরশুরামের মাতৃহত্যা বা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ প্রকাশিত হইয়াছে** ইহাতে দিগ্বিজয়ে শ্বেতকেতু রাজার সহিত কার্ত্তবীর্য্যের ভীষণ যুদ্ধ ও শ্বেতকেতু বধ পতিশোক বিহ্বলা শ্বেতকেতু মহিষীর দারুণ প্রতিহিংসা ও লোমহর্ষণ নারী যুদ্ধ। পরশুরামের পিতৃ আজ্ঞা পালন ও নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ মাতৃহত্যা। কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক জমদগ্নি হত্যা ও কপিলা হরণ। পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় ধরণী ও রাজমহিষীর ক্রোড় হইতে রাজপুত্রগণকে হত্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুললিত গীত সমূহের সহিত বিষদরূপে বর্ণিত আছে।

সাবধান! ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড! সাবধান!

উপহার—কালকেতুর রাজ্যাভিষেক গীতাভিনয়।

এই পুস্তক ক্রয় কালীন মলাটের উপর নবদ্বীপ নিবাসী—শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও কলিকাতা ৫৭।১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন। কারণ কোন কোন অজ্ঞাত নামা লেখক আমাদের ক্ষতির উদ্দেশে এই পুস্তকের নানারূপ নকল বাহির করিয়া বিক্রয় করিতেছে। বলা বাহুল্য সেই সকল মহাত্মাদের রচিত পুস্তকের সহিত আমাদের পুস্তকের কোনও স্থানে মিল নাই, এবং সেই সকল পুস্তকও আদৌ অভিনয়ের উপযুক্ত হয় নাই।

ম্যানেজার—নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।

৩৩৩নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।